(উপন্যাস।)

"আশালতা" প্রণেতা প্রণীত।

"Fie, my lord, fie! a soldier and afear'd? What need we fear who knows it, when none can call our power to account?—Yet who would have thought the old man to have so much blood in him? What, will these hands ne'er be clean! No more of that, my lord, no more of that.—Here is the smell of the blood still! All the perfumes of Arabia will not swetten this little hand. Oh, oh, oh.—What is done, cannot be undone."

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩১৬ সাল।

মূল্য ১॥০ সিকা।

কলিকাতা,

১৩ নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, "সিদ্ধেশ্বর মেসিন্ প্রেসে"

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

ভ্রমর।

(উপন্যাস)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দাক্ষিণাত্যের প্রধান নগর আমেদাবাদের সন্নিকটবর্ত্তী বহু বিস্তৃত নির্জ্জন অরণ্য মধ্যে একটী ক্ষুদ্র মন্দির এখনও দৃষ্টিগোচর হয়। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়েও এই মন্দির ঠিক এই ভাবেই এই অরণ্য মধ্যে নিজ মস্তকোত্তোলিত করিয়া দণ্ডায়মান ছিল। প্রায় ৫০০ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও এই মন্দির ঠিক সেইরূপ ভাবে সেই তেমনই দণ্ডায়মান হইয়া, অনন্ত কালের অনন্ত তরঙ্গলীলা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে।

পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে, বৈশাখ মাসের একদিন ঠিক দুই প্রহরের সময়, একজন অশ্বারোহী যোদ্ধা ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত

অশ্বকে এই মন্দিরের সম্মুখে দণ্ডায়মান করিয়া, মন্দির-অভ্যন্তরস্থ পূজায় সন্নিবিষ্ট একজন সন্ন্যাসীকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, "আর্য্য, আমি বড়ই তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছি; যদি অনুগ্রহ করিয়া একটু জল দান করেন, তবে বিশেষ উপকৃত হই।" সন্ন্যাসী, যোদ্ধার কাতরোক্তি শুনিয়াও শুনিলেন না। তিনি নিজ মনে পূজা করিতে লাগিলেন।

তখন যোদ্ধৃপুরুষ লম্ফ দিয়া অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন; নিকটস্থ বৃক্ষশাখায় অশ্ব-বল্গা সম্বদ্ধ করিলেন; তৎপরে সোপানাবলী অবরোহণ করিয়া, তিনি মন্দিরের দ্বারে আসিলেন। কিন্তু তৃষ্ণায় তাঁহার অসহনীয় ক্লেশ হইলেও, তিনি একেবারে মন্দিরে প্রবিষ্ট না হইয়া, আবার সসম্মানে সন্ন্যাসীকে সম্ভাষণ করিয়া, তৃষ্ণার্ত্তের তৃষ্ণাপনোদনের জন্য একটু জল প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু সন্ন্যাসী এ কাতরোক্তিও শুনিলেন না। তখন তিনি বিরক্ত হইলেন,—সন্ন্যাসীকে ভণ্ড তপস্বী ভাবিয়া ক্রুদ্ধও হইলেন; একবার মন্দিরের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; সন্ন্যাসীর সম্মুখস্থ জলপূর্ণ ঘট ব্যতীত আর কোথাও একবিন্দু জল দেখিতে পাইলেন না। প্রাণ যায়, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যায়,—জল দেখিয়া সেই তৃষ্ণা শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে,—যুবক আর আত্মসংযমে সক্ষম হইলেন না; সন্ন্যাসীর সম্মুখস্থ ঘট তুলিয়া লইয়া জলপানে নিযুক্ত হইলেন।

সেই মন্দিরে সন্ন্যাসীর সম্মুখে প্রস্তরনির্ম্মিত এক নৃমুণ্ড-মালিনী মূর্ত্তি দণ্ডায়মানা ছিলেন। সহসা যেন সেই মূর্ত্তি হইতেই আর এক পরমরূপলাবণ্যময়ী বালিকা-মূর্ত্তি বহির্গত হইয়া আসিয়া, মুহূর্ত্তমধ্যে যুবকের হাত ধরিলেন। যুবক ভীত হয়েন নাই,—ভয় কাহাকে বলে তিনি তাহা জানিতেন না,—কিন্তু বিস্মিত হইয়াছিলেন। কোথা হইতে, কেমন করিয়া, নিমিষমধ্যে এই বালিকা-মূর্ত্তি,—অথবা এই দেবীমূর্ত্তি—আসিয়া তাঁহার হাত ধরিলেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তিনি ঘটস্থ পানীয় পানে ব্যগ্র, বালিকা তাঁহাকে তাহা করিতে দিবেন না ;—অন্য সময় হইলে যুবক নিশ্চয়ই জল পান হইতে বিরত হইতেন ; কিন্তু আজ তাঁহার তৃষ্ণার পূর্ণ নিবৃত্তি না হইলে, তিনি জলপানে ক্ষান্ত হইতে সক্ষম হইলেন না।

বালিকা, যুবককে ঘটস্থ জলপানে নিবৃত্ত করিতে নীরবে চেষ্টা পাইতেছেন দেখিয়া, সন্ন্যাসী, বালিকাকে নিরস্ত হইতে ইঙ্গিত করিলেন। ইঙ্গিতমাত্রেই বালিকা আবার নিমিষমধ্যে অন্তর্হিতা হইলেন। তাঁহার অন্তর্ধানে সহসা যেন সমস্ত মন্দির গভীরতম অন্ধকারে আবরিত হইয়া পড়িল।

যুবক এবার দেখিলেন,—দেবীমূর্ত্তির ঠিক পশ্চাৎ ভাগে একটি ক্ষুদ্র দ্বার আছে। বালিকা নিমিষমধ্যে সেই দ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া, দ্বার রুদ্ধ করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল,—

তিনিও বালিকার অনুসরণ করেন; কিন্তু একার্য্যে তাঁহার সাহস হইল না। এ মন্দিরে আর অধিকক্ষণ অপেক্ষা করাও যুক্তি-সঙ্গত নহে বিবেচনা করিয়া, তিনি মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার উদ্যম করিলেন; কি· আবার সন্ন্যাসী ইঙ্গিত করিলেন। তাঁহাকে মন্দিরে অপেক্ষা করিবার জন্যই অনুজ্ঞা করা হইতেছে বুঝিয়া, যুবক সেই মন্দিরমধ্যেই নিস্পন্দভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া, পূজায় নিমগ্ন সন্ন্যাসীমূর্ত্তি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যুবক প্রায় অর্দ্ধঘটিকা মন্দিরে দণ্ডায়মান রহিলেন, তবুও সন্ন্যাসী পূজা হইতে উঠিলেন না। আর তিনি কতক্ষণ অপেক্ষা করিবেন? এরূপ ভাবে এখানে আর অপেক্ষা করিয়া লাভই বা কি? বেলা দুই প্রহর অতীত, আর অধিক বিলম্ব করিলে, সম্ভবতঃ তাঁহাকে আজ এই বিজন অরণ্য মধ্যেই নিশা যাপন করিতে হইবে; বিশেষতঃ, যে বালিকা-মূর্ত্তি নিমিষের জন্য তিনি একবার দেখিয়াছিলেন, সেই মূর্ত্তি পুনর্ব্বার দেখিবার জন্য তাঁহার হৃদয় ক্রমেই অধিকতর ব্যাকুল হইতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন, "সন্ন্যাসী পূজা শেষ করিয়া উঠুন,

ইতিমধ্যে আমি একবার মন্দিরের বাহিরে গিয়া, সেই বালিকার অনুসন্ধান করি।"

তিনি মন্দির হইতে বহির্গত হইবার উদ্যম করিলেন, কিন্তু কেমন যেন তাঁহার পা আর চলে না,—তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল যেন আর তাঁহার অনুজ্ঞাপালনে সম্পূর্ণই অসম্মত। এই সময়ে বাহিরে তাঁহার তৃষ্ণার্ত্ত অশ্ব তৃষ্ণায় কাতরোক্তি করিয়া উঠিল। মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া যুবক, প্রিয় অশ্বের কথা একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার হ্রেষারবে তাহার কথা তাঁহার স্মরণ হইল। তিনি নিজ স্বর একটু উচ্চে তুলিয়া বলিলেন, "যদি কেহ নিকটে থাকেন, তবে অনুগ্রহ করিয়া আমার অশ্বকে একটু জল প্রদান করুন।"

মন্দিরের মধ্যে তাঁহার স্বর যেন গভীরতমভাবে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তাঁহার নিজের স্বরেই তিনি ভীত, বিস্মিত ও চমকিত হইয়া চারিদিকে চাহিলেন। সন্ন্যাসীও চকিতভাবে নয়ন উন্মীলিত করিলেন। তাঁহাকে নয়ন মেলিতে দেখিয়া, যুবক তাঁহাকে সম্ভাষণ করিবার উদ্যম করিলেন; কিন্তু তিনি আবার হস্ত উত্তোলিত করিয়া তাঁহাকে নীরবে থাকিতে ইঙ্গিত করিলেন। তৎপরে বলিলেন,—"যুবক, তুমি আজ যে অসমসাহসিক ও ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য করিয়াছ, তাহাতে তোমার সমূহ বিপদ্ ঘটিত। যাহা হউক, তুমি একদিন এই বিস্তৃত

রাজ্যের একমাত্র অধিপতি হইবে, সুতরাং তোমার প্রাণ রক্ষা আবশ্যক,—গৃহে যাও। এ রাজ্য তোমারই হইবে,—ইহাই মায়ের অনুমতি—ইচ্ছা - লীলা।”

শেষের তিনটী কথার সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী নিজ হস্ত আন্দোলিত করিয়া, যুবককে মন্দির পরিত্যাগ করিতে অনুজ্ঞা করিতেছিলেন। সন্ন্যাসীকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা হইলেও যুবক তাহা পারিলেন না,—কে যেন তাঁহাকে সেই মন্দির হইতে বিতাড়িত করিয়া দিল। তিনি মন্দিরের বাহিরে আসিলেন, তখনও তাঁহার কর্ণে “অনুমতি—ইচ্ছা—লীলা—” এই তিনটি শব্দ ধ্বনিত হইতেছিল।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া তিনি কয়েক মুহূর্ত্ত মন্দির সোপানে দণ্ডায়মান রহিলেন, তৎপরে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, নিজ অশ্বের দিকে চলিলেন। কিন্তু এ কি। এ যে সেই পরমলাবণ্যময়ী দেবী-মূর্ত্তি। তিনি দেখিলেন,—সেই আজানুলম্বিত রুক্ষকেশে সুশোভিতা, আয়তলোচনা, গেরুয়া-ধারিণী, রূপের প্রতিমা, সেই বালিকা,—অতি যত্নে তাঁহার অশ্বকে জল পান করাইতেছেন। বালিকাকে দেখিয়া প্রকৃতই যুবকের হৃদয়ে আনন্দ জন্মিল, তিনি প্রকৃতই তাঁহাকে আর একবারটী দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ, সন্ন্যাসীর অদ্ভুতপূর্ব্ব কথায় তাঁহার হৃদয়ে আজ এক অভিনব ভাবের

উদয় হইয়াছিল; সন্ন্যাসীকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও তিনি তাহা পারেন নাই। এক্ষণে বালিকাকে সম্মুখে দেখিয়া তিনি ভাবিলেন, "অন্ততঃ ইঁহার নিকট অনেক বিষয় জানিতে পারিব।"

তিনি অতি ব্যগ্রভাবে বালিকার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। আপনি কে? সন্ন্যাসী কে? আপনারা কোথায় থাকেন? এ মন্দিরে কতদিন আছেন? আপনার আর কেহ আছেন কি না? সন্ন্যাসীর সহিত কখন দেখা সাক্ষাৎ হইতে পারে প্রভৃতি বহুসংখ্যক প্রশ্ন যুবক, একে একে করিতে লাগিলেন, কিন্তু বালিকা তাঁহার প্রশ্নের একটীরও উত্তর প্রদান করিলেন না। তিনি নিজ মনে অশ্বকে জল পান করাইতে লাগিলেন। যখন তাঁহার জলপানক্রিয়া শেষ হইল, তখন তিনি জলের পাত্রটী তুলিয়া লইয়া, ধীরপাদক্ষেপে মন্দিরের দিকে চলিলেন। তাঁহার গতি রোধ করিবার সাহস যুবকের হৃদয়ে আসিল না।

তিনি মন্দিরের নিকটস্থ হইয়া যুবকের দিকে ফিরিলেন; তৎপরে ধীরে ধীরে নিজ দক্ষিণ হস্ত উত্তোলিত করিয়া, যুবককে অঙ্গুলি দ্বারা লক্ষ্য করিয়া অতি ধীরে, অতি গম্ভীরে, অতি ভয়াবহস্বরে বলিলেন, "যুবক সাবধান! একদিন আমিই তোমাকে হত্যা করিব। ইহাই মায়ের অনুমতি—ইচ্ছা—লীলা।"

উন্মত্তের ন্যায় যুবক, বালিকার দিকে ছুটিলেন; কিন্তু কেবল মাত্র মন্দির-প্রাচীরে তাঁহার মস্তক আঘাতিত হইল। নিমিষ-মধ্যে বালিকা, মন্দির-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিলেন, সুতরাং যুবক আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না।

তখন তিনি সবলে সেই দ্বারে করাঘাত করিতে লাগিলেন; কিন্তু কেহই তাঁহার আঘাতের প্রত্যুত্তর প্রদান করিল না। তখন তিনি মন্দিরের সম্মুখস্থ সোপানাবলী অবরোহণ করিয়া, আবার সন্ন্যাসীর নিকট চলিলেন,—সে দ্বারও রুদ্ধ হইয়াছে। তিনি সে দ্বারেও সবলে করাঘাত করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই কোন উত্তর প্রদান করিল না। কেবল যেন তাঁহার কর্ণকুহরে অট্টহাস্যধ্বনি প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। যে হৃদয় ভয় কাহাকে বলে জানিত না, সেই পাষাণসম রাজপুত-হৃদয়ে সহসা যেন আজ ভয় সহস্ররূপে বিকাশপ্রাপ্ত হইল। তিনি কম্পিতপদে,—স্পন্দিতহৃদয়ে, নিজ অশ্বের নিকট আসিলেন; —মুহূর্ত্তমধ্যে অশ্বে আরোহণ করিলেন,—তৎপরে নিদারুণ কশাঘাতে অশ্ব ব্যথিত হইয়া তীর-বেগে সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কুমারসিংহ মাড়োয়ার প্রদেশের সেনাপতি। তাঁহার বয়স এখনও পঞ্চবিংশ পূর্ণ হয় নাই বটে, কিন্তু ইহারই মধ্যে তিনি মহাবীর বলিয়া দিল্লী হইতে আমেদাবাদ পর্য্যন্ত খ্যাত হইয়াছেন। তাঁহারই বাহুবলে মাড়োয়ার নাম সমস্ত দাক্ষিণাত্যে পূজিত হইতেছে ও ভীতির সঞ্চার করিয়াছে। রাজপুত গৌরব উত্তর-ভারতেই বিদিত ও ঘোষিত ছিল, কিন্তু কুমার সিংহই সেই গৌরব সমস্ত ভারত ব্যাপ্ত করিয়াছেন।

উন্নত্যান্মুখ, লুণ্ঠন-পরায়ণ মহারাষ্ট্রগণকে দমন করিবার ভার দিল্লী হইতে মাড়োয়াররাজ অমর সিংহের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। অমর সিংহ বৃদ্ধ,—অমর সিংহ নানা কারণে রোগশোকে জরাজীর্ণ,—মাড়োয়ারের বীর-নাম রক্ষা ও রাজপুত-গৌরব সমুজ্জ্বল করিবার ক্ষমতা তাঁহার আর নাই। কিন্তু ইহাতে মাড়োয়ারের যশঃ-সৌরভ নিষ্প্রভ হয় নাই; কারণ, রাজকুমার কুমার সিংহ মাড়োয়ারের সেনাপতি।

রাজকুমার কুমার সিংহ, মাড়োয়ারের সেনাপতি, কিন্তু যুবরাজ নহেন। তিনি পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র নহেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অজয় সিংহ একটী মাত্র পুত্র রাখিয়া, অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। সেই পুত্র ললিত সিংহই

মাড়োয়ারের যুবরাজ, তিনিই সময়ে অমর সিংহের অবর্ত্তমানে মাড়োয়ারের সিংহাসনে মহারাণারূপে অধিষ্ঠিত হইবেন। ললিতের বয়স প্রায় অষ্টাদশ, কিন্তু তিনি বীর নহেন। যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন বটে,—রাজপুত-বীর্য্য ও তেজ তাঁহার শিরায় শিরায় বহমান হয় বটে, কিন্তু যুদ্ধ তাঁহার নিকট প্রিয় সামগ্রী নহে।

ললিত সিংহ সর্ব্বদা নির্জ্জনে থাকিতে ভাল বাসেন; পুস্তক পাঠ করিতে পাইলে, আর সকল কার্য্য বিস্মৃত হয়েন। তিনি সর্ব্বদাই চিন্তাশীল, সর্ব্বদাই বিষণ্ণ, কিন্তু তাঁহার হৃদয় উদার। দরিদ্রের দুঃখে তাঁহার হৃদয় ব্যাকুলিত হয়। দুঃখীর দুঃখ বিমোচন করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদাই ব্যগ্র। তিনি যুবরাজ বটে, কিন্তু রাজপ্রাসাদস্থ জাকজমক তিনি একেবারেই ভাল বাসিতেন না। তাঁহার ব্যবহারের জন্য কত সুন্দর সুন্দর অশ্ব, মনোহর যান ও সুসজ্জিত হস্তী ছিল,—তাঁহার মনোরঞ্জনের জন্য তাঁহার কত প্রকারের কত বেশভূষা ছিল, কিন্তু তিনি ইহার কিছুই ব্যবহার করিতেন না। সামান্য লোকের ন্যায় একাকী তিনি নগরে পরিভ্রমণ করিতেন এবং সুবিধা হইলেই, দুঃখীর দুঃখ দূর করিতেন।

খুল্লতাত কুমার সিংহকে তিনি যে কেবল সম্মান করিতেন, এরূপ নহে। প্রকৃতই তিনি তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন।

পিতার অবর্ত্তমানে কুমার সিংহকেই ললিত, পিতার ন্যায় সম্ভ্রম করিতেন। কুমারও ললিতকে বড় ভাল বাসিতেন। নিজের পুত্রকেও কেহ কখন এত ভাল বাসে না, এত যত্ন করে না, এত স্নেহও করে না। বৃদ্ধ অমর সিংহের অনেক পুত্রকন্যা হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা সকলেই অকালে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন; কেবল কনিষ্ঠ কুমারই জীবিত, সুতরাং বলা বাহুল্য, মহারাণা, কুমারকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম মনে করিতেন। বিশেষতঃ, কুমার সিংহ ও ললিত সিংহের সদ্ভাব দেখিয়া, প্রকৃতই তাঁহার শোকে জীর্ণশীর্ণ বার্দ্ধক্য বড়ই সুখের হইয়াছিল। কেবল তিনি কেন, সমস্ত মাড়োয়ারের অধিবাসিগণ ভাবিয়াছিলেন, বৃদ্ধ মহারাণার মৃত্যু হইলে, মাড়োয়ারের গৌরবের লাঘব ঘটিবে না।

কুমার সিংহের ন্যায় সদাশয় ব্যক্তিও সমস্ত মাড়োয়ারে আর কেহই ছিলেন না। অহঙ্কার কাহাকে বলে, তিনি তাহা একেবারেই জানিতেন না। তাঁহার হৃদয়ে কোন বাসনাই ছিল না; কোন বিষয়েই তাঁহার কোনরূপ অভাব হইত না। যুদ্ধই তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, শৌর্য্যবীর্য্যই তাঁহার মূল মন্ত্র; বীর বলিয়া খ্যাতি লাভ করিবার ইচ্ছাই তাঁহার জীবনের ভিত্তি। কাহারও উপর ক্ষমতা লাভ করিবার বাসনা, তাঁহার হৃদয়ে কখন স্থান পাইত

না; সকল সময়ে সকলকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই, তিনি বিশেষ পরিতোষ লাভ করিতেন। সামান্য সৈনিক হইতে সেনাপতিগণ পর্য্যন্ত তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত ভাল বাসিতেন। তাঁহার জন্য তাঁহারা সকলেই অকাতরে প্রাণদান করিতে পারিতেন, তাই কুমার সিংহ অজেয় নাম লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

মহারাষ্ট্রগণ দুর্ব্বৃত্ত হইলে, দিল্লীশ্বর মাড়োয়ারের মহারাণাকে এই সকল দস্যু দমন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। বলা বাহুল্য, এ ভার কুমার সিংহের উপরই ন্যস্ত হইল। কর্ত্তব্য কাজে কখনই কুমার সিংহ পশ্চাৎপদ ছিলেন না; পিতার আজ্ঞা পাইয়া তিনি দশ সহস্র সৈন্যসহ দাক্ষিণাত্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

দাক্ষিণাত্যে তাঁহার অভ্যুত্থানে মহারাষ্ট্রগণ উৎপীড়িত, লাঞ্ছিত ও দুর্গ হইতে দুর্গান্তরে বিতাড়িত হইতে আরম্ভ করিল। তাহারা যেখানে যখন অধিষ্ঠান করে, কুমার সিংহ প্রভঞ্জনবেগে তথায় আসিয়া উপস্থিত হয়েন। তাঁহার সুশিক্ষিত সৈন্যগণের সম্মুখে মহারাষ্ট্রগণ তিলার্দ্ধও তিষ্ঠিতে পারে না। সমস্ত দাক্ষিণাত্যে কুমার সিংহের নাম খ্যাত হইয়াছে; গৃহে গৃহে মহারাষ্ট্র দস্যু-কর্ত্তৃক-উৎপীড়িত গৃহিগণ তাঁহার যশোগান করিতেছে; দুর্গে দুর্গে মহারাষ্ট্রগণের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হইয়াছে।

কুমার সিংহ ক্রমে দাক্ষিণাত্যের প্রধান নগর আমেদাবাদ করতলস্থ করিয়া, শিবির সন্নিবেশ করিয়াছেন। তিনি একাকীই চারিদিকস্থ অরণ্যানী পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। রাজপুত কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া মহারাষ্ট্রগণ অরণ্য আশ্রয় করিয়াছিল, কুমার সিংহ ইহা অবগত হইয়া, তাহারা কখন কোথায় থাকে, তাহাই জানিবার জন্য নিজেই একাকী অরণ্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, চারি-দিকে তাহাদের অনুসন্ধান করিতেন। তাহারা কোথায় আছে জানিতে পারিয়া, অতি সংগোপনে সৈন্যসমভিব্যাহারে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতেন।

একদিন এইরূপ মহারাষ্ট্র-অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া, গভীর অরণ্যমধ্যস্থ দেবীমন্দিরে আসিলেন। তথায় যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা পাঠকগণ বিদিত হইয়াছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কুমার সিংহ যতক্ষণ সেই বিজন অরণ্য অতিক্রম না করিলেন, ততক্ষণ অশ্বকে প্রবলবেগে ছুটাইলেন। ততক্ষণ তিনি যে কি করিয়াছেন বা কি ভাবিয়াছেন, তাহার কিছুই তিনি স্থির করিতে পারিলেন না। বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্য দিয়া যখন চারিদিকে প্রতিধ্বনি জাগরিত করিয়া তাঁহার অশ্ব

প্রধাবিত হইতেছিল, যখন প্রান্তরস্থ উত্তপ্ত বায়ু তাঁহার মস্তিষ্কে লাগিতে আরম্ভ করিল, তখন তিনি অশ্বকে আরও দ্রুতবেগে ছুটাইলেন।

এ পর্য্যন্ত তাঁহার হৃদয়ে যে ভাব ও যে ইচ্ছা কখনও উদিত হয় নাই, আজ তাঁহার অনিচ্ছাসত্বেও সেই ইচ্ছা ও সেই ভাব তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইবার প্রয়াস পাইল। তিনি অশ্বকে তীরবেগে ছুটাইয়া, সেই উত্তেজনার সাহায্যে হৃদয় হইতে এই ভয়াবহ ভাব দূরীভূত করিবার প্রয়াস পাইলেন; কিন্তু কিছুতেই হৃদয় হইতে ইহা যায় না। তখন তিনি হতাশ হইয়া অশ্বের গতি শমিত করিলেন; এবং তিনি ভাবিতে ভাবিতে ধীরে ধীরে আমেদাবাদ অভিমুখে চলিলেন।

তিনি রাজা হইবেন? কি রূপে ইহা সম্ভব? তবে কি তাঁহার প্রাণসম প্রিয় ললিত অকালে কালগ্রাসে পতিত হইবেন? কে বলিতে পারে, তাঁহার কোন বিপদ্ ঘটে নাই? কেহ বা বলিতে পারে যে, তাঁহার মৃত্যু হয় নাই? এ সংসারে জীবনের ন্যায় অনিশ্চিত সামগ্রী আর কি আছে? এই সকল চিন্তায় তাঁহার হৃদয়ে বড়ই ক্লেশানুভব হইল; তিনি ললিতকে প্রকৃতই বড় ভাল বাসিতেন। কিন্তু শোকের মধ্যে তাঁহার হৃদয়ে অতি অব্যক্তভাবে যেন একটু আনন্দও উপলব্ধি হইল। তিনি রাজা হইবেন,—এই বিস্তৃত সাম্রাজ্যের তিনি এক মাত্র

অধিপতি হইবেন,—ইহা কি সত্য? রাজা হইয়া সুখ কি?—লোকে রাজা হইবার জন্য এত ব্যাকুল হয় কেন? তিনি তো ইহাতে কোনই সুখ দেখিতে পান না? রাজার জীবন সর্ব্বদাই চিন্তাপূর্ণ ও দুঃখের আবাসস্থল বলিয়া, তাঁহার নিকট প্রতীত হয়। তবুও কেন তাঁহার হৃদয়ে আনন্দ জন্মে? তবুও কেন তিনি হৃদয় হইতে এই চিন্তাকে দূর করিতে পারেন না?

শোকের চিন্তা ও সুখের চিন্তায় তাঁহার হৃদয় আলোড়িত হইতেছিল;—ইহার সহিত ভয়ের চিন্তাও আসিয়া দেখা দিল। তবে কি সত্য সত্যই তাঁহাকে মরিতে হইবে? তবে কি তাঁহাকে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতে হইবে? এও কি সম্ভব যে, সেই দেবোপমা বালিকা,—যাহার মুখ দেখিলে হৃদয় মোহিত হইয়া যায়,—সেই পরম-রূপলাবণ্য-সম্পন্না দেবীসদৃশী বালিকা, নির্ম্মম হৃদয়ে তাঁহার হৃদয়ে শাণিত ছুরিকা বসাইবে!

না। সকলই তাঁহার মানসিক দুর্ব্বলতা! হয় তো তাঁহাকে ভয় দেখাইয়া মন্দির হইতে দূর করিবার জন্যই, ভণ্ড সন্ন্যাসী তাঁহাকে এই সকল বিভীষিকা দেখাইয়াছে। মানবজীবনের ভবিষ্যৎ দৃশ্য দর্শন করিতে মানুষ কি কখনও সক্ষম হয়? ভণ্ডগণ, মূর্খদিগকে প্রতারিত করিবার জন্যই, এইরূপ ভবিষ্যৎ-বাণী ও জ্যোতির্বিদ্যার আতঙ্ক প্রদর্শন করে। তিনি তো

বালক নহেন, স্ত্রীলোকও নহেন, মূর্খও নহেন,—তিনি এ সকলে ভুলিবেন কেন?

কি বিড়ম্বনা! যাঁহার হৃদয় শোণিত-পরিপূরিত যুদ্ধক্ষেত্রে মুহূর্ত্তের জন্যও স্পন্দিত হয় না, যাঁহার অসিবলে সমস্ত ভারত-বর্ষ প্রকম্পিত, সামান্য একটা ভণ্ড সন্ন্যাসী ও ততোধিক মায়া-বিনী একটা বালিকার প্ররোচনায়, আজ তাঁহার হৃদয় বিচলিত হইয়াছে? হায়, হায়, কুমার সিংহের দিন দিন এ কি অধঃ-পতন হইতেছে!

তিনি উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। হৃদয়ের চিন্তাকে বিদূরিত করিবার জন্য হাসিলেন; সঙ্গে সঙ্গে আবার অশ্বকে কষাঘাত করিয়া তীরবেগে ছুটিলেন। যে কোন প্রকারে তিনি হৃদয় হইতে এই সকল নানা ভাবময়ী চিন্তাকে দূর করিতে চাহেন,—কিন্তু কিছুতেই যে তাহা হয় না।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি শিবিরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আকৃতি দেখিয়া সেনাগণ বিস্মিত হইল, কিন্তু কাহারই কোন কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না; তবে সে রাত্রে শিবিরে সেনাপতিগণ সকলেই কুমার সিংহের পরিবর্ত্তিত ভাব লইয়া, স্থানে স্থানে সমবেত হইয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন। সে রাত্রে কুমার সিংহও কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিলেন না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পর দিবস সৈন্যগণ জাগরিত হইয়া শুনিল যে, তাহাদের সেনাপতি কুমার সিংহ মাড়োয়ারে ফিরিতেছেন। সেনাপতি আনন্দ সিংহের উপর সমস্ত মাড়োয়ার সেনার সেনাপতিত্ব ভার সমর্পণ করিয়া, কুমার সিংহ দেশে ফিরিতেছেন। সহসা সেনাপতি কুমার সিংহ কেন এরূপ ভাবে দেশে যাইতেছেন, তাহা কেহই বুঝিতে পারিলেন না। সকলেই বিস্মিত হইলেন, কিন্তু কুমার সিংহকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে কাহারই সাহস হইল না।

পর দিবস সমস্ত সেনাগণকে সমবেত করিয়া কুমার সিংহ বলিলেন,—"কোন বিশেষ কারণে আমাকে মাড়োয়ারে ফিরিতে হইল। আমার প্রিয় বন্ধু আনন্দ সিংহকে আমার স্থানাভিষিক্ত করিয়া যাইতেছি। আমি শীঘ্রই প্রত্যাবর্ত্তন করিব; যত দিন না ফিরি, ততদিন তোমরা সকলে নূতন সেনাপতিকে ঠিক আমারই ন্যায় সম্মান প্রদশন করিবে,— ইহাই আমার একান্ত বাসনা। আমি চলিলাম, কিন্তু আমার মান ও যশঃ এবং সমস্ত মাড়োয়ারের গৌরব তোমাদের হস্তে ন্যস্ত করিয়া চলিলাম। দেখিও, যেন আমার মান ও যশঃ রক্ষা হয় এবং মাড়োয়ারের গৌরব শত গুণ বৃদ্ধি পায়।"

সৈন্যগণ ইহার প্রত্যুত্তরে কুমার সিংহের জয়ধ্বনিতে গগন প্রকম্পিত করিল।

কয়েকজন মাত্র পারিষদ সমভিব্যাহারে কুমার সিংহ সেই দিন দুই প্রহরে মাড়োয়ার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এত সহসা এরূপ করিবার কারণ কি? কুমার সিংহ কি প্রকৃতই রাজা হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন? না, তাহা নহে। মুহূর্ত্তের জন্যও এ ইচ্ছা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। তবে কি ললিতের সম্বাদ জানিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়াছিলেন? না, তাহাও নহে. কারণ. কোন দূত প্রেরণ করিয়া, তিনি অনায়াসেই এ সম্বাদ অবগত হইতে পারিতেন! তবে এত ব্যগ্রতাসহকারে শিবির পরিত্যাগ করিয়া যাইবার কারণ কি?

কুমার সিংহ সে দিবস রাত্রে তিলার্দ্ধের জন্যও নিদ্রিত হইতে পারেন নাই। একবার নিমিষের জন্য তাহার তন্দ্রা আসিয়াছিল মাত্র, কিন্তু সেই নিমিষমধ্যেই তিনি এক ভয়াবহ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন,—যেন সেই বালিকা তাঁহার হৃদয়ে শাণিত ছুরিকা বসাইয়াছে, তাঁহার হৃদয় হইতে তীর-বেগে শোণিত ছুটিয়াছে, তিনি মর্ম্মবেদনায় চীৎকার করিতেছেন; আর সেই কাননসুন্দরী যেন রাক্ষসী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, তাঁহার হৃদয়ে বসিয়া সেই উত্তপ্ত শোণিত পান করিতেছে!

তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল বটে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার এই ভয়াবহ স্বপ্নও চক্ষুর অন্তর্হিত হইল সত্য, কিন্তু কোন মতেই তিনি নিজ হৃদয় হইতে এই চিন্তাকে দূর করিতে পারিলেন না। যাঁহার হৃদয় ভয় কাহাকে বলে জানিত না, তাঁহারই হৃদয় আজ ভয়ে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তিনি জাগ্রত অবস্থায়ও চারিদিকে ছুরিকাহস্তে সেই রক্তাক্ত-কলেবরা বালিকা-মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন।

এখানে থাকিলে তাঁহাকে সত্যই বালিকার হস্তে মরিতে হইবে, এ বিশ্বাস তাঁহার হৃদয়ে ক্রমে দৃঢ়তর হইয়া দাঁড়াইল। যাহা প্রথমে কেবল সন্দেহ ও আতঙ্ক মাত্র ছিল, তাহাই এক্ষণে বিশ্বাসে ও দৈববাণীতে পরিবর্ত্তিত হইল। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, তাঁহাকে বালিকার হস্তেই মরিতে হইবে। তাঁহার ন্যায় বীরপুরুষের হৃদয়ে মৃত্যুভয় থাকে না; যিনি প্রত্যহই সমরক্ষেত্রে নিজ প্রাণকে তৃণের ন্যায় বিবেচনা করিয়া থাকেন, তাঁহার আর প্রাণে মমতা কি! কিন্তু যুদ্ধে প্রাণদান ও ঘাতুকের হস্তে নিধন, এ দুয়ে বিশেষ পার্থক্য আছে। যিনি যুদ্ধে সানন্দচিত্তে প্রাণদান করিতে পারেন, তিনিই ঘাতুকের হস্তে পশুর ন্যায়:নিধন প্রাপ্ত হইতে শঙ্কিত হয়েন; তখন তাঁহার হৃদয়েও মমতা জন্মে। কুমার সিংহেরও ঠিক তাহাই হইল।

তিনি মরিতে প্রস্তুত নহেন। অথচ এ প্রদেশে থাকিলে

বালিকার সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া থাকিতে হয়। কে জানে,— আবার তিনি সেই ভয়াবহ স্বপ্ন দেখিবেন না? কে জানে,— আজই কোন্ সময়ে, কি ছলনায় মায়াবিনী আসিয়া তাঁহার রক্ত পান করিবে না? এই সকল চিন্তায় তিনি একবারে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। একবার যেমন ভয়ে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া তিনি অরণ্যমধ্যস্থ মন্দির পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপ আবার তিনি ভয়ে অভিভূত হইয়া, শিবির পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মাড়োয়ারের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া কুমার সিংহ চিন্তিত হইলেন। কি বলিয়া তিনি মাড়োয়ারের অধিপতি মহারাণা অমর সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন? এরূপ ব্যস্ততাসহকারে শিবির পরিত্যাগ করিয়া আসিবার কি কারণই বা তিনি দেখাইবেন? তিনি একটা সামান্যা সন্ন্যাসিনী বালিকার ভয়ে দাক্ষিণাত্য ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, এ কথা কোনক্রমে প্রকাশ হইলে, লজ্জার আর সীমা থাকিবে না। যাঁহার ভয়ে ভারত প্রকম্পিত, তিনি একটি বালিকার ভয়ে ভীত,—এ কলঙ্ক প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ!

মাড়োয়ারের প্রান্তে আসিয়া, কুমার সিংহের মাড়োয়ারে প্রবেশে সাহস হইল না। তিনি আবার দাক্ষিণাত্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য অশ্বের মুখ ফিরাইলেন। তাঁহার পারিষদগণ কয়দিন ধরিয়াই তাঁহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া বিস্মিত হইতেছিলেন;—কুমার সিংহের মস্তিষ্কের অবস্থা যে ভাল নাই, ইহা তাঁহাদের সকলেরই প্রতীতি হইয়াছিল। তাঁহারাও নীরবে স্ব স্ব অশ্বের মুখ ফিরাইয়া সেনাপতির অনুসরণ করিলেন।

কিন্তু কুমার সিংহ কয়েক পদ যাইয়া, সহসা তীরবেগে অশ্বের মুখ ফিরাইয়া, সবলে অশ্বকে কষাঘাত করিলেন। মর্ম্মযাতনায় কাতর হইয়া, অশ্ব প্রবলবেগে মাড়োয়ারের দিকে প্রধাবিত হইল। পারিষদগণও কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় কুমার সিংহের পশ্চাৎবর্ত্তী হইলেন।

কুমার সিংহ একেবারে রাজপ্রাসাদে আসিয়া মহারাণার সহিত সাক্ষাতে চলিলেন। সহসা তাঁহাকে মাড়োয়ারে দেখিয়া, রাজপুরুষগণ সকলেই বিস্মিত হইলেন; বিশেষতঃ, তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া, তাঁহারা আরও অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলেন না।

কুমার সিংহ, পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, পিতার চরণধূলি মস্তকে লইলেন; তৎপরে বলিলেন, "আপনার আশীর্ব্বাদে

দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্রগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া দলভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিয়াছে। আর বিশেষ কোন কাজ না থাকায়, আমি স্বয়ংই এই আনন্দের সম্বাদ রাজসমীপে প্রদান করিতে আসিয়াছি। বিশেষতঃ, অনেক দিন আপনার চরণ দর্শন না করায় মন বড়ই ব্যাকুল হইয়াছিল।”

মহারাণা আনন্দে কুমার সিংহকে আলিঙ্গন করিয়া, তাঁহার মস্তক চুম্বন করিলেন; তৎপরে তৎক্ষণাৎ এই শুভসম্বাদ নগরে বাদ্যোদ্যমের সহিত প্রচার করিতে অনুজ্ঞা করিলেন। ইহাতেও বৃদ্ধ মহারাণার হৃদয়ে সন্তোষ জন্মিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ এক প্রকাশ্য সভা আহ্বান করিলেন;—যতক্ষণ দরবারে দেশের মান্যগণ সকলে উপস্থিত না হইলেন, ততক্ষণ তিনি কুমার সিংহের নিকট মহারাষ্ট্রগণের পরাজয় ও লাঞ্ছনার সবিস্তার বিবরণ শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

দুই ঘণ্টা অতীত হইতে না হইতে, মহা দরবারের অধিবেশন হইল। সেই সভামধ্যে সর্ব্বসমক্ষে মহারাণা অমর সিংহ, পুত্রকে “রাজা” উপাধিদানে ভূষিত করিলেন। সৈন্যগণ জয়ধ্বনি করিল, দুর্গে তোপধ্বনি হইল, প্রতি তোরণে বাদ্যোদ্যম হইয়া, সমস্ত নগর আনন্দোৎসবে পূর্ণ হইয়া গেল।

সভামধ্যে যুবরাজ ললিত সিংহ দণ্ডায়মান হইয়া, পিতৃব্য কুমার সিংহকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—“আর্য্য, আপনি

মাড়োয়ারের নাম গৌরবান্বিত করিয়াছেন। পিতামহ মহাশয় তাহারই পুরস্কারস্বরূপে আজ আপনাকে রাজা উপাধিদানে ভূষিত করিলেন। রাজপুরুষ ও সৈন্যগণ আপনার জয়ধ্বনি করিয়া, আপনার নিকট তাঁহাদের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছে। প্রজাগণ তোরণে তোরণে বাদ্যোদ্যম করিয়া আপনাকে সম্মাননা করিতেছে। আমার কি আছে, দিয়া আজ আমার হৃদয়ের আনন্দ জানাই? আমার যাহা আছে, আজ আমি তাহাই আপনাকে প্রদান করিতেছি। আজ হইতে আপনিই মাড়োয়ারের যুবরাজ ও ভাবী মহারাণা; কারণ, আপনিই এ রাজ্যের অধিপতি হইবার উপযুক্ত পাত্র।"

সভাসুদ্ধ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া, যুবরাজের জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন; বৃদ্ধ মহারাণা আনন্দে অশ্রুজল সম্বরণ করিতে পারিলেন না। ললিত সিংহের উদারতায়, কুমার সিংহের হৃদয় যেন ভাসিয়া গেল, তিনি সাদরে ও সস্নেহে ললিতকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "বৎস, প্রকৃতই তুমি মহারাণা হইবার উপযুক্ত পাত্র। এরূপ উদার, মহৎ ও মধুর স্বভাব যাঁহার, তাঁহার দাসানুদাস থাকিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিলেই আমি ধন্য হইব।"

বড়ই আনন্দে সে দিন রাজসভা ভঙ্গ হইল। যুবরাজ ললিত সিংহ ও সেনাপতি রাজা কুমার সিংহ উভয়েরই জয়-

ধ্বনিতে নগর আন্দোলিত ও গগন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। সেই আনন্দোৎসবে কুমার সিংহ দাক্ষিণাত্যের কথা, সেই নিবিড় অরণ্যমধ্যস্থ মন্দিরের কথা, তথায় সেই সন্ন্যাসীর ও সেই বালিকার কথা,—সমস্তই একেবারে বিস্মৃত হইলেন।

মানবমনের ন্যায় রহস্য এ সংসারে আর কিছুই নাই। মনে কখন যে কি ভাবের উদয় হয়,—কত সামান্য কারণে মনে কখন যে কি অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটে,—তাহা কে বলিতে পারে! কুমার সিংহ যে মানসিক উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া মাড়োয়ারে আসিয়াছিলেন, মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার মানসজগতে আর এক অব্যক্ত পরিবর্ত্তন সংঘটন হওয়ায়, তিনি সেই মূল কারণই বিস্মৃত হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

যে সময়ে দরবারগৃহে মহাসভার অধিবেশন হইয়াছিল, ঠিক সেই সময়ে প্রাসাদের পশ্চাতস্থ উদ্যানমধ্যে একটি প্রমোদগৃহে দুইটি রমণী বসিয়া ক্রীড়া করিতেছিলেন। তাঁহাদের আশে পাশে আরও কয়েকটি রমণী, কেহ উপবিষ্টা, কেহ শায়িতা, কেহ বা অর্দ্ধশায়িতা হইয়া, নানা জনে নানা কাজে নিযুক্তা ছিলেন।

যে দুইটিতে একত্রে ক্রীড়া করিতেছিলেন, তাঁহাদের একটির বয়স অষ্টাদশ ও অপরটির বয়স চতুর্দ্দশ। দুই জনই অপূর্ব্ব সুন্দরী। পরম রূপবতী বলিলে যে যে রূপের সম্মিলন আবশ্যক, তাঁহাদের উভয়েই তাহা বিদ্যমান; অথচ উভয়ের সৌন্দর্য্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল।

জ্যেষ্ঠার নাম গৌরব;—গৌরব, সেনাপতি কুমার সিংহের পরিণীতা পত্নী। কনিষ্ঠার নাম সৌরভ,—সৌরভ ললিতের স্ত্রী,—মাড়োয়ারের ভাবী মহারাণী। উভয়েই প্রধান মন্ত্রীর কন্যা। মহারাণা, মন্ত্রীকে পুরস্কৃত করিবার জন্যই নিজ পুত্র ও পৌত্র উভয়ের সহিতই তাঁহার দুই কন্যার বিবাহ দিয়াছেন।

গৌরবের রূপে প্রখরতা আছে;—তাঁহার দিকে চাহিলে নয়ন ঝলসিয়া যায়,—হৃদয় শিহরিয়া উঠে,—প্রাণ মাতিতে থাকে। তাঁহার নয়ন চঞ্চল,—বাক্য লালসাময়,—গতি অধীর। তাঁহাকে দেখিলে ভয় হয়,—কামনা উত্তেজিত হয়,—প্রাণমন যেন কি এক অভাবনীয় সুরাপানের সাধ উপলব্ধি করিতে থাকে।

কিন্তু সৌরভের রূপ সেরূপ নহে। ইহাতে কোমলতার পূর্ণবিকাশ। তাহার দিকে চাহিলে, প্রাণে যেন এক পবিত্র ভাবের উদয় হয়;—বোধ হয়, যেন কি এক স্বর্গধামে নীত হইয়াছি। তাহাকে দেখিলে ভক্তি হয়, দেবতা বলিয়া পূজা

করিতে ইচ্ছা যায়,—ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারা যায় না। তাহার নয়নে দয়া, মায়া, সরলতা যেন প্রতিভাসিত,—তাহার বদনে যেন লজ্জা, বিনয়, মাধুর্য্য প্রভৃতি সদ্‌বৃত্তি সদাই ক্রীড়া করিতেছে।

একখানি সুন্দর কালীপ্রতিমার পার্শ্বে যদি একখানি সদানন্দময়ী দুর্গাপ্রতিমা স্থাপিত হয়,—তাহা হইলে ঐ দুইখানির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, মনে যেরূপ যুগপৎ দুই ভাবের উদয় হয়,—গৌরব ও সৌরভকে একত্রে দেখিলে, মনে ঠিক সেই ভাবই জন্মে। দুই প্রতিমাই সুন্দর,—কালীও সুন্দর, দুর্গাও সুন্দর। কালীতে যেন জগতের ভয়াবহের সৌন্দর্য্য ও দুর্গাতে যেন জগতের মধুরতার সৌন্দর্য্য। ঠিক সেইরূপ গৌরব যেন মাড়োয়ারের কালী,—আর সৌরভ যেন মাড়োয়ারের দুর্গা। ইহা অপেক্ষা ইহাদের রূপের চিত্র, আর অধিক করিতে আমরা সম্পূর্ণই অক্ষম।

উভয়ে সহোদরা ভগিনী,—উভয়ে উভয়কে ভালবাসেন। অন্ততঃ সরলতাময়ী সৌরভ, জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসে,—গৌরবও কনিষ্ঠা সৌরভকে খুব ভালবাসিতেন; কিন্তু যদবধি সৌরভের সহিত ললিতের বিবাহ হইয়াছে, তদবধি তাঁহার হৃদয়ভাব সৌরভের প্রতি আর পূর্ব্বের ন্যায় নাই। সেই পর্য্যন্ত কেমন যেন তাঁহার উপর তাঁহার

মর্ম্মান্তিক রাগ হইয়াছে। বালিকা সৌরভ কোনই অপরাধ করে নাই, বরং সে জ্যেষ্ঠার নিকট সর্ব্বদা অতি বিনীত থাকিয়া, নানাবিধ উপায়ে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা পাইত— ইহাতে গৌরব কেবল হৃদয়ভাব যথাসম্ভব গোপন রাখিতেন, এই মাত্র। তিনি ভগ্নীকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই।

সৌরভের অপরাধ,—ললিত সিংহের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে। তাহার অপরাধ,—সে ভবিষ্যতে মাড়োয়ারের মহারাণী হইবে। এই ভাবনায় সময় সময় গৌরব উন্মত্তাপ্রায় হইতেন; মনে মনে বলিতেন, "বরং বিষ খাইয়া মরিব, সেও ভাল,—তবুও ছোট বোন্‌কে মহারাণী বলিয়া ডাকিতে পারিব না; তাহার সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিতেও পারিব না।"

সরলা, সর্ব্বদা সঙ্কুচিতা, সলজ্জা, বিনীতা, ভীতা সৌরভকে গৌরব নিজাপেক্ষা নিকৃষ্টা ভাবিয়া, মনে মনে ঘৃণাও করিতেন। ভাবিতেন,—একি কখন রাণী হইবার উপযুক্ত? যাহাকে একটা ধমক দিলে কাঁদিয়া ফেলে, সে মহারাণী হইবার উপযুক্ত পাত্রী নয়। ভগবান্ আমাকেই রাণী হইবার সকল গুণ দিয়াছেন, আমিই রাণী হইব।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

উদ্যানস্থ নিকুঞ্জমধ্যে উপবিষ্ট গৌরব ও সৌরভের মধ্যে গৌরবের কর্ণেই সৈন্যগণের জয়ধ্বনি প্রথম প্রবিষ্ট হইল। সৌরভ যখন যে কাজে নিলিপ্তা হইত, তখন সে সেই কাজেই একেবারে মাতিয়া যাইত; বালিকার ন্যায় সেই কাজে একমন হইয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্যা হইত; গরবিণী গৌরব তাহা পারিতেন না। সর্ব্বদাই তিনি কর্ণোত্তোলিত করিয়া যেন, বাহ্যজগতের অতি সামান্য শব্দ পর্য্যন্ত শুনিবার জন্য ব্যগ্র থাকিতেন। তিনি এক কাজে নিযুক্ত থাকিলেও, সহস্র কাজে তাঁহার মন প্রাণ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত,—তাহাতেই প্রথমে তাঁহার কর্ণে সৈন্যগণের জয়ধ্বনি প্রবিষ্ট হইল।

তিনি ক্রীড়া হইতে নিরস্তা হইয়া বলিলেন,—"বাহিরে আজ এ সময়ে এত গোল কেন?" তৎপরে জনৈকা সখীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"মালতি, বাহিরে কিসের শব্দ? সৈন্যগণ যেন জয়ধ্বনি করিতেছে বলিয়া বোধ হয়;—কেবল তাহাই নহে, চারিদিকে বাদ্যোদ্যম হইতেছে;—শুনিতেছ না?" মালতী সসম্মানে উত্তর করিল,—"দেবি, আমি বাহিরে গিয়া কি জানিয়া আসিব?" সৌরভ বলিল,—"জান্‌তে হবে কেন? ছোট ঠাকুর নিশ্চয়ই কোন লড়াই জিতেছেন; তারই খবর

এসেছে; তাই মহারাজ এত আনন্দ কচ্চেন। আয়, ভাই মালতি, মল্লিকে, সুহাস,—আয়, আমরাও সকলে আমোদ করি।"

আনন্দে গৌরবের সমস্ত বদনে সুখের চন্দ্রিমা বিভাসিত হইল। কিন্তু নিজ হৃদয়ের ভাব গোপন করিয়া তিনি বলিলেন,—"তিনি ত কত বড় বড় যুদ্ধ জয় ক'রেছেন, কই তাতেও ত এত গোলমাল হয় নাই?" সৌরভ হাসিয়া বলিল,—সে হাসিতে শ্লেষ নাই, অহঙ্কার নাই, অভিমান নাই, ব্যঙ্গ নাই, কেবল সরলতা ও মধুরতা; সে হাসি হাসিতে কেবল সৌরভই জানিত,—সেই মধুর হাসি হাসিয়া সৌরভ বলিল, "দিদি, তবে বোধ হয়, ছোট ঠাকুর সমস্ত মারাট্টাদের ধরে নিয়ে নিজেই এসেছেন। তাই নিশ্চয়,—এস, আমরা সকলে তাঁকে দেখ্‌তে যাই?"

গৌরব বলিলেন,—"সৌরভের সব তাতেই আমোদ; আমার কিন্তু ভাবনা হয়। মালতি, তুই গিয়ে দেখে আয়, আজ রাজসভায় ব্যাপার কি?"

মালতী দেখিতে চলিল। সঙ্গে সঙ্গে খেলাও বন্ধ হইল। গৌরব, চিন্তিতা হইয়া সিংহিনীর ন্যায় নিজমনে সেইখানে পদচারণ করিতে লাগিলেন; সৌরভ, দুই চারিটী সখীর সহিত ফুল তুলিতে ছুটিল; বলিল,—"দিদি, ছোট ঠাকুর যখন বাড়ীর

ভেতর আস্‌বেন, তখন ওপোর থেকে আমরা সবাই আজ তাঁর মাথায় ফুল ছড়াব।”

কিয়ৎক্ষণ পরে মালতী আসিয়া সম্বাদ দিল যে, কুমার সিংহ দাক্ষিণাত্য হইতে ফিরিয়াছেন। তাঁহার অসীম পরাক্রমে সমস্ত মহারাষ্ট্রগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছে। মহারাণা তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া আজ প্রকাশ্য দরবারে কুমার সিংহকে “রাজা” উপাধি প্রদান করিয়াছেন। যুবরাজ ললিত সিংহ, দরবার মধ্যে কুমার সিংহকে নিজ যৌবরাজ্য প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু কুমার সিংহ, ললিত সিংহকেই ভাবী মহারাণা বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছেন। এক্ষণে উভয়ে একত্রে অন্তঃপুরে আসিতেছেন।

শুনিয়া সৌরভ বলিয়া উঠিল,—“দেখেছ দিদি, আমি যা ব’লেছিলাম তাই। ছোট ঠাকুর ফিরে এসেছেন। আয়, মালতি, আমরা আরও ফুল তুলি।”

সখীগণ সকলেই গৌরবকে ‘রাণী’ বলিয়া সম্ভাষণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল, সৌরভেরও আজ আনন্দ আর ধরে না। সে কেমন করিয়া হৃদয়ের আনন্দ প্রকাশ করিবে, স্থির করিতে না পারিয়া, গৌরবকে সাজাইতে বসিল। সে বলিল,—“আয়, মালতি, মল্লিকে, দিদি আজ রাণী হয়েছে; আয় দিদিকে আমরা রাণীর মত সাজাই।”

আনন্দ বড় বিশ্বব্যাপী। যেখানে চারিদিকেই আনন্দের তরঙ্গ খেলিতে থাকে, তথায় কেহই আর নিরানন্দে থাকিতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে গৌরবের হৃদয়ে আনন্দ জন্মে নাই, কিন্তু সকলের আনন্দের স্রোতে তাঁহার নিরানন্দ ভাসিয়া গেল; এবং পুনঃ পুনঃ তাঁহার হৃদয় বলিল,—এতে আর হইল কি! সেই তো ও, তেমনি মহারাণী হবে। আমি না হয় রাণী হলেম, কিন্তু ও তো সেই রকমই রহিল।

শেষ গৌরবের হৃদয়ে এই চিন্তা এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, আর হৃদয়ভাব গোপন করিয়া রাখা তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণই অসম্ভব হইয়া পড়িল। আর অধিকক্ষণ সকলের সম্মুখে থাকিলে, তাঁহার হৃদয়ভাব গোপন থাকিবে না ভাবিয়া, তিনি সত্বর সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

তাঁহার ভাব দেখিয়া সখীগণ বিস্মিত হইয়া, এ উহার দিকে চাহিতে লাগিল। সৌরভ বলিল,—"দিদি যেন কেমন! আয় ভাই, আমরা ছোট ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করিতে যাই।"

সকলে উদ্যান পরিত্যাগ করিয়া, রাজপ্রাসাদের দিকে চলিলেন। সকলেরই ইচ্ছা,—আজ আনন্দে মত্ত হইব। কিন্তু সৌরভের শত চেষ্টা আজ বিফল হইল। গৌরবের ভাবে তাঁহাদের সকলেরই হৃদয়ে যেন কি এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়াছে। তাহার সম্মুখে আনন্দ এক মুহূর্ত্তের

জন্যও তিষ্ঠিতে পারিতেছে না। সৌরভ, বহু চেষ্টা করিয়াও সখীগণের হৃদয় হইতে এ ভাব দূর করিতে পারিল না। শেষ তাহার সদানন্দময় হৃদয়েও যেন কেমন বিষাদের ছায়া পড়িল,—সেও যেন আপনা আপনি অন্যমনস্ক হইল।

বাহিরে যেরূপ আনন্দ, ভিতরে সেরূপ নহে। পরে যেরূপ আনন্দ উপভোগ করে, নিজের লোকে তাহা করে না। যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহার সকলই বিপরীত। কুমার সিংহ ও ললিত সিংহ অন্তঃপুরে আসিয়া দেখিলেন,—তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য সকলই আয়োজন হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাতে জীবন নাই. উৎসাহ নাই, আনন্দ নাই।

নবম পরিচ্ছেদ।

সুসজ্জিত গৃহে সুন্দর পর্য্যঙ্কে কোমল দুগ্ধফেননিভ শয্যায় অর্দ্ধশায়িত হইয়া গৌরব আপন চিন্তায় মগ্না। কিছুতেই আজ তাঁহার হৃদয়ে শান্তি নাই। স্বামী আজ রাজা হইয়াছেন, তিনি আজ রাণী হইয়াছেন, মাড়োয়ারের গৃহে গৃহে তাঁহার স্বামীর নাম আজ ধ্বনিত হইতেছে, এমন আনন্দের দিন আর কোথায়? কিন্তু তিনি সুখী নহেন, তাঁহার হৃদয়ে আনন্দ নাই।

অদূরে পদশব্দ শ্রুত হইল। স্বামী আসিতেছেন ভাবিয়া, গৌরব সত্বর উঠিয়া বসিলেন। স্বামীর সম্মুখে এমন দিনে বিষণ্ণ থাকিলে বিশেষ লজ্জার বিষয় ভাবিয়া, তিনি নিতান্ত বল-প্রয়োগে যেন হৃদয়কে আনন্দিত করিবার চেষ্টা পাইলেন। তিনি তাঁহার বিষাদমাখা বদনে হাসির তরঙ্গ উদ্দীপিত করিবার প্রয়াস পাইলেন। সকলে যেমন আমোদে মাতিয়াছে, তিনিও আজ ঠিক তেমনই আনন্দে মাতিবার জন্য উৎসুক হইলেন। কিন্তু তাঁহার সহস্র চেষ্টা বিফল হইল। হৃদয়ের ভাব কি লুক্কায়িত থাকে?

কুমার সিংহ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়াই চমকিত হইলেন। সেই মুখে তিনি যেন কি দেখিলেন,—উহা যেন তাঁহার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, তাঁহার সমস্ত হৃদয়ে শীতলতম তুষাররাশি ঢালিয়া দিল,—কিন্তু এ ভাব মুহূর্ত্তের জন্য মাত্র। কারণ, পরমুহূর্ত্তেই কুমার সিংহ, স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন,—সেই হাস্যময়ী, আনন্দের পূর্ণবিকাশ, গৌরব;—তাহাতে দুঃখের আভাস একেবারেই নাই।

বহু দিনের পর মিলন। গরবিণী গৌরব যাহাই হউন, তিনি স্বামীকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিতেন। বহুদিন পরে স্বামীকে পাইয়া, তিনি নিজ হৃদয়ের সকল ভাবনা ভুলিয়া গেলেন। সম্মুখে স্বামীকে দেখিয়া, তাঁহার হৃদয়ে ভালবাসার স্রোত

ছুটিল ;—সেই স্রোতে হৃদয়ের অন্যান্য বৃত্তি সকল মুহূর্ত্তমধ্যে ভাসিয়া গেল। তখন সুখের কথায় গৌরব দুঃখের ভাবনা ভুলিলেন।

দাক্ষিণাত্যে অবস্থানকালে কুমার সিংহ যাহা যাহা করিয়াছেন, তাহার সমস্তই একে একে স্ত্রীকে বলিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু মন্দিরস্থ ঘটনা বলিতে গিয়া তিনি সহসা বিরত হইলেন। নানা কারণে তিনি এ কথা প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক; বিশেষতঃ, এ কথা তিনি একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যে অবস্থানকালে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহার বিবরণ বলিতে আরম্ভ না করিলে, সম্ভবমত এ কথা এত শীঘ্র তাঁহার হৃদয়ে উদিতও হইত না। সহসা এ কথা তাঁহার স্মরণ হওয়ায়, মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার হৃদয়ে যেন এক প্রবল ঝটিকা বহিয়া গেল। তিনি এ কথা গোপন করিয়া, অন্য কথার উত্থাপন করিলেন। কিন্তু গৌরবের নিকট কিছু গোপন করিয়া যাওয়া সহজ নহে। কুমার সিংহ কিছু যে তাঁহাকে বলিতে গিয়া বলিলেন না, গৌরব তাহা তৎক্ষণাৎ বুঝিলেন এবং বলিলেন,—"তুমি আমার নিকট সকল কথা বলিতেছ না। বলিবে কেন? আমি তো পর বই নই।"

কুমার সিংহ অনন্যোপায় হইয়া বলিলেন,—"সকলই তো তোমাকে বলিয়াছি।"

"না, সকল কথা বল নাই। তুমি যদি আমাকে না বল, আমি আর তোমার কি করিতে পারি? আমি তো তোমার দাসী বই নই।"

"একটা ঘটনার বিষয় বলি নাই সত্য, কিন্তু সে কথা তুমি শুনিলে হাসিবে।"

"কেন হাসিব? তোমার ইচ্ছা না হয়, বলিও না।"

কুমার সিংহ অগত্যা বাধ্য হইয়া মন্দিরসম্বন্ধীয় সকল কথা আদ্যোপান্ত সমস্ত গৌরবকে বলিলেন। নীরবে গৌরব সকল কথা শুনিলেন, একটি কথাও কহিলেন না। যখন কুমার সিংহের কথা শেষ হইল, তখনও গৌরব কিছুই বলিলেন না। কুমার সিংহ, গৌরবের মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন,—"তুমি যে হাসিলে না?" গৌরব কেবল মাত্র বলিল, "হাসিবার সময় হইলে হাসিব।"

দশম পরিচ্ছেদ।

সৌরভও স্বামীর বুকে অর্দ্ধশায়িতা হইয়া, স্বামীর মুখের দিকে একদৃষ্টে আয়তলোচনে চাহিয়া, তাঁহার নিকট রাজদরবারের বিবরণ শুনিতেছিল। রাজ-দরবারে আজ যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহাতে তাহার বিন্দুমাত্রও কুতূহল নাই। আজ

যদি ললিত সিংহ ভিখারী হইয়াও ফিরিতেন, আর তিনি সেই দুঃখের কথা সরলা সৌরভকে আনুপূর্ব্বিক বলিতেন, তাহা হইলেও সৌরভ ঠিক এইরূপ ভাবে আনন্দিত হৃদয়ে স্বামীর মুখ হইতে সেই সকল কথা শুনিত। সে দরবারের কথা শুনিতেছিল না, স্বামীর মধুর বচনে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিতেছিল মাত্র। সে ললিতকে সম্মুখে দেখিলে আত্মবিস্মৃত হইয়া যাইত। সে কেবলই তাঁহার বদন দর্শন করিয়া হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উপলব্ধি করিত,—সে তাহাতে আর সে থাকিত না।

আজও তাহাই। যখন ললিত তাহার যৌবরাজ্য পরিত্যাগ করিবার কথা বলিয়া বলিলেন,—"সত্যই রাজা হইবার ইচ্ছা আমার একেবারেই নাই! কাকা যদি সম্মত হইতেন, তবে আমি রক্ষা পাইতাম। কোন নির্জ্জন স্থানে যাইয়া, সৌরভ, তোমায় আমায় দুটীতে সুখে বাস করিতাম।"

সৌরভ আহ্লাদে কহিল, "বেস্ তো, তাই হ'ক্ না কেন!"

"মানুষ যা ইচ্ছা করে, তাই কি সব সময় হয় সৌরভ? আমরা ইচ্ছা করিলে, আমাদের ছাড়িবে কেন? আমিই যে মাড়োয়ার-সিংহাসনের উত্তরাধিকারী।"

"বেস্ তো, তুমি মহারাণা হবে! মহারাণা হ'তে তোমার ইচ্ছা করে না?"

"আমি যদি মহারাণা হই, তবে তুমিও কি মহারাণী হবে না ?"

এই বলিয়া ললিত সিংহ সাদরে ও সপ্রেমে সৌরভের গোলাপবিনিন্দিত ওষ্ঠে চুম্বন করিলেন। সৌরভ উঠিয়া বলিল,—"একটা কথা বলিলে হাসিবে না ?"

ললিত সিংহ হাসিয়া বলিলেন, "হাসিব কেন ?"

"তবে শোন,—আমি মহারাণী হব না।"

"সে কি ?"

"আমি স্বপ্ন দেখেছি,—ঐ দেখ তুমি হাসচ। আমি ত আগেই বলেছি।"

"না। সৌরভ, আর হাসিব না। কি স্বপ্ন দেখেছ বল দেখি।"

"হাস্‌বে না।"

"না।"

"আমার গা ছুঁয়ে বল।"

"এমন ছেলেমানুষ তো কোথাও দেখিনি। এই তোমায় ছুঁয়ে বল্‌চি,—হাস্‌ব না, হাস্‌ব না, হাস্‌ব না। তিন সত্যি পর্য্যন্ত।"

"তবে বলি,—আমি প্রায়ই স্বপ্ন দেখি,—আমার মত একটি মেয়ে এসে, আমার হাত ধরে আমায় কত আদর ক'রে

বলে,—"সৌরভ, তুমি মহারাণী হ'তে পার্ব্বে না। মহারাণী আমিই হব।"

ললিত সিংহ হাসিবেন, কি ভীত হইবেন, অথবা বিস্মিত হইবেন, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিলেন,—"সে মেয়েটি কে,—তুমি কথন তাকে দেখেছ?"

"না। সে এদেশের মেয়ে নয়।"

"কেমন ক'রে জান্‌লে?"

"তার পোষাক আমাদের মত নয়।"

ললিত সিংহ চিন্তিত হইলেন। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই ভাবিলেন,—যদি তিনি চিন্তিত হয়েন, তবে সৌরভ আরও ভীত হইবে। তাই তিনি বলিলেন,—"স্বপ্নের কথা কবে সত্য হয়? স্বপ্ন কি কখনও বিশ্বাস করিতে আছে? তুমি আমার আদরিণী, আমার প্রাণতোষিণী সুশোভিনী সৌরভ, তুমিই মাড়োয়ারের মহারাণী হইবে।"

সৌরভ কেবল মৃদু মৃদু ঘাড় নাড়িল। কোন কথাই কহিল না। তখন উভয়ে শয়ন করিলেন।

বড় আনন্দে কুমার সিংহ স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন;—তদধিক আনন্দে ললিত সিংহ আজ সৌরভকে আদর করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন;—কিন্তু আজ

কেমন কোথা হইতে তাঁহাদের উভয়েরই আনন্দে বিষাদের ছায়া পতিত হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

রাজপুতানার উত্তরাংশ হইতে দাক্ষিণাত্যের নীলগিরি পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ ঘাট পর্ব্বতের শাখাপ্রশাখায় পূর্ণ। সর্ব্বত্রই পর্ব্বতময়। যেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেইদিকেই ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অসংখ্য পর্ব্বতশ্রেণী দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

এই সকল পর্ব্বতে একজাতীয় বন্য অসভ্যগণ বাস করে। রাজপুতসহ মুসলমানগণের সংগ্রামে, এই জাতি প্রাণপণে রাজপুতগৌরব ও ভারতের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার চেষ্টা পাইয়াছে বলিয়া, আজও ভারতে ইহাদের নাম সর্ব্বত্র বিদিত। ভীলদিগের ন্যায় সত্যপ্রিয়, আতিথ্য-সংকারে রত, সাহস ও বীর্য্যে অদ্বিতীয় বন্যজাতি বোধ হয় পৃথিবীর আর কুত্রাপি নাই।

এই সকল পর্ব্বতে ভীলগণ বাস করিত। সকলে এক স্থানে বা একই পর্ব্বতে বাস করিত না। রাজপুতানার উত্তরাংশ হইতে দাক্ষিণাত্যের শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই ভীলগণের

বাসভূমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল গ্রামের মধ্যে কোনটি ছোট কোনটি বড়; কোনটি বা অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধিশালী,—কোনটি বা অতি দারিদ্র্যপূর্ণ।

প্রত্যেক গ্রামে একজন করিয়া দলপতি আছেন। এইরূপ ১০।১৫ বা ৩০।৪০ খানি গ্রামের অধিপতি একজন "রাজা"। ইহাদের মধ্যেও ছোট বড় আছে; কেহ বা অপেক্ষাকৃত ক্ষমতাশালী,—কেহ বা দুর্ব্বল। যিনি যখন প্রবল হয়েন, তিনি তখনই তাঁহার নিকটস্থ রাজাকে নিজ করতলস্থ করিতে প্রয়াস পান। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে এইরূপ ভীল রাজা বা "সর্দ্দারগণ" সর্ব্বদাই আত্মবিগ্রহে নিযুক্ত থাকিতেন। সুতরাং ভীলগণ আত্মবিগ্রহ নিজেরা মিটাইতে না পারিয়া, মাড়োয়ারের মহারাণাকেই আপনাদের সম্রাট্ বলিয়া স্বীকার করিতেন। বিবাদবিসম্বাদে মহারাণাই মধ্যস্থ হইয়া কলহ মিটাইতেন, কেহ তাঁহার আজ্ঞাপালনে অসম্মত হইলে, তাহাকে সমুচিত দণ্ডপ্রদানও করিতেন।

এই সকল কারণে ভীলগণ কখন একত্র দলবদ্ধ হইতে পারে নাই; এই জন্যই তাহারা প্রবল হইলেও কখন পরাক্রান্ত হয় নাই; এই কারণেই ভীলগণ কখন প্রকৃত স্বাধীন হইতেও সক্ষম হয় নাই। তাহাদের মধ্যে এ পর্য্যন্ত এমন কেহই জন্মেন নাই, যিনি সমস্ত ভীলজাতিকে একজাতিতে পরিণত করিতে

সক্ষম। তাহাতেই ভীলগণ একজাতি হইয়াও একজাতি নহে, এক হইয়াও এক নয়, স্বাধীন হইয়াও অধীন।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে ধীরে ধীরে সমস্ত ভীলজাতি একতাসূত্রে বদ্ধ হইতেছিল। ধর্ম্মই মনুষ্যকে এক জাতিতে পরিণত করিতে সক্ষম; তাহাতেই ভীলজাতি ক্রমে হিন্দুধর্ম্মের বিস্তৃত হৃদয়ে ধীরে ধীরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, এক জাতি হইতেছিল। পূর্ব্বে তাহাদের কোন ধর্ম্ম ছিল না বলিলেই হয়। ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের ভীলগণ ভিন্ন ভিন্ন ঠাকুর দেবতা মানিত; কিন্তু এই সময়ে পরমানন্দস্বামী নামে একজন সন্ন্যাসী, ইহাদের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের বীজ বপন করিতেছিলেন। তাঁহারই অধ্যবসায়ে ভীলগণ ক্রমে ক্রমে সকলে এক শক্তির উপাসনা ও এক প্রতিমার পূজায় নিযুক্ত হইতেছিল। রাজপুতানার উত্তর হইতে বহুদূর দাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত যেখানে যত ভীল বাস করিত, সকলেই এই সময়ে এক কালীর পূজায় নিযুক্ত হইয়াছিল। পরমানন্দস্বামী গ্রামে গ্রামে গিয়া, তাহাদিগকে মহাপূজায় দীক্ষিত করিতেছিলেন।

কেবল ধর্ম্মে জাতি গঠিত হয় না। জাতি গঠিত করিতে হইলে, নেতার আবশ্যক। এক ধর্ম্ম হইলে জাতিত্ব ঘনীভূত হয় মাত্র, একজাতিত্ব পূর্ণরূপে গঠিত হয় না। কেবল একজন নেতার দ্বারাই ইহা সংঘটিত হইতে পারে। পরমানন্দস্বামী

এইরূপ নেতা হইয়াছিলেন সত্য ;—ভীলরাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের শেষ সীমা পর্য্যন্ত, সর্ব্বত্র সকল গ্রামের সকল ভীল,—কি ছোট, কি বড়,—কি ধনী, কি দরিদ্র,—কি প্রবল, কি দুর্ব্বল,—সকলই তাঁহার বাক্য বেদবাক্য বলিয়া মানিত। সকলেই দেবতা বলিয়া তাঁহাকে পূজা করিত। সকলেই তাঁহার আজ্ঞাপালনে প্রাণদান করিতে প্রস্তুত। কিন্তু তিনি সন্ন্যাসী—সংসারবন্ধন-ছিন্ন ভিখারী,—নেতা হইয়া একটি জাতিকে সংগঠিত করিবার সময় ও অবসর তাঁহার ছিল না।

কিন্তু তিনি যেমন ধর্ম্মসূত্রে সমস্ত ভীলজাতিকে আবদ্ধ করিতেছিলেন, সেইরূপ তাহাদিগকে একটি নেতা সংস্থান করিয়া দিয়া, একজাতিত্বে পরিণত করিতেও ত্রুটি করেন নাই।—ভীল জাতির একজন নেতা জন্মিয়াছেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ভীলজাতির নেতা একটি বালক। এই বালকের বয়স ত্রয়োদশ বৎসরের অধিক নহে। কিন্তু তবুও এই বালকই সমস্ত ভীলজাতির নেতা। কি বৃদ্ধ, কি যুবক,—কি প্রবল, কি দুর্ব্বল,—সমস্ত ভীল-সর্দ্দারগণ ইহারই অধীনতা স্বীকার

করিয়াছেন। রাজপুতানার উত্তর প্রান্ত হইতে দাক্ষিণাত্যের নীলগিরি পর্য্যন্ত সমস্ত গিরিশৃঙ্গে প্রতি ভীলগ্রামে বালক-বীর জুমেলিয়ার নাম ধ্বনিত হইতেছে। দূর রাজপুতানা হইতে মহীসুর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র জুমেলিয়ার আজ্ঞা বেদবাক্য বলিয়া প্রতিপালিত হইতেছে।

বিবাদবিসম্বাদ গিয়াছে। পূর্ব্বে বিবাদবিসম্বাদ হইলে কলহ হইত, গৃহবিচ্ছেদ ঘটিত, যুদ্ধ বাধিত;—এক্ষণে বিবাদ-বিসম্বাদ আর হয় না। যদি কোন গতিকে সর্দ্দারগণের মধ্যে, অথবা ভিন্ন ভিন্ন ভীলসম্প্রদায়ে বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ভীলগণ আর মাড়োয়ারের মহারাণার নিকট যায় না; বালকবীর জুমেলিয়ার নিকট আবেদন করে। তিনি যাহা স্থির করিয়া দেন, উভয় পক্ষ তাহাই মান্য করিয়া, তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া থাকেন। বরং পূর্ব্বে কেহ কেহ কোন কোন সময়ে মহারাণার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেও সাহসী হইতেন,—মহারাণা তাঁহার আজ্ঞাপালনে বাধ্য করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিতেন; কিন্তু জুমেলিয়ার বাক্য বেদবাক্য; এ পর্য্যন্ত ইহা লঙ্ঘন করিতে কেহই সাহস করে নাই।

যেমন জাতি, ঠিক তেমনই তাহার উপযুক্ত নেতা মিলিয়াছে। জুমেলিয়া রাজকুমার নহে, জুমেলিয়া সর্দ্দার বা রাজাও নহেন। তাঁহার রাজপ্রাসাদ নাই, তাঁহার মন্ত্রী নাই,

সভা নাই, পারিষদ নাই, সৈন্য নাই, হাতী ঘোড়া, লোকজন কিছুই নাই। অতি দরিদ্র ও অতি দুর্ব্বল ভীলসর্দ্দারেরও একটা বাড়ী আছে, দুই একটা ঘোড়া আছে, জনকয়েক পারিষদ আছে; দলপতি বলিয়া তাহার উপযুক্ত কতকটা সরঞ্জাম ও জাঁকজমকও আছে, কিন্তু সমস্ত ভীলজাতির নেতা ও অধিপতি জুমেলিয়ার কিছুই নাই।

যেমন ভীলজাতি চঞ্চল, সরল, সাহসী, ভ্রমণে নিযুক্ত, বিলাসে অপ্রিয় ও জাঁকজমক প্রভৃতিতে অজ্ঞ, ঠিক তেমনই তাহাদের নেতাও সরল, সাহসী ও চঞ্চল। তিনি সর্ব্বত্রই আছেন। এই আজ তিনি রাজপুতানার উত্তরে,—এই কাল তিনি বিন্ধ্যপর্ব্বতের গিরিগুহে;—পর দিন তিনি আবার দূর দাক্ষিণাত্যে। যখন যে দিন যে গ্রামে তিনি থাকেন, তখন সেই গ্রামই তাঁহার রাজধানী। তখন সেই দিনের জন্য সেই গ্রামের সর্দ্দারই তাঁহার মন্ত্রী, সেই গ্রামবাসী-গণই তাঁহার সৈন্য।

কিন্তু সর্ব্বদা সকল সময়ে তিনি ভীলদিগের মধ্যে থাকেন না। সময়ে সময়ে তিনি অদৃশ্য হয়েন। সময় সময় তিনি যে কোথায় থাকেন, তাহা কেহই জানিতে পারেন না। সময় সময় প্রয়োজন হইলে, ভীলগণ তাঁহাকে অনুসন্ধান করিয়া পায় না।

জুমেলিয়া ভীল নহেন। ভীলদিগের ন্যায় তাঁহার কৃষ্ণ বর্ণ নহে। ভীলদিগের ন্যায় তাঁহার গঠনও নহে, অথচ তিনি রাজপুতও নহেন। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয়,—যে দেশে তাঁহার অসীম ক্ষমতা জন্মিয়াছে, সেই দেশের কোন জাতি হইতেই তিনি সম্ভূত হয়েন নাই। কিন্তু তিনি সবল, তাঁহার মাংসপেশী সকল সুগোল ও সম্পূর্ণ;—দেখিলে বোধ হয়, বাল্যকাল হইতে রীতিমত এই সকলের ব্যায়াম করিয়া, তিনি ইহাদিগকে উন্নত করিয়াছেন। তিনি ত্রয়োদশবৎসরবয়স্ক বালক বটে, কিন্তু অসি-চালনে ও তীর-নিক্ষেপণে তাঁহার মত পারদর্শী আর কেহই নাই। তাঁহার যুদ্ধবিদ্যা দর্শন করিলে স্পষ্টই বোধ হয়,—এ সম্বন্ধেও তিনি বিশেষ রীতিমত শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার সাহস অসীম, তাঁহার শৌর্য্য-বীর্য্যের তুলনা হয় না। অথচ তিনি বড়ই সুন্দর। তাঁহার মুখের সৌন্দর্য্যে এক অনির্ব্বচনীয় লালিত্য ছিল। তাঁহার মুখের দিকে চাহিলে, সেই মুখের দিকে বহুক্ষণ চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। তাঁহাকে দেখিলে প্রাণে যেন সুধা সিঞ্চিত হয়, যেন তাঁহাকে ভালবাসিবার জন্য হৃদয় ব্যাকুল হয়। তাঁহাকে দেখিলে তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারা যায় না। এমন সুন্দর বীরবালক কেহ কখনও দেখে নাই।

তাঁহার বেশও সুন্দর। তাঁহার আজানুলম্বিত কৃষ্ণ কেশ।

তিনি সেই কেশরাশি একত্রিত করিয়া, মস্তকের উপর আবদ্ধ রাখিয়াছেন। সেই কৃষ্ণ কেশের উপর কপাল বেষ্টন করিয়া একটি সুবর্ণ বলয় ;—ঐ বলয়ের মধ্যস্থলে ঠিক সম্মুখে একটি প্রজ্বলিত হীরকখণ্ড ;—ঐ হীরকের পার্শ্ব দিয়া একটি সুন্দর ময়ূরপুচ্ছ সর্ব্বদা তাঁহার মস্তকের উপর উড্ডীয়মান।

পরিধান পীতবসন। পশ্চাতে একখানি সুন্দর হরিণচর্ম্ম বিলম্বিত ;—তাহারই উপর ধনু, চর্ম্ম, তূণীর ; তৎপার্শ্বেই একটী সুন্দর ক্ষুদ্র বীণা। পার্শ্বে একখানি কৃপাণ বিলম্বিত, —কটিতে শাণিত ছুরিকা। তৎপার্শ্বে একটি সুন্দর বাঁশী। গলায় স্ফটিক ও রুদ্রাক্ষের মালা।

সময় সময় তাঁহার কপালে লোহিত সিন্দূরের ফোঁটা ও লাল লোহিত জবার মালা দেখিতে পাওয়া যাইত।

তাঁহার কোনই বাহন নাই। তিনি কখন কোন যানারোহণ করিতেন না, এ পর্য্যন্ত কেহ তাঁহাকে কখনও অশ্বে আরোহণ করিতে দেখে নাই। সর্ব্বদাই তিনি পদব্রজে পরিভ্রমণ করেন, —তাহাতেই তিনি এই এখানে, সেই সেখানে। ক্রমে এমনই হইয়াছে যে, ভীলগণ তাঁহাকে দেবতা বলিয়া স্থির করিয়াছে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

জুমেলিয়া কে? পরমানন্দস্বামীর আদরের শিষ্য। তাহা না হইলে সামান্য বালকের কি ক্ষমতা যে, সে সমগ্র ভীলজাতির নেতা হয়? পরমানন্দস্বামী যখন যেখানে যাইতেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে একটি সুন্দর বালক থাকিত;—বালক তাঁহার দ্রব্যাদি বহন করিত, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিত। পাঁচ বৎসর বয়স হইতে জুমেলিয়া পরমানন্দস্বামীর সেবায় নিযুক্ত।

স্বামী অতি যত্নে বালককে নানা বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছেন। ৭।৮ বৎসর বয়সেই জুমেলিয়া, পাণিনি পাঠে মন দিয়াছে, দশ বৎসরে সে রঘুবংশ, শকুন্তলা প্রভৃতি পাঠ করিয়া, দ্বাদশবর্ষে দর্শন, স্মৃতি, শ্রুতি প্রভৃতি পাঠ আরম্ভ করিয়াছে।

কেবল ইহাই নহে; বীণায় জুমেলিয়া অদ্বিতীয়। তাঁহার বাঁশী বাজাইবার বর্ণনা হয় না। তাঁহার সুমধুর সঙ্গীত-ধ্বনিতে সমস্ত পর্ব্বতমালা বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছে। কঠোর সাধনায় তৎপর, পরমানন্দস্বামী অতি যত্নে প্রিয় শিষ্যকে সঙ্গীত-শাস্ত্রের অধ্যাপনা করাইয়াছেন। তাঁহার সঙ্গীতে, তাঁহার বীণা-ধ্বনিতে, তাঁহার মধুর বংশীর আলাপে, বনের পশু তাঁহার দাসানুদাস হইয়াছে, ভীল কোন্ ছার!

কেবল ইহাই নহে। পরমানন্দস্বামী জুমেলিয়াকে শারী-

রিক বলে অসীম ও যুদ্ধবিদ্যায় অদ্বিতীয় করিয়াছিলেন। পরমানন্দ স্বামী যেরূপ যত্নে জুমেলিয়াকে নানা যুদ্ধবিদ্যায় অসীম পারদর্শী হইতে শিক্ষা দিয়াছিলেন, বোধ হয় দ্রোণাচার্য্যও কুরুপাণ্ডবকে সেরূপ যত্নে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেন নাই!

পরমানন্দস্বামী সন্ন্যাসী,—তাঁহার নিকট এই বালক কোথা হইতে আসিল? কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি দূর সাগরসঙ্গমে স্নানার্থ গমন করিয়াছিলেন। স্নানাদি ও তীর্থের সমস্ত কার্য্য সমাপন করিয়া তিনি উত্তরাভিমুখে চলিলেন। কিয়দ্দূর আসিয়া এক শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়া, তাঁহার ন্যায় সংসার বন্ধন-ছিন্ন সন্ন্যাসীর হৃদয়ও বিচলিত হইল,—তিনি দাঁড়াইলেন।

দেখিলেন,—একটি ক্ষুদ্র নদীর তীর। সেই নদীর তীরে দুইটি মৃতদেহ পতিত,—একটি স্ত্রী, অপরটি পুরুষ। দেখিলেই স্পষ্ট বোধ হয়, অভাগাদ্বয় তীর্থদর্শনে আসিয়া কালরোগে আক্রান্ত হইয়া কালকবলে পতিত হইয়াছে। ইহাতে দুঃখের কোনই কারণ নাই,—মানুষ ত মরিবেই; না হয়,—ইহারা দুই দিন অগ্রেই মরিয়াছে।

কেবল ইহাই নহে। একটি সুন্দর শিশু কাঁদিতে কাঁদিতে একবার একটি মৃতদেহের নিকট যাইতেছে,—ব্যাকুল হইয়া তাহার বুকের উপর পতিত হইয়া কাঁদিতেছে। আবার তথায় কোন উত্তর না পাইয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে অপর দেহের নিকট

আসিতেছে। আবার সেই দেহের উপর পতিত হইয়া সে ব্যাকুল-অন্তরে কাঁদিতেছে,—কিন্তু তথায়ও কোন উত্তর না পাইয়া, ফিরিয়া আবার অপর দেহের নিকট যাইতেছে।

সন্ন্যাসী স্তম্ভিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল,—তিনি চক্ষুজল সম্বরণ করিয়া বলিলেন,—"এখনও হৃদয় দুর্ব্বল? এখনও মায়া? দ্বাদশ বৎসরের সাধনায় মন সংসারের বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে নাই! নতুবা এই পিতৃমাতৃহীন শিশুর প্রতি আমার মমতা জন্মিবে কেন? এও তো সামান্য মৃৎপুত্তলিকা বই আর কিছুই নহে। তবে ইহার জীবনে বা মরণে প্রভেদ কি?"—এই বলিয়া সন্ন্যাসী অগ্রবর্ত্তী হইলেন; কিন্তু তিনি আর পশ্চাতে ফিরিয়া শিশুকে দেখিবেন না ইচ্ছা করিয়াও সে ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলেন না। তখনও শিশুর কাতর ক্রন্দন-ধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতেছিল। তিনি তাহাতেই একবার ফিরিয়া দেখিলেন। দেখিলেন,—শিশু সেইরূপই কাঁদিতে কাঁদিতে একবার মায়ের নিকট ও একবার পিতার নিকট যাইতেছে।

সন্ন্যাসী আবার দণ্ডায়মান হইলেন। ভাবিলেন,—এখনই এই শিশুকে ব্যাঘ্রে আহার করিবে। আমি যদি ইহাকে দেখিতে পাইয়াও রক্ষা না করি, তবে এ কাজ নিশ্চয়ই আমার

পক্ষে মহাপাপ হইবে। একজনকে রক্ষা করা যদি মায়া হয়, তবে সে মায়া করিবার ক্ষমতা আমার আজও হয় নাই। না,—আমি এ শিশুকে লইয়া গিয়া নিকটস্থ গ্রামের কাহাকেও প্রতিপালনের ভার দিব।”

এই বলিয়া সন্ন্যাসী ফিরিলেন; মৃতদেহের নিকট আসিয়া, শিশুকে ক্রোড়ে করিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে শিশু ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল,—সন্ন্যাসীর কোলে আসিয়া সে শীঘ্রই নিদ্রিত হইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পাছে মায়া জন্মে, এই ভয়ে সন্ন্যাসী আর শিশুর দিকে চাহেন নাই। তিনি তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া, দ্রুতপদে নিকটস্থ গ্রামের দিকে যাইতেছিলেন,—সহসা তাঁহার দৃষ্টি শিশুর বদনে পতিত হইল। তিনি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন; তৎপরে শিশুকে বিশেষ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিলেন,—“এ শিশু যে রাজরাজেশ্বর হইবে দেখিতেছি। তাহাতেই বোধ হয়, ভগবান্ আমার সাহায্যে ইহার প্রাণরক্ষা করিলেন। যাহাই হউক, আমি এই শিশুর প্রতিপালনের ভার যাহার তাহার হস্তে ন্যস্ত করিব না। কোন রাজাকে ইহার প্রতিপালনের ভার প্রদান করিব।”

এইরূপ ভাবিয়া পরমানন্দস্বামী, সেই শিশু ক্রোড়ে করিয়া, ভারতবর্ষের প্রতি রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন। সকলেই শিশুর প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিতে সম্মত;—কিন্তু সেই শিশুকেই যে সিংহাসন প্রদান করিয়া যাইবেন, এরূপ অঙ্গীকারে বদ্ধ হইতে কেহই সম্মত নহেন। এরূপ অঙ্গীকার না করিলে, পরমানন্দস্বামীও কাহাকে শিশুদানে সম্মত নহেন। ইনি সম্মত হইলেন না, অন্যে সম্মত হইতে পারেন, এইরূপ আশায় পরমানন্দস্বামী সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরিলেন; কিন্তু কোথায়ও সফলমনোরথ হইতে পারিলেন না। তখন তিনি আবার একবার শিশুর লক্ষণাদি বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলেন; তৎপরে বলিলেন,—"না, আমার ভুল হয় নাই। এ শিশু নিশ্চয়ই রাজরাজেশ্বর হইবে। যাহা হউক, কেহ যখন ইহাকে লইল না, তখন আমিই ইহাকে রাখিব। ইহাকে রাজ্যেশ্বর হইবার উপযুক্ত শিক্ষাও প্রদান করিব।"

তদবধি জুমেলিয়া পরমানন্দস্বামীর সঙ্গে সঙ্গে। জুমেলিয়া পরমানন্দস্বামীর শিশু,—প্রিয় ছাত্র,—পুত্র বলিলেও অন্যায় হয় না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—তিনি অতি যত্নে জুমেলিয়াকে নানাবিদ্যায় সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন।

যখন তিনি সমস্ত অসভ্য ভীলগণকে সনাতন শাক্ত-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া একসূত্রে আবদ্ধ করিলেন, তখন তাহাদিগকে

একজাতিতে পরিণত করিয়া, জুমেলিয়াকে তাহাদের রাজ-পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার ইচ্ছা জন্মিল। ভাবিলেন,—"যখন জুমেলিয়া রাজ্যেশ্বর হইবেই হইবে, তখন ইহাকে রাজা করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ভগবান তো এইরূপেই মনুষ্যের মধ্য দিয়া কার্য্য করেন।"

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি সমস্ত ভীলজাতির নিকট জুমেলিয়াকে লইয়া যাইতে আরম্ভ করিলেন। তাহার জুমেলিয়া নামও ভীল নাম। প্রকৃতপক্ষেই তিনি সর্ব্বতোভাবে জুমেলিয়াকে ভীলরূপে পরিণত করিলেন। গুরুদেবের "চেলা" বলিয়া, ভীলগণ জুমেলিয়াকে আদর ও যত্ন করিত। তৎপরে ক্রমে তাহাকে তাহারা ভালবাসিতেও আরম্ভ করিল। তেমন রূপ,—তেমন মধুরতাময় স্বভাব,—তেমন সুন্দর চরিত্র,—তাহারা আর কখনও দেখে নাই। তাহাতেই তাহারা সকলে জুমেলিয়াকে ভালবাসিল।

তৎপরে জুমেলিয়ার সুমধুর বীণা-ধ্বনি, সুললিত বংশী-নিনাদ, তাঁহার অপূর্ব্ব সঙ্গীত;—তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার বুদ্ধি, তাঁহার পাণ্ডিত্য;—তাঁহার অসীম বল, অদ্ভুত সাহস, অনির্ব্বচনীয় যুদ্ধ-কৌশল;—ভীলগণ এরূপ কখনও আর দেখে নাই। তাহাতেই তাহারা ক্রমে ধীরে ধীরে তাহাদের অজ্ঞাতসারেই জুমেলিয়ার পদানত হইতে আরম্ভ করিল। ত্রয়োদশ বৎসর

পূর্ণ হইতে না হইতে, সমস্ত ভীলজাতি জুমেলিয়াকে তাহাদের নেতা বলিয়া স্বীকার করিল। জুমেলিয়াই সমস্ত ভীলজাতির প্রধান সেনাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। গুরুদেব পরমানন্দস্বামী, এই কার্য্য শেষ করিয়া, ভীলরাজ্য হইতে অন্তহিত হইলেন।

এখন আর জুমেলিয়া পরমানন্দস্বামীর সহিত থাকেন না। তিনি এক্ষণে একাকী ভীলরাজ্যে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ান। ভীলগণকে একত্রিত করিতে ইচ্ছা করিলে, তিনি তাঁহার বংশী-চালনা করেন। এই বংশী, ভীলগণ হাতে হাতে পরম্পরে গৃহ হইতে গৃহান্তরে, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে বিদ্যুৎ-বেগে প্রধাবিত করিত। এইরূপ বংশী হস্তে পাড়লেই, ভীলগণ সত্বর যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া, সেনাপতি জুমেলিয়ার সন্নিকটে ধাবিত হইত। তাহারা জানিত, কোন গুরুতর কার্য্য ব্যতীত সেনাপতি জুমেলিয়া, ভীলগণকে একত্রিত করিতেন না। এ পর্য্যন্ত কেবল একবার মাত্র জুমেলিয়া সমস্ত ভীলজাতিকে একত্রিত করিয়াছিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

আমেদাবাদের দক্ষিণে বহু বিস্তৃত অরণ্য,—গভীর শালবনে পূর্ণ। এই অরণ্যমধ্যে একটি ক্ষুদ্র দেবীমন্দির স্থাপিত। প্রথম দেখিলে এই মন্দিরটিকে অতি সামান্য একটা মন্দির বলিয়া প্রতীতি হয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই মন্দিরই ভীল-জাতির প্রধান তীর্থস্থান ও প্রধান পূজার বিষয়। তাহারা মধ্যে মধ্যে এই মন্দিরে আসিয়া পূজাদি করিয়া যাইত।

এই মন্দিরই সমস্ত ভীলজাতির সম্মিলনের স্থান। রাজ-পুতানা হইতে দাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রদেশের সকল ভীলই অবগত আছে যে, সেনাপতি জুমেলিয়ার বাঁশী দেখিলেই এই মন্দিরে আসিয়া একত্রিত হইতে হইবে। এ পর্য্যন্ত কেবল একদিন মাত্র তাহারা সকলে ঐ মন্দিরে সমবেত হইয়াছে।

এই মন্দিরে কেহ কখনও বাস করিত না;—মায়ের পূজার জন্য কোন পুরোহিত ছিলেন না,—প্রত্যহ মায়ের পূজাও হইত না;—ভীলগণের পূজায় পুরোহিতের আবশ্যকতাও ছিল না। তাহারা পক্ষী হইতে মহিষ পর্য্যন্ত সকল প্রকার জীব, সঙ্গতি ও অবস্থানুসারে আনয়ন করিয়া, মায়ের সম্মুখে বলি প্রদান করিত। তৎপরে নিজেরা সুরাপান করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া মায়ের চারিদিকে নৃত্য করিতে থাকিত। সঙ্গীত ও বাদ্যোদ্যমেরও

অভাব হইত না। রাত্রিকালে চারিদিকে আগুন জ্বালিয়া, তাহারা সকলে সেই আগুন লইয়া ক্রীড়া করিত। যখন ভীলগণ এই মন্দিরে আসিয়া পূজা প্রদান করিত, তখন চারিদিকের অরণ্যানী তাহাদের আনন্দধ্বনিতে পূর্ণ হইয়া যাইত।

মন্দিরে একেবারেই যে কেহ ছিল না, তাহা নহে। সময় সময় এই মন্দিরে একটি পাগলিনীকে দেখিতে পাওয়া যাইত। তাহার বয়স অতি অল্প,—এখনও ত্রয়োদশ পূর্ণ হয় নাই; তাহার রূপও অপূর্ব্ব, কিন্তু সেই অপরূপ রূপ পাগলিনী-সাজের অন্তরালে মেঘাবৃত চন্দ্রের ন্যায় শোভা বিস্তার করিত।

তাহার দীর্ঘ কেশ তৈল বিনা ধূসরবর্ণ ও জটায় পূর্ণ,—সেই কেশগুচ্ছ কতকগুলি পৃষ্ঠে, কতকগুলি বা তাহার হৃদয়ে লুণ্ঠিত; পরিধান শত ছিন্ন মলিন বসন,—সেই বসনে শত গ্রন্থি ও শত সহস্র তালি। গলায় বহু প্রকারের বহু মালা;—তথায় রুদ্রাক্ষের মালা আছে, হাড় মালা আছে, স্ফটিকের মালা আছে,—আবার মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশে গ্রথিত মালাও আছে;—সময় সময় পাগলিনীর গলায় জবা ফুলের মালাও দেখিতে পাওয়া যাইত।

পাগলিনীর কপালে সর্ব্বদাই লোহিত সিন্দূর,—সমস্ত কপাল সেই সিন্দূরে রঞ্জিত,—গাত্রে অলঙ্কার নাই; কিন্তু পাগলিনী নানাবিধ দ্রব্য হস্তে ধারণ করিয়া, অলঙ্কারের সাধ মিটা-

ইত। অন্যান্য পাগল দেখিলে, হৃদয়ে যেমন ভয়ের উদয় হয়, এ পাগলিনীকে দেখিলে মনে একটুও ভয় হয় না; বরং তাহাকে পুনঃ পুনঃ দেখিতে ইচ্ছা করে,—তাহার সহিত কথা কহিতে মন ব্যাকুল হয়। কেবল ইহাই নহে,—পাগলিনীর একটি বিশেষ গুণ ছিল;—পাগলিনী যেমন গান গাহিত, তেমন মধুর সঙ্গীত সচরাচর শুনা যায় না। সে সঙ্গীতের ধরণ স্বতন্ত্র, তাহার সুর স্বতন্ত্র,—তাহার মধুরতা স্বতন্ত্র। পাগলিনী কেবলই কীর্ত্তন গাহিত—তেমন মধুর কীর্ত্তন আর হয় না; তাহার সেই কীর্ত্তনের সহিত তাহার হৃদয় যেন মিশ্রিত। তাহার কীর্ত্তনে পাষাণ-হৃদয়েও প্রেমের তরঙ্গ খেলিত; বন্য শ্বাপদকুল মুগ্ধ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া শুনিত,—হরিণ হরিণী, ময়ুর ময়ূরী, তাহার গানে আনন্দে নৃত্য করিত।

ভীলগণ যখন যে, মন্দিরে পূজায় আসিত, তখনই সে প্রথমে "ভোম্‌রা"কে খুঁজিত;—"ভোম্‌রা" না হইলে তাহাদের পূজা যেন সম্পূর্ণ হইত না। "ভোম্‌রার" গান না শুনিলে, তাহাদের আমোদের মাত্রা পূরিত না। কিন্তু সকল সময়ে তাহারা তাহাকে পাইত না; কখন কখন পাগলিনী মন্দিরে থাকিত না,—কোথায় যাইত কেহ বলিতে পারিত না। অধিক ভীলের একত্র সমাবেশ হইলে, প্রায়ই "ভোম্‌রা" অন্তর্হিতা হইত।

এ নাম তাহাকে কে দিল, তাহা জানি না ;—তবে কেহ তাহাকে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে, পাগলিনী হাসিতে হাসিতে গড়াইয়া পড়িত,—কত রঙ্গ ভঙ্গ করিত,—ছিন্ন বসনাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া খিল খিল করিয়া হাসিত,—তৎপরে হাসিতে হাসিতে হাততালি দিতে দিতে বলিত,—"আমার নাম ভ্রমর,—ভ্রমরা,—ভোম্‌রা—প্রেমাতুরা,—।" এই বলিয়া ভ্রমর হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া পলাইত।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

এই সেই মন্দির। এই মন্দিরে কুমার সিংহ অভিনব দৃশ্য ও অত্যাশ্চর্য্য কথা শুনিয়া, দাক্ষিণাত্য পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। এই মন্দিরেই আজ এক এক করিয়া দলে দলে ভীলগণ আসিয়া সমবেত হইতেছে।

কয়েক দিন হইতে পার্ব্বত্য প্রদেশে বাঁশী ছুটিতেছে। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে, শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে, হাতে হাতে বাঁশী ছুটিতেছে। সে অপূর্ব্ব দৃশ্য ;—এই বাঁশী আজ এখানে, কাল শত ক্রোশ দূরে গিয়াছে ;—আজ এ গ্রামে,—কাল ও গ্রামে। আজ উত্তরে, কাল দক্ষিণে ;—এমনই হইয়াছে,—

যেন বোধ হইতেছে, সমস্ত ভীলরাজ্যের সমস্ত প্রদেশের সর্ব্বত্র বাঁশী ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

গ্রামে গ্রামে গোল পড়িয়াছে। সমস্ত ভীলপ্রদেশে যেন এক আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছে। সমস্ত পর্ব্বতমালায় যেন এক অভিনব চেতনার সঞ্চার হইতেছে। আহার ত্যাগ করিয়া ভীল, বাঁশী পাইয়া রণসাজে সাজিতেছে;—চাষ ফেলিয়া ভীল, মন্দির অভিমুখে ছুটিতেছে। শিকারী, শিকারের প্রতি তীর নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়া, সেই সন্ধান শমিত করিয়াও সেনাপতির আজ্ঞা-পালনে প্রধাবিত হইতেছে। ভগিনী ভ্রাতাকে সাজাইতেছে, স্ত্রী স্বামীকে সাজাইতেছে, কন্যা পিতাকে সাজাইতেছে;—সমস্ত ভীলরাজ্য যেন সজ্জিত হইয়া আজ কোথায় চলিয়াছে।

দলে দলে ভীলগণ মন্দির সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া, শিবির-সন্নিবেশ করিতেছে। সৈন্যসামন্ত লইয়া ছোট বড় সমস্ত ভীল সর্দ্দারগণ, সেনাপতি জুমেলিয়ার সাহায্যে আগমন করিতেছেন। যে মন্দির কল্য গভীরতম নির্জ্জন ও জনমানব-শূন্য বিজন অরণ্যে অবস্থিতি করিতেছিল, আজ তাহারই চারিদিকে সহস্র সহস্র ভীলের সমাগম হইয়াছে। আজ তথায় চারিদিকেই কোলাহল,—জনরব,—হাস্যধ্বনি,—আমোদ ধ্বনি,—জয়ধ্বনি।

কিন্তু সেনাপতি জুমেলিয়া এখনও উপস্থিত হয়েন নাই; কয়েক দিন হইতে তাঁহার কোনই সন্ধান বা সম্বাদ নাই। যে দিন হইতে ভীলরাজ্যে বাঁশী প্রধাবিত হইতেছে, সেই দিন হইতে তাঁহাকে আর কেহ কোথাও দেখিতে পাইতেছে না,—কেবল তাঁহার বাঁশী দেখা যায়, তাঁহাকে দেখা যায় না। বাঁশীকে ছাড়িয়া দিয়া জুমেলিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছেন;—সমস্ত ভীলরাজ্যের প্রতিগৃহ পর্য্যটন করিয়া, অবশেষে বাঁশী তাহার হাতে না আসিলে, তিনি আর আবির্ভূত হইবেন না।

অন্যান্য বার "ভোমরা" মন্দিরের নিকট অধিক ভীলের সমাগম দেখিলে কোথায় পলাইত,—এবার সে পলায় নাই। যেন সমস্ত ভীলগণকে একত্র দেখিবার জন্য, এবার তাহার হৃদয়ে কৌতূহল জন্মিয়াছে; তাহাতেই সে এবার তাহাদের সহিত একেবারে মিশিয়া গিয়াছে। কখন বা সে হাসিতেছে,—কখনও বা আবার সে কাঁদিয়া উঠিতেছে। কোথাও বা সে ভীলদের সহিত মিশিয়া, ভীলগণের প্রদত্ত আহারীয় আহার করিতেছে;—কোথাও বা সে দশ বিশ জন ভীলকে লইয়া তাহাদিগকে সঙ্গীত শুনাইতেছে। তাহাকে সকলে ভক্তি করিত,—অনেকেই তাহাকে স্বয়ং কালী-মা ভাবিয়া পূজা করিত,—অধিকাংশ ভীল তাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত।

কেহ তাহাকে বস্ত্র দিত, কেহ অলঙ্কার দিত, কেহবা তাহাকে আহারীয় প্রদান করিত। তাহারা সকলে যেমন মন্দিরস্থ মায়ের পূজার জন্য নিজ নিজ ক্ষমতানুযায়ী দ্রব্যাদি আনিত, ঠিক সেইরূপ তাহারা সকলেই তাহাদের ভোম্‌রার জন্যও যে যেরূপ ভাল জিনিষ পাইত, সে তাহাই আনিত।

"ভীলদের ভোম্‌রা"কে অনেকেই চিনিয়াছে। ভীলদের জাতীয় বিষয় কিছুই ছিল না। একই বিষয়ে সকলের সম-অধিকার,—এরূপ তাহাদের কিছুই কখন হয় নাই। এখন একে একে তাহাদের তিনটি জাতীয় বিষয় হইয়াছে। ভীলদের কালী, ভীলদের ভোম্‌রা ও ভীলদের জুমেলিয়া,—সমস্ত দাক্ষিণাত্যে এক অভিনব ভাবের উদ্রেক করিয়াছে। আজ ভীলেরা একত্রে তাহাদের কালী ও ভোম্‌রাকে পাইয়াছে,—এক্ষণে সকলে তাহাদের জুমেলিয়ার প্রতীক্ষা করিতেছে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ।

ভ্রমর গাহিতেছিল,—

"বাঁশরী বাজত, যমুনা গায়ত—
ব্রজকি কিশোর আয়ত,—পেয়ারে !
কাহে তু কাতরা, বিরহ বিধুরা—
শ্যামকি রোদতে,—নহিরে !"

সহসা সে গান ছাড়িয়া হাততালি দিয়া হাসিয়া উঠিল,—তৎপরে হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া পলাইল। তাহার সুমধুর সঙ্গীতে আকৃষ্ট হইয়া, তাহার চারিদিকে শত শত ভীল সমবেত হইয়াছিল। সহসা সে মন্দিরের দিকে ছুটিল দেখিয়া, তাহারা সসম্ভ্রমে তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিতে লাগিল। ভ্রমর, তীরবেগে যাইয়া মন্দিরে প্রবিষ্ট হইল,—তৎপরে সবলে দ্বার রুদ্ধ করিল,—তাহার দ্বাররোধ-শব্দ কাননে দূরে দূরে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তখন ভীলগণও যে যাহার কার্য্যে প্রস্থান করিল।

সহসা সমস্ত ভীলশিবিরে এক আলোড়ন উপস্থিত হইল। যে যে কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, সে তাহার সেই কার্য্য তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিয়া, সত্বর রণবেশে সজ্জিত হইতে লাগিল। তখন সর্দ্দারগণের চীৎকার-অনুজ্ঞা, ভীলগণের সেই অনুজ্ঞাপালনের জন্য ছুটাছুটী; সমস্ত শিবিরে সহসা যেন এক বিপর্য্যয়

ঘটিল। দলে দলে ভীলগণ নিজ নিজ সর্দ্দারের পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া, যুদ্ধসজ্জায় দণ্ডায়মান হইল।

দূরে কি শত্রুসৈন্য দৃষ্টিগোচর হইয়াছে?—না, তাহা নহে। ভীলগণ, সেনাপতি জুমেলিয়ার মধুর বংশীধ্বনি শুনিয়াছে। শীঘ্রই সেনাপতি স্বয়ং তাহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইবেন,—তাহাতেই তাহারা সকলে অনতিবিলম্বে যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া, দণ্ডায়মান হইতেছে।

সেই মধুর বংশীধ্বনি। ভীলগণ কি কখন সে মধুরধ্বনি ভুলিতে পারে? সমস্ত কাননে যেন মধুরতা ছড়াইয়া দিয়া, সেই মধুর বংশী ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। যে বাঁশী কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও ভীলগণের হাতে হাতে ছুটিতেছিল, এ সেই চিরপরিচিত বাঁশীর চিরপরিচিত স্বর। এতক্ষণে বাঁশী আবার সেনাপতির হাতে পৌঁছিয়াছে। তিনি বাঁশী পাইয়া বাজাইতেছেন, সুতরাং এখনই আবির্ভূত হইবেন।

কোথা হইতে বাঁশীর শব্দ উঠিতেছিল, ভীলগণ প্রথমে তাহা স্থির করিতে পারে নাই। পরে বুঝিল, মন্দিরের অভ্যন্তর হইতেই সুমধুর শব্দ উত্থিত হইতেছে। ইহাতে তাহাদের সকলেরই হৃদয়ে এক ভয়াবহ ভাব উদিত হইল,—সকলেরই হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইতে আরম্ভ করিল। এতদিনে তাহাদের সকলেরই বিশ্বাস জন্মিল,—জুমেলিয়া প্রকৃতই

দেবতা। তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী নৃমুণ্ডমালিনী স্বয়ংই জুমেলিয়া রূপ ধারণ করিয়া, তাহাদের নেতা হইয়াছেন। নতুবা মানুষ হইলে কেমন করিয়া, কখন জুমেলিয়া মন্দিরে প্রবিষ্ট হইলেন? তাহারা সকলেই সর্ব্বদা মন্দিরের চারিদিকে রহিয়াছে, তাহারা কেহই এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও সেনাপতিকে দেখে নাই,—তবে কেমন করিয়া তিনি মন্দিরে প্রবিষ্ট হইলেন? কেবল পাগলিনী ভ্রমরই কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে মন্দির অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়াছে।

সহসা মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হইল। সম্মুখে মন্দিরদ্বারে জুমেলিয়া। সেই সুন্দর বেশ,—সেই হরিণচর্ম্ম পৃষ্ঠে বিলম্বিত, সেই ধনু, চর্ম্ম ও তূণীর;—কটীতে সেইরূপ শাণিত কৃপাণ শোভা পাইতেছে; গলায় সেই চিরপরিচিত স্ফটিকের হার। বীণা এবং বাঁশীও বিস্মৃত হয় নাই। ভীলবীর জুমেলিয়ার শোভার অঙ্গ হইতে তাহারা কখনও ভুলে না।

সেনাপতি জুমেলিয়াকে দেখিয়া, ভীলগণ গগন বিদীর্ণ করিয়া জয়ধ্বনি করিল। তাহাদের জয়ধ্বনি দূরে দূরে—বহু দূরে প্রতিধ্বনিত হইতে হইতে, কাননের প্রান্তসীমায় গিয়া বাতাসে মিশিয়া গেল। তখন জুমেলিয়া অতি ধীরে, অতি গম্ভীরে, অতি মধুরস্বরে বলিলেন,—"তোমরা আমার আজ্ঞা-

পালনে সকলে সম্মত আছ কি না জানিবার জন্য, আমি তোমাদিগের সকলকে এই মন্দিরে সমবেত করিয়াছিলাম। অদ্য ঠিক এক বৎসর পরে আবার আমি তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছি। যুদ্ধের সজ্জায় সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবার জন্য অনুরোধ করিব বলিয়াই, এবার তোমাদের সকলকে ডাকিয়াছি। শীঘ্রই মাড়োয়ার-রাজ্যে ঘোর বিপ্লব ঘটিবে;—মাড়োয়ারের গৌরব রক্ষা হইবে না। সম্ভবতঃ মাড়োয়ারের স্বাধীনতা যবনপদতলে দলিত হইবে। আমরা মাড়োয়ারের মহারাণার নিকট অনেক উপকার পাইয়াছি,—এখনও অনেক উপকার পাইবার আশা আছে;—সুতরাং আমাদের সকলের মাড়োয়ারের গৌরব ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণ দেওয়া কর্ত্তব্য। আমাদের আহ্বান করা হউক, আর নাই হউক,—আমরা এ কার্য্য করিব। এখন যে যাহার গৃহে যাও, আবশ্যক হইলে সম্বাদ দিব।"

আবার জয়ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ হইল,—চারিদিকে আনন্দ-কোলাহল উত্থিত হইতে লাগিল। তখন জুমেলিয়া ধীরে ধীরে মন্দির হইতে অবতীর্ণ হইয়া, ভীলের ন্যায় ভীলদের সহিত মিশিয়া গেলেন। আর তাঁহার সে গাম্ভীর্য্য নাই,—সে নেতার ভাব,—সে সেনাপতির ভাব আর তাঁহার নাই; এখন তিনি সামান্য ভীলের ন্যায় ভীলদের সহিত মিশিয়াছেন। তিনি

তাহাদের সহিত আমোদে মাতিয়াছেন ;—তাঁহার মধুর সঙ্গীত ও মধুরতর বীণা-ধ্বনি শুনিয়া, ভীলগণ পরম আনন্দে সে দিবস সেই অরণ্যমধ্যে কাটাইল।

পরদিন ভীলগণ শিবির ভাঙ্গিয়া, যে যাহার গৃহে প্রস্থান করিল। আবার, যে নির্জ্জন অরণ্য, সেই নির্জ্জন অরণ্যেই পরিণত হইল ;—যে জনমানবশূন্য মন্দির, সেই মন্দিরই হইল। কেবল নির্জ্জন কাননে ভ্রমরের মধুর সঙ্গীত দূরে দূরে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। একাকিনী হইলে ভ্রমর মনপ্রাণ খুলিয়া, বনের বিহগিনীর ন্যায় গান গাহিত।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

গৌরব আর সে গৌরব নাই। পূর্ব্বে গৌরব যেরূপ গম্ভীরা ছিলেন, রাণী হইয়া তদপেক্ষা শত অধিক গম্ভীরা হইয়াছেন। তিনি আর সখীদিগের সহিত আমোদপ্রমোদে মিশেন না ; ভগিনী সৌরভের সহিত কদাচিৎ দেখা সাক্ষাৎ করেন,—আর সেরূপ ধূলাখেলা আমোদপ্রমোদ একেবারেই নাই।

তিনি নিজের প্রকোষ্ঠে নিজের চিন্তায় মগ্না হইয়া থাকেন ; তাঁহার কি চিন্তা তাহা তিনিই জানেন,—অপরে শত চেষ্টা করিয়াও তাহা জানিতে পারে না। ইহাতে বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি

কাহারও ছিল না বটে, কিন্তু তাঁহার পরিবর্তিত ভাবে সমস্ত প্রাসাদ-অন্তঃপুর হইতে যেন আমোদপ্রমোদ, সুখ একেবারে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে।

তবে সুখের বিষয়, গৌরব শীঘ্রই রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিলেন। মহারাণা পুত্রকে কেবল রাজা উপাধি প্রদান করিয়াই নিশ্চিন্ত রহিলেন না; তাঁহাকে এক বিস্তৃত জাইগীর ও এক সুন্দর প্রাসাদ প্রদান করিয়া, তথায় যাইয়া স্বাধীনভাবে,—রাজার উপযুক্ত ভাবে বসবাস করিতে অনুজ্ঞা করিলেন। রাজা কুমার সিংহ, গৌরবকে লইয়া সেই প্রাসাদে বাস করিবার জন্য প্রস্থান করিলেন। রাজপ্রাসাদ হইতে গৌরবের তিরোধানে, তথায় আবার পূর্ব্বের ন্যায় আমোদ প্রমোদ ও সুখের তরঙ্গ খেলিতে আরম্ভ করিল।

কুমার সিংহ রাজা হইয়াছেন,—বিস্তৃত জাইগীর পাইয়াছেন;—সুতরাং এ উপলক্ষে একটা আমোদোৎসব না করিলে ভাল দেখায় না। তাহাতেই কুমার সিংহ নূতন প্রাসাদে আসিয়া, তথায় মহাসমারোহে এক উৎসব করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। বাজি বাজনা, নাচ গাহনা, আহার জলপান প্রভৃতি নানাবিধ আমোদপ্রমোদের আয়োজন হইতে লাগিল। দেশের গণ্য মান্য সকলেই আমন্ত্রিত হইলেন। মহারাণা ও যুবরাজ উভয়েই কুমার সিংহের প্রাসাদে আগমন করিয়া

আমোদ প্রমোদ করিবেন। কুমার সিংহ এই উৎসবের জন্য জলের ন্যায় অর্থ ব্যয় করিতেছেন। যাহাতে কোন মতে কিছুমাত্র ত্রুটি না ঘটে, তাহাই তাঁহার একমাত্র ইচ্ছা।

কেবল যে মাড়োয়ারের মান্য গণ্য ব্যক্তিগণ আমন্ত্রিত হইয়াছেন, এরূপ নহে। দেশের মধ্যবিত লোকগণের আমোদের জন্যও বহুবিধ আয়োজন হইয়াছে এবং দরিদ্র ভিক্ষুক প্রভৃতিকে ভোজনের ও অর্থদানেরও বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এ উৎসবের কথা সমস্ত মাড়োয়ার দেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে; দলে দলে নানা দেশ হইতে লোক আসিতেছে,—দেশ-দেশান্তর হইতে দরিদ্র ভিক্ষুকগণ ছুটিয়াছে।

উৎসবের পূর্ব্বরাত্রে গৌরব স্বামীকে বড়ই আদর, বড়ই যত্ন, বড়ই প্রেম প্রকাশ করিতে লাগিলেন,—তেমন আদর, তেমন যত্ন ও তেমন ভালবাসা কুমার সিংহ আর কখনও দেখেন নাই। তিনি স্ত্রীর প্রেমে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তখন গৌরব সহসা বলিলেন,—"নাথ, তুমিই মহারাণা হইবে?" এই কথায় কুমার সিংহ চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন,—"গৌরব, তুমি ও কথা আমাকে আর কখনও বলিও না। ও কথায় আমার মাথার ভিতর যেন আগুন ছুটে; প্রাণের ভিতর যেন কেমন করে। মহারাণা হইবার ইচ্ছা আমার হৃদয়ে কখনও হয় নাই, কিন্তু সেই মন্দিরে যে পর্য্যন্ত

সেই মায়াবিনীর কথা শুনিয়াছি, সেই পর্য্যন্ত যেন এ ইচ্ছা কেমন আমার হৃদয়ে আপনা আপনি উদিত হইতেছে,—শত চেষ্টা করিয়াও ইহাকে হৃদয় হইতে দূর করিতে পারিতেছি না। গৌরব,—তুমি ও কথা আমাকে আর কখনও বলিও না।"

স্বামীর কথায় গৌরবের হৃদয়ে অদ্ভূত আনন্দ জন্মিল, কিন্তু তিনি হৃদয়ভাব গোপন করিয়া বলিলেন, "সে মেয়ে দেবতা। সে যা বলেছে, তাই ঠিক হবে।"

কুমার সিংহ একেবারে উঠিয়া বসিলেন, তৎপরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "সে কি! আমি মহারাণা হইব!—কেমন করিয়া? এখনও ললিত সিংহ বাঁচিয়া আছে।"

"মরিতে কতক্ষণ!"

স্ত্রীর এই দুইটি কথা যেন তীরের ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইল। তিনি বহুক্ষণ গৌরবের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তৎপরে বলিলেন, "তোমার কাছে সত্য কথা বলিতে কি! যে দিন হইতে আমি এই প্রাসাদ ও এই জাইগীর পাইয়াছি, সেই দিন হইতে হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় সুখ বোধ করিতেছি,—মনে হইতেছে,—ইহাতেই এত সুখ, না জানি মহারাণা হইলে, ইহা অপেক্ষা কত অধিক সুখ!"

"তুমি, তাই জান না। আমি অনেক দিন হইতেই জানি।"

"গৌরব, তুমি আমাকে কি করিতে অনুরোধ কর?"

"আমার কথা কি শুনিবে? যদি শুনিতে তো বলিতাম।"

"তোমার কথা শুনিব না তো, এ সংসারে কাহার কথা শুনিব?"

"তবে শোন, বলি।"

অতি আদরে, অতি প্রেমে, গৌরব স্বামীর মস্তক নিজ হৃদয়োপরি সংস্থাপন করিয়া আদর, প্রেম ও লালসায় মিশ্রিত মধুরস্বরে বলিলেন,—"তুমিই নাথ, মহারাণা হইবে। ললিত মূর্খ, ললিত সরল, ললিত ভীতু, ললিত যুদ্ধবিদ্যায় অজ্ঞ,—ললিতের মহারাণা হইবার কোনই গুণ নাই। তুমিই আমার হৃদয়-সর্ব্বস্ব,—তুমিই মাড়োয়ারের মহারাণা হইবার উপযুক্ত। তোমাতেই মহারাণা হইবার সকল গুণ বর্ত্তিয়াছে। ইহাতেই স্পষ্ট বুঝা যায়,—ভগবানের ইহাই ইচ্ছা। পাছে তোমার হৃদয়ে কখনও এ ইচ্ছা না আইসে, পাছে মাড়োয়ারের সিংহাসনে একটা অপদার্থ জীব উপবিষ্ট হয়, তাহাই মা সর্ব্ব-মঙ্গলা বালিকারূপে তোমাকে দেখা দিয়া, তোমাকে এ কথা জানাইয়াছেন; তুমি যদি মহারাণা না হও, তবে সে তোমারই দোষ।"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

কুমার সিংহ বহুক্ষণ নীরবে রহিলেন,—তৎপরে বলিলেন, "ললিত সিংহ এখনও জীবিত,—সে থাকিতে আমি কিরূপে মহারাণা হইব?"

"তাহার মরিতে কতক্ষণ।"

"জীবন অনিশ্চিত স্বীকার করি;—তবে ললিত সিংহ যে শীঘ্রই মরিবে, তাহারই বা আশা কোথায়?"

গৌরব সিংহিনীর মত উঠিয়া বসিলেন,—তৎপরে বলিলেন, "নাথ, তোমায় আমি বীর বলিয়া জানিতাম। জানিতাম, তুমি পথ পরিষ্কার করিয়া, নিজ অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পার। জানিতাম, যেমন অন্যান্য বীরপুরুষগণ পথ পরিষ্কার করিয়া, নিজের পরাক্রমে সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছেন, তুমিও তাহাই করিতে সক্ষম। এখন বুঝিলাম, তুমি ঘোর কাপুরুষ।"

কুমার সিংহ আবার বহুক্ষণ নীরবে রহিলেন,—তৎপরে বলিলেন, "ওঃ—ভাবিলেও প্রাণ শিহরিয়া উঠে! গৌরব, প্রিয়ে, প্রাণেশ্বরি,—তুমি আমাকে আর প্রলোভিত করিও না। কি জানি, কি করিতে কি করিয়া ফেলিব!"

"কেন নাথ, ভয় কি, তোমাতে কি ভয় শোভা পায়? তুমি মহারাণা হইবে, ইহা দেবতার ইচ্ছা; তবে, ইহার জন্য একটু

চেষ্টা ও যত্ন করা কি তোমার কর্ত্তব্য নয়? প্রিয়তম, আমাকে তুমি ভালবাস,—আমাকে কি মাহারাণী করিতে তোমার প্রাণে একবারও ইচ্ছা হয় না? এই কি তোমার ভালবাসা?"

কুমার সিংহ দুই হস্তে নিজ বদন আবরিত করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন,—বলিলেন,—"গৌরব,—গৌরব,—আর আমাকে প্রলোভিত করিও না।"

"যদি প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে আমি আমার ক্রোড় হইতে আমার স্তনপানে নিরত প্রাণের সন্তানকেও ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া, তাহার মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে পারি। প্রয়োজন হইলে, আমি আমার পিতার হৃদয়েও শাণিত ছুরিকা বসাইতে পারি। আমি জানিতাম,—তুমি বীর-পুরুষ।"

এই বলিয়া ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া, রাগভরে গৌরব স্বামীর পার্শ্ব হইতে উঠিলেন। ভীত শিশুর ন্যায় কুমার সিংহ স্ত্রীর অঞ্চল ধরিলেন;—গৌরব বলিলেন,—"ছাড়িয়া দেও, তোমার ভালবাসা আমি বুঝিয়াছি।" কুমার সিংহ উঠিয়া বসিলেন,—তৎপরে অতি গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"গৌরব, তুমি ঠিকই বলিয়াছ,—আমি কাপুরুষেরও অধম; আপনাকে যে বড় করিতে তাচ্ছিল্য করে, সে মূর্খ।"

"এইতো কুমার সিংহের ন্যায় কথা?"

"তুমি আমাকে কি করিতে বল?"

"আমার কথা কি শুনিবে;—আমার পরামর্শমত কি চলিবে?"

"তোমার পরামর্শমত চলিব না তো কাহার পরামর্শমত চলিব?"

"আজ ললিত সিংহ আমাদের বাড়ী আসিবে;—অনায়াসেই অতি সহজে তুমি আজ তোমার পথ পরিষ্কার করিতে পার।"

"গৌরব, সত্যই তোমার বীরহৃদয়। ভাবিলে যে প্রাণ কাঁপিয়া উঠে।"

"যদি তোমার প্রাণ এতই নরম হয়, তবে এ কাজে হাত দিও না। আমিও মনকে প্রবোধ দিতে পারিব। ভাবিব, যাহার মন এত নরম,—সে মাড়োয়ারের মহারাণা হইবার উপযুক্ত নয়।"

আজ বড় আমোদের দিন, তাতে ললিত আমার অতিথি!"

"এ কাজে ন্যায়-অন্যায় নাই। যুদ্ধের সময় তোমরা কি ন্যায়-অন্যায় ভাব?"

"ঠিক বলিয়াছ; আমি এ কাজ করিবই করিব। আর ভয় নাই। আজ হইতে আমি রাক্ষস।"

"প্রাণ-প্রিয়তম, আজ হইতে তুমি মাড়োয়ারের মহারাণা।"

বিংশ পরিচ্ছেদ।

কত সান্ত্বনা, কত প্রবোধ বাক্য, কত মিষ্ট কথা,—কিন্তু সৌরভ কিছুতেই বুঝে না। সে স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে। কাঁদিবে না—আর কাঁদিবে না—পাছে শব্দ হয় বলিয়া সবলে সে ওষ্ঠ পেশিত করিতেছে,—সেই গোলাপবিনিন্দিত ওষ্ঠ হইতে শোণিতধারা বহিয়াছে,—তবুও যে চক্ষুজল সমিত হয় না,—তবুও ক্রন্দন নিবারিত হয় না। ললিত সিংহ কত বুঝাইতেছেন!

মাড়োয়ারবাসীগণ আজ আমোদে মত্ত;—আজ রাজা কুমার সিংহের আলয়ে বড়ই ধূম;—মহারাণা বহু পারিষদ সমভিব্যাহারে পুত্রের প্রাসাদে গমন করিয়াছেন,—তাঁহার সঙ্গে ললিত সিংহেরও যাইবার কথা ছিল,—কিন্তু তাহা তিনি পারেন নাই। সৌরভ তাঁহাকে যাইতে দেয় নাই।

সে কিছু বলে না,—কেবলই কাঁদে। স্বামীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া ব্যাকুলিতভাবে বলে, "তুমি সেখানে আজ যেও না।" কেন আজ তাহার এ ভাব?—তাহার ব্যাকুলতায় ললিত সিংহও নিজের চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারিতেছেন না। তিনি কত কষ্টে অশ্রু-নীর সম্বরণ করিতেছেন,—কত কষ্টে সরলা সৌরভকে বুঝাইতেছেন।

কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাতর হইয়া, ক্রমে সৌরভ স্বামীর হৃদয়ে নিদ্রিতা হইল। না যাইলে নয়,—আজ কুমার সিংহের আলয়ে গমন না করিলে কত জনে কতরূপ ভাবিবে,—কত জন কত জনরব রটাইবে। পিতামহই বা কি মনে করিবেন! ললিত সিংহ ধীরে ধীরে অতি সাবধানে সৌরভের মস্তক নিজ হৃদয় হইতে অপসারিত করিয়া, কত সতর্কে সেই গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন। পাছে সৌরভ উঠিয়া পড়ে, এই ভয়ে তাহার দিকে আর ফিরিয়াও চাহিলেন না।

কত বাদ্যোদ্যম হইতেছে। তোরণে তোরণে নহবত বসিয়াছে। রাজা কুমার সিংহের বিস্তৃত প্রাসাদ, নানা রঙ্গের নানা আলোকে শোভিত হইয়াছে। বাজি বাজনা ও নাচ গাওনা দেখিবার জন্য সহস্র সহস্র লোক প্রাসাদদ্বারে সমবেত হইয়াছে।

জনতার মধ্যে সহসা গগন-বিদীর্ণকারী জয়ধ্বনি উঠিল। উভয়পার্শ্বে লোক সরিয়া গিয়া, কাহার জন্য পথ ছাড়িয়া দিল,—চারিদিকেই সহসা এক অসীম গোলযোগ উত্থিত হইল। যুবরাজ ললিত সিংহ আসিতেছেন!

সৈন্য ও সেনানীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, ললিত সিংহ অশ্বারোহণে প্রাসাদে প্রবিষ্ট হইতেছেন,—সহসা কে আসিয়া তাঁহার অশ্বের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল;—প্রহরীগণ ছুটিয়া

গিয়া তাহাকে দূর করিবার প্রয়াস পাইল,—কিন্তু সেটি একটি পাগলিনী। প্রহরীগণ তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া, ললিত সিংহ তাহাদিগকে নিরস্ত হইতে অনুজ্ঞা করিলেন। একে বালিকা, তাহাতে উন্মাদিনী,—আহা, তাহাকে দেখিলে বুক ফাটিয়া যায়! তাহার মুখের দিকে চাহিয়া, ললিত সিংহের হৃদয়ে এক অভিনব ভাবের উদয় হইল।

তিনি অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন। ধীরে ধীরে পাগলিনীর নিকট আসিয়া, তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন,—"তুমি আমার সঙ্গে এস। আজ হ'তে আমি তোমাকে যত্নে রাখিব। আর কেহই পাগল বলিয়া, তোমাকে বিরক্ত করিতে পারিবে না।" পাগলিনী উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল,—সে হাসি আর থামে না। তাহার হাসিতে ললিত সিংহ যেন লজ্জিত হইলেন;—পারিষদগণের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"কেহ ইহাকে লইয়া গিয়া, যত্নে আহারাদি করিতে দিন।" এবার পাগলিনী আর হাসিল না,—অতি গম্ভীরভাবে নিজ মস্তক সাহঙ্কারে উত্তোলিত করিয়া বলিল,—"আমি কে জান?" ললিত সিংহের কথা কহিবার পূর্ব্বেই জনতা হইতে কেহ কেহ বলিয়া উঠিল,—"তুমি কে?" পাগলিনী উত্তর করিল,—"আমি মাড়োয়ারের মহারাণী।" এই কথায় জনতামধ্যে চারিদিকে হাস্যধ্বনি উঠিল। ললিত সিংহ যথার্থই এবার

লজ্জিত হইলেন; আর:এ পাগলের সহিত পাগলামি করা অনুচিত ভাবিয়া, তিনি সত্বর প্রাসাদে প্রবিষ্ট হইলেন।

পাগলিনী কাঁদিয়া উঠিল,—তাহার ক্রন্দনধ্বনি শাণিত ছুরিকার ন্যায় ললিত সিংহের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইল। তিনি চমকিত হইয়া ফিরিলেন। তখন পাগলিনী তাঁহার দিকে নিজ হস্ত উত্তোলিত করিয়া, চীৎকার করিয়া বলিল,—"যেও না,—যেও না,—যেও না।"—তৎপরে সে উন্মাদিনীর ন্যায় নাচিতে নাচিতে জনতার ভিতর ছুটিল। তাহার এই ভয়াবহ ভাব দেখিয়া, লোকে ভয়ে তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিতে লাগিল।—"যত হাসি,—তত কান্না।"—এই কথা চীৎকার করিয়া বলিতে বলিতে সে তীরবেগে ছুটিতেছিল,—তাহার এই বিভীষিকাপূর্ণ শব্দ চারিদিকের বাদ্যোদ্যমকে ডুবাইয়া গগনে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। প্রাসাদদ্বারে ললিত সিংহের কর্ণেও এই শব্দ প্রবিষ্ট হইল। তিনি বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। সকলে পাগলের কথায় হাসিতেছিল,—কিন্তু ললিত সিংহের হৃদয়ে প্রকৃতই এক অভূতপূর্ব্ব ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল; তিনি মনে মনে ভাবিলেন,—"আজ নিশ্চয়ই কি একটা ভয়ানক কাণ্ড ঘটিবে, না হইলে সৌরভ আমার কাঁদিবে কেন?"

দুই পদ অগ্রসর হইয়া যুবরাজ ললিত সিংহ ফিরিয়া

পারিষদদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“এ পাগলিনী কে? ইহাকে আপনারা কি কেহ কখনও দেখিয়াছেন?” এক-জন বলিলেন, “যুবরাজ,—এ ভীলদের ভোমরা।”

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

“ভীলদের ভোম্‌রা!” বলিয়া ললিত সিংহ দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি প্রায় সভা-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়াছিলেন,—কিন্তু তথাচ তথায়ই দণ্ডায়মান হইয়া, পারিষদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“ভীলদের ভোম্‌রা কি?”

যিনি এই কথা বলিয়াছিলেন,—তিনি একসময়ে অনেক দিন আমেদাবাদে ছিলেন। অনেক সময়ে ইনি মহারাণা কর্তৃক দতরূপে নিযুক্ত হইয়া, ভীলদিগের মধ্যে গিয়াছিলেন। তাহাতেই তিনি ভীলদের পূজার স্থান দেবীমন্দিরও দেখিয়াছিলেন,—তথায় তিনি ভ্রমরকেও দেখিয়াছিলেন। ভোম্‌রার বিষয় তিনি যাহা যাহা জানিতেন,—সকলই যুবরাজকে বলিলেন। শুনিয়া ললিত সিংহ চিন্তিত হইলেন;—তিনি বলিলেন,—“এই পাগলিনীকে আমি আর একবার দেখিতে ইচ্ছা করি; আপনারা কেহ গিয়া ইহার অনুসন্ধান করুন।”

কিন্তু অনুসন্ধান করিবার আবশ্যক হইল না। কোথা

হইতে ভ্রমর তীরবেগে ছুটিয়া প্রাসাদে প্রবিষ্ট হইল। সে ছুটিয়া সভাপ্রাঙ্গণে প্রবিষ্ট হইবার উদ্যম করিল। আমোদ উৎসবের মধ্যে রাজসভায় ছিন্ন-বসনা উন্মাদিনীকে প্রবেশ করিতে দিবে না বলিয়া, প্রহরীগণ তাহাকে প্রতিবন্ধক প্রদান করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছিল; তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহারা প্রায় বিশ তিরিশ জন ছুটিয়া আসিল, কিন্তু কেহই তাহাকে ধরিয়া রাখিতে সক্ষম হইল না।

পাগলিনীর শরীরে অসীম বল। প্রহরীগণ কেহ তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে প্রয়াস পাইলে, সে এমনই সবলে তাহাকে ধাক্কা মারিতেছে যে, তাহারা দূরে দূরে নিক্ষিপ্ত হইতেছে ৫।৭ জনে আসিয়া তাহার হস্ত ধারণ করিলেও, সে অনায়াসে তাহাদের হস্ত মুক্ত হইয়া পলাইতেছে। যখন সভাপ্রাঙ্গণের প্রান্তভাগে দণ্ডায়মান হইয়া, ললিত সিংহ পারিষদকে পাগলিনীর অনুসন্ধান করিতে বলিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে তাঁহার পশ্চাতে পাগলিনীর সহিত প্রহরীগণের এইরূপ বাহুদ্বন্দ্ব হইতেছিল, সুতরাং বলা বাহুল্য, এই ব্যাপারে চারিদিকে একটা ভয়ানক গোল উঠিল।

ললিত সিংহের হৃদয় আজ ভয়ে পূর্ণ; তিনি সহসাই গোলের কারণ স্থির করিতে না পারিয়া, সত্বরপদে সভামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মহারাণা বলিলেন, "ললি

সিংহ, বাহিরে কিসের গোল?" ললিত সিংহ গোলের কারণ কিছুই জানিতেন না, বলিলেন,—"আমি ইহার কারণ অবগত হইবার জন্য লোক পাঠাইয়াছি।" তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে, তীরবেগে প্রহরীগণের হস্ত মুক্ত হইয়া ভ্রমর সভামধ্যে প্রবিষ্ট হইল। সে ছুটিয়া গিয়া একেবারে মহারাণার সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়াইল, তৎপরে তালি দিয়া নাচিতে নাচিতে বলিল, "সরে যাও, সরে যাও,—আমি মাড়োয়ারের মহারাণী।"

সহসা পথিমধ্যে কালসর্প দেখিলে, পথিক যেরূপ চমকিত হইয়া উঠে,—সহসা সম্মুখে বজ্রপাত হইলে মানুষের যেরূপ ভাব হয়,—সহসা অলক্ষিত তীর আসিয়া হৃদয়ে বিদ্ধ হইলে যে ক্লেশ জন্মে,—পাগলিনীকে দেখিয়া কুমার সিংহেরও ঠিক সেইরূপ ভাব হইল। তিনি বসিয়াছিলেন,—একেবারে লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আপনা আপনি তাঁহার হস্ত তাঁহার পার্শ্বে বিলম্বিত কৃপাণে পড়িল;—তিনি কোষ হইতে তরবার প্রায় অর্দ্ধ-নিষ্ক্রান্ত করিলেন। সহসা পরম শত্রুকে সম্মুখে দেখিলে, আত্মরক্ষার জন্য মানুষ স্বভাবতঃ যাহা করে,—কুমার সিংহও ঠিক তাহাই করিলেন।

কেবল ইহাই নহে। তাঁহার বোধ হইল, যেন বালিকা তাঁহার হৃদয়ে ছুরিকাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে;—তিনি

যেন সহসা তাঁহার চক্ষের উপর শাণিত ছুরিকা ঝকিতে দেখিলেন;—মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার আত্মজ্ঞান বিলুপ্ত হইল একদিন দাক্ষিণাত্যে নিদ্রিতাবস্থায় তিনি যে স্বপ্ন দেখিয়া ছিলেন;—আজ জাগ্রত অবস্থায়ও সেই স্বপ্ন দেখিলেন। যে বালিকার ছায়া মাত্র দেখিয়া, তিনি ভয়ে কাপুরুষের ন্যায় শিবির পরিত্যাগ করিয়া, দূর মাড়োয়ারে পলায়ন করিয়া ছিলেন,—সেই বালিকা আজ তাঁহারই উৎসব-দিনে তাঁহারই প্রাসাদে তাঁহারই সম্মুখে উপস্থিত। সে, যে বেশেই থাকুক না কেন,—তিনি ইহজীবনে কি আর কখন সে মুখ ভুলিতে পারিবেন!

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

কুমার সিংহ আত্মবিস্মৃত হইলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে কুমার সিংহ অসি উন্মোচন পূর্ব্বক বালিকার মস্তক লক্ষ্য করিয়া তরবার উত্তোলিত করিলেন;—সম্মুখে নারী-হত্যা হয় দেখিয়া, চারি দিকের লোকগণ হাহাকার করিয়া উঠিল। সকলে ভীত বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। বৃদ্ধ মহারাণা "কি সর্ব্বনাশ!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন;—চারিদিকে মহা কোলাহল পড়িল।

কিন্তু কুমার সিংহের তরবার পাগলিনীর মস্তকে পড়িল না। আর একখানি কৃপাণে পতিত হইয়া, উভয় কৃপাণ সংঘর্ষিত হইয়া, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উদ্গীরণ করিল। নিমেষমধ্যে ললিত সিংহ নিজ কৃপাণ উন্মোচন করিয়া, কুমার সিংহের উত্থিত কৃপাণের গতিরোধ করিয়াছিলেন। যাহাদের উভয়ে এত সদ্ভাব—কয়েক দিন পূর্ব্বে যাহারা প্রকাশ্য দরবারে উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করিয়াছেন,—আজ তাঁহারাই দুই জন প্রকাশ্য সভামধ্যে, বৃদ্ধ মহারাণার সম্মুখে, তাঁহারই সিংহাসনের পার্শ্বে, উভয়ে উভয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত;—উভয়ে উন্মুক্ত কৃপাণহস্তে দণ্ডায়মান। ভ্রমর, ছুটিয়া গিয়া ললিতের হৃদয়ে আশ্রয় লইয়াছিল;—তাঁহার হৃদয়ে মুখ লুকাইয়া, সে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল। ললিত সিংহ বামহস্তে তাহাকে বেষ্টন করিয়া, দক্ষিণ হস্তে তরবার ধারণ করিয়া, যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণই প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

এই উৎসব দিনে তাঁহাদের উভয়েরই এই ভাব দেখিয়া, সভাস্থ ব্যক্তিগণ স্তম্ভিত হইলেন; সকলেই নীরব ও নিস্তব্ধ,—কাহারও মুখে একটি কথা নাই। অবশেষে ললিত সিংহ কথা কহিলেন;—বলিলেন, "কাকা, এই বালিকাকে আশ্রয় প্রদান করিতে আমি অঙ্গীকৃত হইয়াছি। বিশেষতঃ, এ উন্মাদিনী,—অতি দুঃখিনী,—ভিখারিণী;—ইহার উপর আপনার এত

ক্রোধ কেন? আজ উৎসবের দিনে এ এই সভাপ্রাঙ্গণে আসিয়া, আমোদের ব্যতিক্রম ঘটাইয়াছে বলিয়া যদি ইহার উপর এত বিরক্ত হইয়া থাকেন, তবে ইহাকে অন্যত্র প্রেরণ করিলেই হইত। এ পাগলিনী,—এ ভাল মন্দ কিরূপে বুঝিবে?”

মহারাণাও বিস্মিত হইয়া বলিলেন, “কুমার, তোমাকে তো আমি কখনও আত্মবিস্মৃত হইতে দেখি নাই। তুমি এখনই নারীহত্যা করিয়া, মাড়োয়ারের পবিত্র ক্ষত্রিয়বংশে কলঙ্ক আরোপিত করিতেছিলে?” কুমার সিংহের বদন লজ্জায় রক্তিমাভ ধারণ করিল, তিনি ধীরে ধীরে তরবার কোষে রাখিয়া বলিলেন, “পিতঃ, আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আজ আমি যে কি করিয়াছি, তাহা আমি জানি না। এক্ষণে লজ্জায় লোকসমাজে আমার মুখ দেখাইতে ক্লেশ হইতেছে।” তৎপরে তিনি সভাস্থ ব্যক্তিগণের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—“আপনাদের সকলের নিকটই আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।”

তখনও ভ্রমর, ললিতের হৃদয়ে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেছিল, ললিত সিংহ বলিলেন,—“মহারাজ, যদি অনুমতি হয়, তবে আমি এই পাগলিনীকে লইয়া অন্যত্র যাই। এ এখানে থাকিলে, আজ আমোদের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে।” কু-

মহারাণা ভাবিলেন, ললিত সিংহ সভা পরিত্যাগ করিলে, আমোদের যথেষ্ট ব্যতিক্রম ঘটিবে। সকলেই ভাবিবে,—নিশ্চয়ই কুমার সিংহ ও ললিত সিংহের হৃদয়ের আর পূর্ব্ব-সদ্ভাব নাই। তাহাতেই তিনি সকলকে পূর্ব্বের ন্যায় আমোদে নিরত রাখিবার জন্য, পাগলিনীর ভার স্বয়ংই লইতে ইচ্ছুক হইলেন; হাসিয়া বলিলেন, "আমার ঠিক মনে আছে, পাগলিনী বলিয়াছে,—পাগলিনী মাড়োয়ারের মহারাণী। সুতরাং মাড়োয়ারের মহারাণী মাড়োয়ারের সিংহাসনেই বসিবে। এস, মহারাণি, তুমি আমার পার্শ্বে বসিয়া আজ কুমার সিংহের উৎসব দেখ।" মহারাণার রসিকতা;—তাহাতে হাসি না পাইলেও হাসিতে হইবে; সুতরাং মহারাণার কথায় সকলেই হাসিতে লাগিলেন।

ভ্রমর, ধীরে ধীরে ললিত সিংহের হৃদয় হইতে মুখ তুলিল, ধীরে ধীরে মুখ ফিরাইয়া মহারাণার দিকে চাহিল;—তৎপরে অতি ধীর-পাদক্ষেপে সিংহাসনে যাইয়া, মহারাণার পার্শ্বে উপবিষ্টা হইল। তখন মহারাণা তাহাকে আদর করিয়া বলিলেন,—"ব'সো, তুমি আমার পাশে বসে থাক,—কিন্তু দেখো, গোলমাল ক'রো না। তা হ'লে সকলে তোমাকে নিন্দা করিবে।" তৎপরে মহারাণা ধীরে ধীরে ভ্রমরের চিবুক ধারণ করিয়া, তাহার মুখ উত্তোলিত করিলেন;—তৎপরে

জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" ভ্রমর কহিল,—"তুমি আমাকে চিন্তে পার্‌চো না? আমি যে মাড়োয়ারের মহারাণী।" পাগলিনীর কথায় সকলে হাসিয়া উঠিলেন; মহারাণাও লজ্জিত হইলেন, বলিলেন,—"তোমার নাম কি?" পাগলিনী বলিল,—"ভীলদের ভোম্‌রা।"

তৎপরে সে গান ধরিল;—

"কেঁও রোদিয়া নীরবে,—পেয়ারে,
বধুয়া রোদিয়া নিকুঞ্জ মাঝারে।
আও আও আও লো, চল্ চল্ চল্ লো,
বাঁশরী বাজত—বোলাতিয়া সইরে।"

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

পিঞ্জরাবদ্ধ বন্দীর নিকট সেই পিঞ্জরে বৃশ্চিক ছাড়িয়া দিলে সে যেমন যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতে থাকে, ভ্রমরের নিকট বসিয়া কুমার সিংহেরও ঠিক সেইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। তিনি একবার এদিকে ফিরিতেছেন, একবার বা ওদিকে ফিরিতেছেন;—তিনি সম্মুখস্থ গায়িকার গানে মনোনিবেশ করিবার প্রয়াস পাইতেছেন,—তিনি চারিদিকস্থ আমোদপ্রমোদে মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছেন,—কিন্তু কিছুতেই যে তিনি হৃদয়কে স্থির করিতে পারিতেছেন না!

যে দিন তিনি মহারাণা হইবার ইচ্ছায় অতি ভয়াবহ কার্য্য সাধনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন,—ঠিক সেই দিনই যেন তাঁহার ভবিষ্যৎ তাঁহাকে স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দিবার জন্য, পাগলিনী তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন! তিনি ভ্রমরকে মন্দিরে এ বেশে দেখেন নাই; তাই শত সহস্রবার মনকে বলিতে লাগিলেন, –"বোধ হয়, এ পাগলিনী সে মায়াবিনী বালিকা নহে। বোধ হয়, তিনি কেবল কল্পনায় চারিদিকে বিভীষিকার সৃষ্টি করিতেছেন! সে কেমন করিয়া দূর মাড়োয়ারে আসিবে? যদিও বা আসিল, তবে সে পাগল হইল কবে! না, –এ সে নয়।" এই ভাবিয়া কুমার সিংহ, ভ্রমরকে ভাল করিয়া দেখিবার জন্য প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু তাহার দিকে চাহিতে তাঁহার সাহস হইল না।

ক্রমে তাঁহার অসহ্য হইল। সে যাতনা অসহনীয়। কল্পনায় যে বিভীষিকা সৃষ্ট হয়, তাহার ন্যায় ভয়াবহ বিভীষিকা আর নাই। তিনি সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তৎপরে মহারাণাকে বলিলেন,—"মহারাজ, অনুমতি হয়ত দাস বিদায় হইতে পারে। আজ সহসা আমি বড়ই অসুস্থ হইয়াছি। আমি আর বসিতে পারিতেছি না।" পুত্রের চঞ্চল ভাব দেখিয়া, মহারাণাও ভীত হইয়াছিলেন; তিনি ভাবিলেন,—"অত্যধিক পরিশ্রমে কুমার সিংহ অসুস্থ হইয়াছেন। একটু

বিশ্রাম করিলে নিশ্চয়ই সুস্থ হইতে পারিবেন।" তাহাতেই তিনি বলিলেন, "যাও,—কয় দিন ধরিয়া বিশেষ পরিশ্রম করিতেছ,—বিশ্রাম করিলে সুস্থ হইতে পারিবে।" অনুমতি পাইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে কুমার সিংহ সভাপ্রাঙ্গণ পরিত্যাগ করিলেন; তিনি ভাবিলেন, তিনি স্বাভাবিক ভাবে চলিয়া গেলেন, কিন্তু সভাশুদ্ধ লোক দেখিল, তিনি উদ্ধশ্বাসে পলাইলেন। প্রকৃতই তিনি তাঁহার পশ্চাতে শত শত বিভীষিকা দর্শন করিতেছিলেন।

তিনি যেই সভা-প্রাঙ্গণ পরিত্যাগ করিলেন, অমনি পাগলিনী ভ্রমরও লম্ফ দিয়া সিংহাসন পরিত্যাগ করিল। এতক্ষণ সে নীরবে কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় সিংহাসনের উপরে উপবিষ্টা ছিল, সহসা সে চীৎকার করিয়া তীরবেগে সভাপ্রাঙ্গণ হইতে বাহিরে ছুটিল। সে অনৈসর্গিক চীৎকারে "করো না,—করো না" বলিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে জনতার ভিতর অদৃশ্য হইল। তাহার এই বিভীষিকা-পূর্ণ চীৎকারধ্বনি সমস্ত প্রাসাদের প্রতি গৃহে যেন ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

ভীত হইয়া গায়িকা গাহিতে গাহিতে নীরব হইল। বাদক বাজাইতে বাজাইতে স্তম্ভিত হইল। সভাশুদ্ধ লোক ভীত ও বিস্মিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। যেখানে কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে গান বাজনা, আমোদ প্রমোদের উচ্চ কোলাহল উত্থিত হইতে

ছিল, পাগলিনীর চীৎকারে সহসা তথায় যেন গভীরতম নিস্তব্ধতা আসিয়া চারিদিক আবরিত করিল।

প্রথমে মহারাণা কথা কহিলেন ; তিনি বলিলেন,—"আজ আমোদপ্রমোদ যথেষ্ট হইয়াছে ; এক্ষণে বোধ হয় আমাদের সকলেরই বিশ্রাম করা কর্ত্তব্য ;—আজিকার মত সভা ভঙ্গ হউক।" সকলেরই মনে আজি এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়াছিল,—সকলেই নিজ নিজ আলয়ে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। মহারাণার অনুমতি পাইয়া, সকলেই যথাসম্ভব শীঘ্র সভাপ্রাঙ্গণ পরিত্যাগ করিলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

মহারাণা ও যুবরাজ উভয়েরই আজ রাজা কুমার সিংহের প্রাসাদে রাত্রি যাপনের কথা ; কারণ, কল্য অতি প্রত্যূষ হইতেই আবার আমোদপ্রমোদ আরম্ভ হইবে। তাহাতেই সভাপ্রাঙ্গণ পরিত্যাগ করিয়া মহারাণা ও ললিত সিংহ উভয়ে তাহাদের নির্দ্দিষ্ট শয়ন-গৃহাভিমুখে চলিলেন। তাঁহাদের পশ্চাতে দূরে দূরে কয়েক জন পারিষদ ও কতকগুলি প্রহরী চলিল।

উভয়েই উভয়ের চিন্তায় নিমগ্ন। ললিত সিংহের হৃদয়ের

ভাব আমরা জানি; মহারাণা নিজ হৃদয় হইতে ভয় চিন্তাকে দূর করিবার ইচ্ছা করিয়াও তাহা পারিতেছেন না তাঁহার হৃদয় হইতেও আমোদপ্রমোদ অন্তর্হিত হইয়াছে। কেহ কোন কথাই কহিতেছেন না,—মহারাণা ও ললিত সিংহ উভয়েই নীরবে চলিয়াছেন।

অবশেষে ললিত সিংহ কথা কহিলেন; পাছে পশ্চাৎ পারিষদগণ শুনিতে পায়, এই ভয়ে তিনি অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, "মহারাজ, যদি অনুমতি হয়, তবে আমি প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করি।" মহারাণা, ললিত সিংহের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কেন?"

"আপনার নিকট হৃদয়ভাব গোপন করিব না। আজ এই প্রাসাদে রাত্রিযাপন করিতে আমার বড় ভয় হইতেছে।"

"এ কথা শুনিলে লোকে হাসিবে।"

"আমি অনেক চেষ্টায়ও হৃদয়কে বুঝাইতে পারিতেছি না। আমাকে যাইতে অনুমতি দিন্।"

"ললিত, সত্য কথা বলিতে কি,—আমারও মনের অবস্থা তত ভাল নহে। কিন্তু আমরা কোন মতেই আজ এ প্রাসাদ পরিত্যাগ করিতে পারি না। তাহা হইলে লোকে অনেক কথা রটাইবে;—বিশেষতঃ, কুমার সিংহও হৃদয়ে বড় ক্লেশ পাইবে। বৎস, আমরা ক্ষত্রিয়, আমাদের হৃদয়

ভয়কে স্থান দেওয়া বড়ই লজ্জার বিষয়। যাহা নিয়তির লিখন, তাহা ঘটিবেই ঘটিবে ;—ভয় করিয়া কাপুরুষতা প্রকাশ করিব কেন?”

ললিত সিংহ আর কোন কথা না কহিয়া, নীরবে বৃদ্ধ মহারাণার অনুগামী হইলেন। আবার বহু প্রকোষ্ঠের মধ্য দিয়া তাঁহারা নীরবে চলিলেন ;—তৎপরে তাঁহারা দুইটি সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠ-সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। এক-জন পারিষদ অগ্রবর্ত্তী হইয়া সসম্ভ্রমে কহিলেন, “মহারাজ, যুবরাজের জন্য এই প্রকোষ্ঠ সজ্জিত আছে।”

মহারাণা, ললিতকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিলেন, “যাও, ললিত সিংহ, শয়ন কর। মা সর্ব্বমঙ্গলা তোমাকে নিরাপদে রাখুন।” ললিত সিংহ, মহারাণার দিকে সরিয়া গিয়া আবার অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, “মহারাজ, আমাকে ফিরিয়া প্রাসাদে যাইতে অনুমতি করুন।” মহারাণা কেবলমাত্র বলিলেন, “এ কার্য্য অসম্ভব।”

“তবে আমাকে এ গৃহে শয়ন করিতে অনুজ্ঞা করিবেন না। অনুমতি করুন, আমি অন্যত্র গিয়া শয়ন করি।”

মহারাণা, ললিতকে চিরকালই ভীরু ও ভালমানুষ বলিয়া জানিতেন ; তিনি সাদরে তাঁহার পৃষ্ঠে হস্ত সংস্থাপন করিয়া হাসিয়া বলিলেন,—“তোমার যদি এ গৃহে শয়ন করিতে এত

ভয় করে, তুমি আমার গৃহে শয়ন কর। আমার গৃহের দ্বারে প্রহরীগণ প্রহরায় নিযুক্ত থাকিবে;—সুতরাং তোমার আর ভয়ের কোন কারণ থাকিবে না। আর আমি তোমার গৃহে শয়ন করিব।”

ললিত সিংহ লজ্জিত হইলেন; বলিলেন,—“মহারাজ, আর ভয় নাই। আমি হৃদয় হইতে ভয়কে দূর করিয়াছি। আমিও এই গৃহে শয়ন করিব।” মহারাণা, ললিত সিংহের কথার উত্তর না দিয়া পশ্চাতস্থ পারিষদগণকে বলিলেন, “আপনারা এক্ষণে বিশ্রাম করিতে যাইতে পারেন। রাজকার্যসম্বন্ধে আমি এক্ষণে যুবরাজের সহিত কথোপকথন করিব, পরে শয়ন করিব। আর আপনাদের থাকিবার আবশ্যক নাই।” অনুমতি পাইয়া পারিষদগণ প্রস্থান করিলেন; কেবল দুই জন মাত্র মহারাণার শরীররক্ষক প্রহরী দূরে দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রহরায় নিযুক্ত রহিল। তখন মহারাণা, ললিত সিংহকে বলিলেন, “ললিত সিংহ, যাও ঐ গৃহে গিয়া শয়ন কর।”

ললিত সিংহ বলিলেন, “মহারাজ, আমি এই গৃহেই শয়ন করিব।”

“না। মাড়োয়ারের মহারাণার আজ্ঞা—ঐ গৃহে গিয়া তুমি শয়ন কর। আমি আজ তোমার গৃহে শয়ন করিব।”

ললিত সিংহ আর কথা কহিলেন না,—সসম্ভ্রমে মস্তক

অবনত করিয়া, নীরবে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন মহারাণা প্রহরীদ্বয়কে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা ঐ গৃহের দ্বারে প্রহরায় নিযুক্ত থাক। আমার গৃহের দ্বারে থাকিবার আবশ্যক নাই।" তাহারাও নীরবে মস্তক অবনত করিয়া, মহারাণার অনুজ্ঞাপালনে প্রস্থান করিল।

মহারাণা ধীরে ধীরে প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন; চারিদিক বিশেষ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলেন;—দেখিলেন, গবাক্ষ সকল রুদ্ধ, কাহারও কোথা হইতে গৃহে প্রবেশের সুবিধা নাই। কিন্তু ইহাও দেখিলেন, পার্শ্বে একটি দ্বার আছে, সেই দ্বার অপর দিক হইতে বদ্ধ। যাহা হউক, গৃহ-মধ্যে ভয়ের কোনই কারণ না দেখিয়া, বৃদ্ধ মহারাণা ধীরে ধীরে শয়ন করিলেন; ভাবিলেন,—"ভয়ের কোনই কারণ নাই, অথচ ভয় হইতেছে। বোধ হইতেছে, যেন আজ কি একটা ভয়ানক কাণ্ড ঘটিবে। নিয়তির লিখন অবশ্য ঘটিবে, তাহার গতিরোধ করে কে? যদি মরিতে হয়, তবে আমারই মরা ভাল; কারণ, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। ললিত সিংহের মৃত্যু হইলে, মাড়োয়ারের সর্ব্বনাশ হইবে। মরিবার কথাই বা ভাবি কেন? মারিবে কে?—এই প্রাসাদমধ্যে আসিয়া কে আমাদিগকে হত্যা করিতে সক্ষম?" এইরূপ আরও নানারূপ ভাবিতে ভাবিতে মহারাণা নিদ্রিত হইলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

স্পন্দিত-হৃদয়ে চারিদিকে সভয়ে চাহিতে চাহিতে কুমার সিংহ নিজ শয়নগৃহাভিমুখে যাইতেছিলেন; তাঁহার বোধ হইতেছিল, যেন কে তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিয়াছে; —তাঁহার কর্ণে যেন কাহার পদশব্দ শ্রুত হইতেছিল;—কিন্তু আজ মাড়োয়ারের সেনাপতির পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিতে সাহস নাই। আজ তিনি অন্ধকারে কম্পিত হইয়া উঠিতেছিলেন।

সম্মুখে গৌরব। গৌরব স্বামীকে দেখিয়া বলিলেন, "এ কি, এত শীঘ্র যে তুমি চলিয়া আসিয়াছ? মহারাণা ও ললিত সিংহ কোথায়?" কুমার সিংহ কম্পিতস্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "গৌরব, এ কাজ আমার দ্বারা হইবে না।" গৌরব স্বামীর এই কথা শুনিয়া ক্রোধে উন্মত্তাপ্রায় হইলেন, তাঁহার চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল; কিন্তু তিনি অতি কষ্টে হৃদয়ের ভাব গোপন করিয়া বলিলেন, "কেন?"

"কেন? ললিত আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, ললিত আমাকে পিতার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করে। তাহার কোনই দোষ নাই, সকলই গুণ। সে মাড়োয়ারের গৌরব।"

"তুমি মাড়োয়ারের সেনাপতি হইবার উপযুক্ত নও। ললিত সিংহ মহারাণা হইলে, তুমি ভাট হইও।"

"গৌরব, রাগ করিও না। ভাবিয়া দেখ, সে আজ আমার অতিথি।"

"তোমার মত কাপুরুষের মুখ দেখিতে আর আমার ইচ্ছা নাই।"

এই বলিয়া ক্রোধে গরবিণী গৌরব, তথা হইতে প্রস্থানে উদ্যত হইলেন;—দেখিয়া কুমার সিংহ সত্বর তাঁহার হস্ত ধরিলেন; তৎপরে বলিলেন, "কেবল তাহাই কারণ নহে। আমি যে মন্দিরের শ্রুত কথায় বিশ্বাস করিয়া মাড়োয়ারের অধিপতি হইবার আশা করিতেছি, সেই মন্দিরের আর একটি কথা আমাকে তেমনই এ কার্য্য হইতে সাবধান করিয়া দিতেছে। গৌরব, সে মেয়ে মাড়োয়ারে আসিয়াছে;—অন্য কথা কি? রাজসভায় সে আমার নিকট পর্য্যন্ত আসিয়াছিল, তাহারই হস্তে আমার মরণ হইবে।"

"ভীলদের ভোম্‌রা—তারই এত ভয়! হা, হা, হা!" এই বলিয়া গৌরব উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন,—সে হাসির সহিত ব্যঙ্গ, শ্লেষ ও ঘৃণা মিশ্রিত। সে হাসিতে কুমার সিংহের হৃদয়ে যে ভাব হইল, তাহার বর্ণনা হয় না। তিনি বলিলেন, "গৌরব, আমি কাপুরুষ নই;—মানুষে যাহা করিতে সক্ষম, আমি তাহার সকলই করিতে সাহস করি।"

"বটে! তুমি এত বড় বীর! তা আমি জানিতাম না।

যে একটা সামান্য পাগলের ভয়ে চারিদিকে বিভীষিকা দেখে, সে যে এত বড় একটা বীর, তাহা আমি জানিতাম না।”

“ঐ পাগলের হাতেই আমাকে মরিতে হইবে।”

“মরিতে এত ভয়? তুমি কেমন করিয়া এত যুদ্ধ জিতিয়াছ, তাহা আমাকে বলিতে পার?”

“গৌরব, তুমি আমাকে পাগল করিবে?”

“কেন? আমি কে, যে আমার কথায় তোমার ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে?”

কুমার সিংহ ক্ষিপ্ত হস্তীর ন্যায় নীরবে সেই প্রকোষ্ঠমধ্যে পদচারণ করিতে লাগিলেন। গৌরব, দূরে দাঁড়াইয়া প্রজ্বলিত নয়নে তাঁহাকে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। অবশেষে বহুক্ষণ পরে তিনি ধীরে ধীরে স্বামীর নিকট আসিয়া বলিলেন, “নাথ! তোমার কোনই ভয় নাই। তুমিই মাড়োয়ারের মহারাণা হইবে। আজ হৃদয়কে একটু বলীয়ান্ করিলে, আমাদের পথের কণ্টক দূর হয়। এতো সামান্য কাজ। তুমি কত লোকের শোণিতের উপর বেড়াইয়াছ,—তুমি ভয় পাইতেছ!—আর আমি কখনও রক্তপাত দেখি নাই বটে, কিন্তু আমিও অনায়াসে এ কাজ শেষ করিতে পারি।”

কুমার সিংহ কোন কথা কহিলেন না, পূর্ব্বের ন্যায় নীরবে পদচারণ করিতে লাগিলেন। তখন আবার গৌরব আদর

স্বামীর হাত ধরিয়া বলিলেন.—"আর সে পাগ্লীর জন্য তোমায় ভয় পাইতে হইবে না। পাগ্লী অন্তঃপুরে আসিয়াছিল,—আমি তাহাকে সখীদিগের নিকট রাখিয়াছি। আর তাতেও যদি তোমার ভয় না দূর হয়, তবে পাগলিনীকে হত্যা করিতে কতক্ষণ?"

কুমার সিংহ পদচারণ করিতেছিলেন,—সহসা দণ্ডায়মান হইলেন। কিয়ংক্ষণ গৌরবের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে বলিলেন, "কি বলিলে, সেই বালিকা তোমার সখী-দিগের নিকট আছে?" গৌরব হাসিয়া বলিলেন, "নাথ, তুমি কি ক্রমে বধির হইতেছ?"

"আজ সমস্ত রাত্রি থাকিবে?"

"থাকিবে না তো যাইবে কোথায়?"

"এই তো সুবিধা। ইহাকে হত্যা করিলেই তো আমার সকল ভয় কাটিয়া যায়, তাহা হইলেই তো আমি নিরাপদ হইলাম। তখন আর আমার সিংহাসন ক্লেশকর করিবার কেহই থাকিল না, গৌরব।"

"দাসী চরণে।"

"এ কার্য্য করিব,—দুই কাজই আজ রাত্রে শেষ করিতে হইবে। তুমি যাও, দেখো, যেন সে বালিকা কোন মতে হাতছাড়া না হয়।"

"নাথ, সে যাইবে কোথায় ?"

"তবুও তুমি যাও, সাবধানে কোন ক্ষতি নাই। আমি চলিলাম,—এতক্ষণে বোধ হয়, মহারাণা ও ললিত সিংহ উভয়েই নিদ্রিত হইয়াছেন।"

"যাও, ঈশ্বর তোমার হৃদয়ে বল দিন।"

"ঈশ্বর কেন? ঈশ্বর আর নাই। পিশাচগণ আসিয়া এক্ষণে আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠান করুক।"

এই বলিয়া কুমার সিংহ উন্মত্তের ন্যায় সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। গরবিণী গৌরব কিয়ংক্ষণ তথায় দাঁড়াইয়া কি ভাবিলেন; তৎপরে বলিলেন,—"তোমায় বিশ্বাস নাই। যতক্ষণ না কাজ শেষ হয়, ততক্ষণ তোমার পাশে থাকিব। আমি পাশে না থাকিলে তুমি বালকেরও অধম।" এই বলিয়া গৌরবও সে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গেলেন।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

নিশীথ রাত্রি। সমস্ত প্রাসাদে গভীরতম নিস্তব্ধতা অধিষ্ঠিত। আজ সেই নিস্তব্ধতা যেন আরও অধিক গভীরতম হইয়াছে। পূর্ব্বে যথায় কেবলই কোলাহল ও কেবলই আনন্দধ্বনি উঠিতেছিল, এক্ষণে তথায় আর কোনই শব্দ নাই। কেবল

দূরে দূরে নিস্তব্ধতাকে যেন জাগরিত করিয়া, প্রহরিগণের পদশব্দ শ্রুত হইতেছে।

অন্ধকারে কুমার সিংহ অতি সাবধানে প্রকোষ্ঠ হইতে প্রকোষ্ঠান্তরে যাইতেছেন। অন্ধকারে ক্ষুধার্ত্ত সিংহের চক্ষু যেরূপ জ্বলিতে থাকে, কুমার সিংহের চক্ষুও ঠিক সেইরূপ জ্বলিতেছে। তাঁহার হস্তে একখানি শাণিত ছুরিকা,—অন্ধকারে ছুরিকাও জ্বলিতেছিল। তাহার মুখের দিকে চাহিবার যো নাই। তথায় যেন জগতের সমস্ত ভয়াবহ ভাবের সমাবেশ হইয়াছে।

সহসা তিনি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন;—তাঁহার মস্তক হইতে পদাঙ্গুলি পর্য্যন্ত বাত্যাতাড়িত বংশপত্রের ন্যায় প্রকম্পিত হইতে লাগিল,—মস্তকের কেশ সকল মস্তকোপরি সজারুর কণ্টকের ন্যায় উত্থিত হইল। তাহার চক্ষু বিস্ফারিত হইল, হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইতে লাগিল। তিনি কম্পিতস্বরে বলিলেন,—"এই যে সেই ছুরিকা! আর ডরি না! কুমার সিংহের হৃদয়ে আর ভয় নাই!—এই যে আবার! ঠিক যেন আমার চক্ষের উপর ছুরিকা নাচিতেছে! আয়, আজ তোরই দ্বারা আমার অভীষ্ট সিদ্ধ করিব। ধরিতে গেলে ধরা যায় না! সরিয়া যায়! আমি এমনই কাপুরুষ যে, বালকের ন্যায়, শিশুর ন্যায়, চারিদিকে বিভীষিকা দেখিতেছি! আজ আর টলিব না, আজ আর কুমার সিংহ নাই; কুমার সিংহ

রাক্ষস হইয়াছে! মাড়োয়ারের মহারাণা! মাড়োয়ারের মহারাণা হইবার জন্য শত সহস্র ললিত সিংহকে হত্যা করিতে পারা যায়!" এই বলিয়া কুমার সিংহ সত্বরপদে পিশাচের ন্যায় অতি সাবধানে ললিত সিংহের শয়ন-গৃহাভিমুখে চলিলেন।

সম্মুখে দ্বার। এই দ্বার উন্মুক্ত করিলেই তৎপশ্চাতে শয়নগৃহ। তথায় নিশ্চিন্তমনে ললিত সিংহ নিদ্রা যাইতেছেন। খুল্লতাতের গৃহে তাঁহার ভয় কি? দ্বারের নিকট দণ্ডায়মান কুমার সিংহের কর্ণে তাঁহার নিশ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ আসিতেছে।

কুমার সিংহ দ্বার উন্মোচন করিলেন। দেখিলেন, গৃহে আলোক স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে,—তথায় অন্ধকার ও আলোক মিশিয়া এক অভিনব ছায়ার সৃষ্টি করিয়াছে। তাহাতে সকল দ্রব্যই দেখা যায়, অথচ কোনটিই ভাল করিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না! তিনি দেখিলেন, পর্য্যঙ্ক-উপরে ললিত সিংহ, বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ—মস্তক হইতে পদ পর্য্যন্ত, আবরিত করিয়া, সুখে নিদ্রা যাইতেছেন।

কুমার সিংহ দাঁড়াইলেন। হস্তস্থ ছুরিকা অতি দৃঢ়রূপে ধারণ করিলেন,—সে দৃশ্য দেখিয়া, তাঁহার হৃদয়ের সকল শক্তি যেন ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইতে আরম্ভ করিল। কেমন করিয়া হত্যা করিবেন! তিনি ক্ষত্রিয়, তিনি বীর, তিনি

মাড়োয়ারের অজেয় সেনাপতি, তিনি কেমন করিয়া ঘোর কাপুরুষের ন্যায় নিদ্রিত ভ্রাতুষ্পুত্রের হৃদয়ে ছুরিকা বসাইলেন? অতি নীচ ঘাতুক যে, সেও এরূপ কার্য্য করিতে দ্বিধা করে।

এ কার্য্য তো ঘাতুকের দ্বারাও হইতে পারিত। না, তাহা হইলে যদি কখনও প্রকাশ হয়। তিনি যে এই আমোদ উৎসবের দিনে তাঁহার নিজের পুত্রসম ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করিয়াছেন, ইহা কাহারও হৃদয়ে উদিত হইবে না। কোন ক্রমে এ কাণ্ড প্রকাশ হইলে, মাড়োয়ারের "ঠাকুরগণ" কখনই তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিবেন না; তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে মাড়োয়ার সিংহাসনে অধিষ্ঠান করাও সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া পড়িবে। এ কাজ করিতে হইলে, স্বহস্তে ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

কুমার সিংহ অতি দৃঢ়রূপে ছুরিকা ধারণ করিলেন। তৎপরে ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্র যেরূপ তাহার শিকারের প্রতি ভয়াবহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তিনিও ললিত সিংহের প্রতি ঠিক তেমনই ভয়াবহ দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত করিলেন। তখনও ললিত সিংহ নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা যাইতেছে, তাঁহার নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ ভিন্ন আর কিছুই শুনিতে পাওয়া যায় না।

কিন্তু গৃহে প্রবেশ করিতে যাইয়া, তিনি পারিলেন না।

সহসা তিনি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন; পরে বলিলেন, "না,—এ কাজ আমার দ্বারা হইবে না। কাজ নাই আমার মাড়োয়ার সিংহাসন।" এই বলিয়া তিনি সত্বর তথা হইতে পলাইলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

অমনি কে তাঁহার হাত ধরিল। কুমার সিংহ চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিলেন, পার্শ্বে গৌরব। সহসা সর্পের গায় হাত পড়িলে, সেই সর্প যেরূপ শীতল বলিয়া বোধ হয়, কুমার সিংহেরও বোধ হইল, যেন, গৌরবের গা আজ ঠিক সেইরূপ শীতল। সহসা সম্মুখে বিভীষিকাময় ভীষণ দৃশ্য দেখিলে যেরূপ ভাব হয়, লাবণ্যময়ী গৌরবকে দেখিয়া, কুমার সিংহেরও আজ ঠিক সেইরূপ হইল। তিনি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন।

গৌরব বলিলেন, "কাজ শেষ হইয়াছে?" এই কথা কয়টি তাঁহার ওষ্ঠ হইতে এমনই ভাবে উত্থিত হইল যে, কুমার সিংহ ভাবিলেন, যেন তাঁহার কর্ণের নিকট সর্পে গর্জ্জিল; তিনি ভীত হইয়া, কয়েক পদ সরিয়া দাঁড়াইলেন।

তখন গৌরব বলিলেন, "অপদার্থ, মুখে কথা নাই। বল না,—কাজ তো শেষ হইয়াছে?" কুমার সিংহের কণ্ঠ হইতে কোন শব্দই উত্থিত হইল না; তাঁহার কণ্ঠ-তালু আজ বিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তিনি কেবলমাত্র বলিলেন, "না।"

ক্রোধে গৌরবের ভয়াবহ ভাব হইল। তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল নির্গত হইতে লাগিল। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কঠিন হইতেও কঠিনতর হইল। তিনি সবলে কুমার সিংহের হস্ত হইতে ছুরিকা কাড়িয়া লইলেন;—তৎপরে উন্মাদিনীর ন্যায় ললিত সিংহের শয়নগৃহাভিমুখে ছুটিলেন। তাঁহার কেশ উন্মুক্ত হইয়া সর্ব্বাঙ্গে দুলিতেছে। তাঁহার বস্ত্রাঞ্চল ভূমে লুটিতেছে; তাঁহার চক্ষু বিস্ফারিত, নাসিকা স্ফীত, বক্ষ উন্নত,—সে চিত্রের বর্ণনা হয় না।

ছুটিয়া গিয়া কুমার সিংহ, গৌরবকে ধরিলেন;—বলিলেন, "তোমাকে রাক্ষসী হইতে দিব না। তোমার হস্ত শোণিতে রঞ্জিত করিব না; দেও, ছুরিকা। গৌরব, আর ভয় নাই।" এই বলিয়া কুমার সিংহ, গৌরবের হস্ত হইতে ছুরিকা লইয়া, ধীরপাদক্ষেপে শয়নগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন।

তিনি আর কোন দিকে চাহিলেন না; সত্বরপদে পর্য্যঙ্কের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সম্মুখে সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রে আবরিত করিয়া, ললিত সিংহ নিদ্রিত;—তিনি ঠিক তাঁহার হৃদয় লক্ষ্য করিয়া, সবলে ছুরিকা সেই হৃদয়ে আমূল বসাইলেন। একটি মাত্র শব্দ,—তৎপরে সকলই নীরব।

কুমার সিংহ সত্বর ছুরিকা টানিয়া লইলেন, সঙ্গে সঙ্গে তীরবেগে রক্ত ছুটিল। তাঁহার মুখ, তাঁহার হৃদয়, তাঁহার

হস্ত সেই শোণিতে রঞ্জিত হইয়া গেল। তিনি চারিদিকে প্রজ্বলিত অগ্নি দেখিলেন ;—দেখিলেন যেন সেই অগ্নির মধ্য হইতে সেই বালিকা উত্থিত হইয়া, ছুরিকাহস্তে তাঁহার দিকে হাসিতে হাসিতে আসিতেছে। তিনি প্রাণভয়ে ছুটিলেন।

বাহিরে গৌরব তাঁহার অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার পার্শ্ব দিয়া কুমার সিংহ ছুটিয়া যান দেখিয়া, তিনি তাঁহার হাত ধরিলেন। তৎপরে বলিলেন, "দাড়াও,—সন্দেহ রাখা কিছু নয়। কাজ একেবারে শেষ হইয়াছে কি না, আমি একবার দেখে আসি।"

"না, না, তুমি যেও না।"

"তুমি স্ত্রীলোকেরও অধম!"

এই বলিয়া গৌরব ধীরে ধীরে সেই গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। অতি সত্বরে পর্য্যঙ্কের নিকট আসিলেন,—তৎপরে ললিত সিংহ প্রকৃতই মরিয়াছেন কি না জানিবার জন্য, তিনি ধীরে ধীরে তাঁহার মস্তকের উপর হইতে বস্ত্রাবরণ অপসারিত করিলেন।

সহসা তীরবিদ্ধ হইলে হরিণী যেমন লম্ফপ্রদান করিয়া কয়েক পদ গিয়া পতিত হয়, গৌরবেরও ঠিক তাহাই হইল। তিনি এক লম্ফে পর্য্যঙ্ক হইতে বহু দূরে গিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু তিনি পড়িলেন না। বোধ হয়, কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার

কোনই জ্ঞান ছিল না; কিন্তু তিনি সত্বর প্রকৃতিস্থ হইয়া সেই গৃহ পরিত্যাগ করিলেন।

বাহিরে কুমার সিংহ কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান ছিলেন। তাঁহার একাকী একপদ অগ্রসর হইতেও আর সাহস নাই! গৌরব আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "এস।" নীরবে কুমার সিংহ তাঁর অনুসরণ করিলেন।

উভয়ে নীরবে শয়নগৃহে আসিলেন;—তৎপরে প্রথমে গৌরব কথা কহিলেন;—বলিলেন, "এখনও সকল কাজ শেষ হয় নাই।"

"হাঁ, ঠিক মনে করিয়াছ। সেই পাগল,—তাকেও আজ শেষ করিতে হইবে!"

"তাহা নহে। তুমি সমস্ত কাজ পণ্ড করিয়াছ। ললিত সিংহ মরে নাই।"

"ললিত সিংহ মরে নাই! সে কি?"

"হাঁ, ললিত সিংহ মরে নাই। আজ তাহাকে মারিতেই হইবে। সে মরিলেই কাল তুমি মহারাণা।"

"ললিত সিংহ মরে নাই! তবে আমি কাহাকে হত্যা করিলাম?"

"মহারাণাকে।"

"কি ভয়ানক!—পিতৃহত্যা।" এই কয়টি কথা অস্পষ্ট-

ভাবে কুমারসিংহের কণ্ঠে ধ্বনিত হইল ; তৎপরে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তখন গৌরব স্বয়ংই ছুরিকা তুলিয়া লইয়া বলিলেন,—"অপদার্থ জীব, দেখিলে ঘৃণা জন্মে। আমিই এ কাজ করিব! স্ত্রীলোক না হইয়া পুরুষ হইলাম না কেন? তাহা হইলে আমিই মাড়োয়ারের মহারাণা হই-তাম।" এই বলিয়া রাক্ষসী গৌরব সেই গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

সৌরভ কাঁদিয়া আকুল। ললিত সিংহ যখন চলিয়া যান, তখন সৌরভ নিদ্রিতা হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে চমকিত হইয়া চক্ষুরুন্মীলন করিয়া সে দেখিল,—পার্শ্বে ললিত নাই। তখন ব্যাকুলা হরিণীর ন্যায় সে স্বামীর সন্ধানে ছুটিল : কিন্তু স্বামী নাই। তখন সখীগণ সকলে আসিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সৌরভের চক্ষুজল কিছুতেই বিরত হইল না। তাহার দুই চক্ষু দিয়া অবিরলধারে নয়নাশ্রু বহিল। তাহার চক্ষের জলে তাহার হৃদয় ভাসিয়া গেল, সখী-গণের বস্ত্র ভিজিয়া গেল।

কত প্রবোধবাক্য, কত সান্ত্বনা, কিন্তু কিছুতেই সৌরভ

নিজ হৃদয়ের শোকতরঙ্গ প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিল না। সে মালতীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া কহিল, "সই, দিদি আমাকে নিমন্ত্রণ করেন নাই, দিদি আমোদ-উৎসবে ভুলিয়াছেন, তার জন্য আমি কাঁদিতেছি না। আমি কেন কাঁদি, তা জানি না। সই,—সই,—আমার কি হবে?" মালতী আদরে সৌরভের চক্ষুজল মুছিয়া দিয়া বলিল, "কেন সখী এত অধীর হও;—কেন কাঁদ? যুবরাজ এখনই আসিবেন।"

সৌরভ আবার সখীর হৃদয়ে মুখ লুকাইয়া বলিল, "সই,—সেই,—আমার মন ব'লচে, আর আমি তাঁকে পাব না। কেন তিনি গেলেন!"

"সখি, তিনি তো কত দিন কত যায়গায় গেছেন, তুমি তো কখন তাঁর জন্য এত অধীর হও নি?"

"সই, আমার মন তো আর কখনও এমন হয় নি। তিনি আজ না গেলে বেশ হ'ত!"

"বৃথা তুমি ভয় করিতেছ। তিনি এখনই আসিবেন।"

এই সময়ে এক জন দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, "রাজকুমারি, একটি বালিকা আপনার সহিত দেখা করিতে চায়।"

সৌরভ, দাসীর কথা যেন ভাল বুঝিতে পারিল না,—ব্যাকুলনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তখন মালতী, দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল, "সে কে? এত রাত্রে রাজকুমারীর

কাছে তার কি প্রয়োজন?" দাসী কহিল, "আমরা তাহাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সে বলে, অন্য কাহাকেও সে এ কথা বলিবে না। রাজকুমারীর নিকট গেলে, তাহার নিকট বলিবে। আমরা তাহাকে বলিয়াছিলাম যে, রাজকুমারীর আজ অসুখ হইয়াছে, আজ তিনি কাহারও সহিত দেখা করিতে পারিবেন না; কিন্তু সে কিছুতেই কোন কথা শুনে না।" সৌরভ, মালতীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"সখি, সে কে?" মালতী উত্তর করিল, "সখি, তুমি আজ সব তাতেই ভয় পাইতেছ, ভয় কি? তাহাকে এখানে ডাকিব?" সৌরভ বলিল, "ডাক।"

দাসী তাহাকে আনিতে চলিয়া গেল। তখন সৌরভ আবার মালতীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "সই, আজ একটা কি কাণ্ড হবে, আমার মন কেমন কচ্চে। আমার যে আর সহ্য হয় না!"

"সখি, একটু স্থির হও। অন্যের সম্মুখে তোমার কি এ রকম করা ভাল? তোমার দিদি তোমাকে আজ নিয়ে যান নাই, তোমার সঙ্গে তিনি অনেক ঝগড়া ক'রেছেন, তাই তোমার মনে আজ এরূপ ভাব হ'য়েছে। স্থির হও, অমন ক'রে অধীর হইতে নাই। চুপ কর,—ঐ দেখ সেই বালিকা আসিতেছে।"

বহুকষ্টে সৌরভ নিজ চক্ষুজল সংবরণ করিয়া, বস্ত্রাঞ্চলে নিজ চক্ষু মুছিলেন,—তৎপরে নিকটে পদশব্দ শুনিয়া, তিনি সেই দিকে ফিরিলেন। দেখিলেন, দাসীর সহিত একটি বালিকা আসিতেছেন;—তাঁহার অপরূপ রূপ, অপূর্ব্ব বেশ। তাঁহার আজানুলম্বিত কৃষ্ণকেশ পৃষ্ঠে লুণ্ঠিত, পরিধান গেরুয়া বস্ত্র, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে লোহিত সিন্দূর, বাম হস্তে কমণ্ডলু—দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল। বোধ হইল, যেন সহসা কৈলাসেশ্বরী কৈলাস ত্যাগ করিয়া, অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণা হইয়াছেন।

তাঁহাকে দেখিয়া সৌরভ যেন সহসা পাষাণে পরিণত হইল। তাহার নয়নে পলক নাই, তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগণ অবশ ও অবসন্ন, তাহার নিশ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ অন্তর্হিত হইয়াছে। সে একদৃষ্টে বিস্ফারিত-নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে।

সন্ন্যাসিনী বালিকা, ধীরে ধীরে সৌরভের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন,—তৎপরে কি বলিতে গেলেন, কিন্তু এই সময়ে সৌরভ সহসা মালতীর গলা জড়াইয়া, তাহার হৃদয়ে মুখ লুকাইয়া বলিয়া উঠিল, "সখি, আমায় ধর, ধর। আবার সেই স্বপ্ন—আমি আর কতবার শুনিব? আমি মাড়োয়ারের মহারাণী হইতে পারিব না, আপনিই হইবেন। আবার সেই কথা!" এই বলিয়া সৌরভ ছুটিয়া গিয়া, সন্ন্যাসিনীর চরণে

পতিত হইল ;—কাতরে বলিল, "হও, তুমিই মাড়োয়ারের মহারাণী হও, মহারাণী হইতে আমি কোন দিন চাই না। আমার ললিতকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিও না। নিও না,—নিও না,—নিও না,—তা হলে আমি আর বাঁচ্‌ব না।"

সন্ন্যাসিনী ও মালতী উভয়েই সত্বর সৌরভকে তুলিতে গেলেন ; কিন্তু দেখিলেন, সৌরভ মূর্চ্ছিতা হইয়াছে।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

উভয়ে ধরাধরি করিয়া সৌরভকে পর্য্যঙ্কে শায়িতা করিলেন। মালতী তাহার স্বপ্ন অপনোদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, সন্ন্যাসিনীও নিজ কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া, ধীরে ধীরে তাহার মুখে সিঞ্চিত করিলেন। মালতী, দাসদাসী ও সখীগণকে ডাকিতে ছুটিতেছিল, কিন্তু সন্ন্যাসিনী তাহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন, "কোন ভয় নাই, আপনি ব্যস্ত হইবেন না, আমি এখনই ইহাকে সুস্থ করিতেছি।"

এই সময়ে সৌরভ নয়নোন্মীলিত করিয়া, ব্যাকুলনেত্রে চারিদিকে চাহিল ;—দেখিয়া সন্ন্যাসিনী সত্বর বলিলেন, "রাজকুমারি, আমি আপনার স্বামীকে কাড়িয়া লইতে আসি নাই ; আপনারই দ্রব্য আপনাকেই দিতে আসিয়াছি। তাঁহার আজ

বড় বিপদ ;—পাপাত্মাগণ আজ তাঁহার প্রাণনাশ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। যে কোন উপায়ে তাঁহাকে আজ রক্ষা করিতে হইবে।"

শুনিয়া সৌরভ ব্যাকুল হইয়া সন্ন্যাসিনীর হাত দুটি ধরিয়া বলিল, "কি হবে ? চল আমি যাই।"

"আপনি গেলে কি তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিবেন ?"

"তবে কি হবে ?"

"তাঁকে যে কোন প্রকারে আজ রাজা কুমার সিংহের প্রাসাদ হইতে পলাইতে হইবে।"

"চল,—চল,—আমি তাকে গিয়া বলি ;—তিনি নিশ্চয়ই আমার কথা শুনিবেন।"

"তিনি ক্ষত্রিয়, তিনি মাড়োয়ারের যুবরাজ, নিশ্চিত মৃত্যু জানিলেও তিনি কাপুরুষের ন্যায় পলাইবেন না,—তিনি এ সকল বিষয়ে স্ত্রীলোকের কথা শুনিবেন না।"

সৌরভ, মালতীর গলা জড়াইয়া কাঁদিয়া কহিল, "সই, তবে কি হবে ?" সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "আমি আপনার হ'য়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করিব। তিনি যা'তে অনতিবিলম্বে কুমার সিংহের প্রাসাদ পরিত্যাগ করেন, আমি তাহাই করিব ;—তবে আমি যে আপনার নিকট হইতে আসিয়াছি, তাহার একটা নিদর্শন চাই।"

"কি দিব, কি চাই, আপনি কি চান?"

"আপনার হাতের ঐ আংটীটি দিন্,—ওটি হ'লেই হবে। তিনি নিশ্চয়ই ওটি চিন্তে পার্‌বেন।"

সৌরভ দ্বিরুক্তি না করিয়া, অনতিবিলম্বে সন্ন্যাসিনীকে আংটীটী প্রদান করিল। তিনিও আংটী পাইয়া অনতিবিলম্বে রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া গেলেন।

প্রাসাদের কিঞ্চিৎ দূরে পথিপার্শ্বে অন্ধকারে এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান থাকিয়া, কাহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। বালিকা সন্ন্যাসিনী তাঁহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ'য়েছে?" বালিকা উত্তর করিল, "হাঁ হ'য়েছে, এই নিন্।"

"এখনও কাজ শেষ হয় নাই?"

"পিতঃ, আমার আর মাড়োয়ারের মহারাণী হইবার ইচ্ছা নাই।"

"সে কি?"

"রাজকুমারী সৌরভকে দেখিয়া পর্য্যন্ত সে ইচ্ছা আমার একেবারে গিয়াছে। আমি এতদিন আপনার আজ্ঞা প্রাণপণে পালন করিয়াছি, কিন্তু আর করিব না।"

"তুমি আমার বিশ বৎসরের পরিশ্রম পণ্ড করিবে? বৎসে, এই কি কর্ত্তব্য?"

"আপনার সকল আজ্ঞা পালনে প্রস্তুত আছি। সৌরভের হৃদয় হইতে স্বামী কাড়িয়া লইতে পারিব না।"

"পরের জন্য,—দেশের জন্য,—সুখের জন্য,—সব করিতে পারা যায়।"

"পিতঃ, বৃথা আমাকে প্রলোভিত করিবার চেষ্টা করিবেন না। ভালবাসার নিকট রাজ্যসুখ, ধর্ম্মকর্ম্ম কি? আপনার নিকট গোপন করিব কেন,—তিন বৎসর পূর্ব্বে যখন আপনি প্রথমে রাজকুমার ললিত সিংহকে দেখাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, 'মাড়োয়ারের ভাবী মহারাণা ঐ যাইতেছেন?' তদবধি এই তিন বৎসর আমি হৃদয়ের অন্তস্তম প্রদেশে সেই মূর্ত্তি পূজা করিয়া আসিতেছি। তখন তো আপনি মাড়োয়ারের কথা আমাকে বলেন নাই, আমি যে মাড়োয়ারের মহারাণী হইব, তাহা তো আমি তখন জানিতাম না। আমি হৃদয় ছিঁড়িয়া ফেলিতে প্রস্তুত হইয়াছি,—আমাকে আর অনুরোধ করিবেন না। এই আংটী নিন্, আমা অপেক্ষা উপযুক্তা পাত্রীকে মাড়োয়ারের সিংহাসনে উপবিষ্টা করিবার চেষ্টা দেখুন।"

তিনি নীরবে দাঁড়াইয়া বালিকার সতেজ দীর্ঘ বচনাবলী শুনিতেছিলেন, একটি কথাও কহেন নাই। বালিকা নীরব হইলে তিনি বলিলেন,—"তোমার যাহা ইচ্ছা করিও। কিন্তু আজ ললিত সিংহের প্রাণ রক্ষা কর।"

"রাজকুমারীর নিকট এ অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছি।"

"তবে আর বিলম্ব করিও না।"

তখন উভয়ে সত্বরপদে রাজা কুমার সিংহের প্রাসাদাভি মুখে যাত্রা করিলেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ললিত সিংহ নিদ্রিত হইতে পারেন নাই। তাঁহার হৃদয়ে যে আজ কি আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছে, তাহা তিনিই বুঝিতে পারিতেছেন না। তিনি প্রথমে বহুক্ষণ গৃহমধ্যে পদচারণ করিলেন, তৎপরে শয়ন করিবার ইচ্ছা করিয়া বেশ পরিত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মনে কি উদিত হইল। তিনি সেই বেশেই পর্যাঙ্ক উপরি অর্দ্ধশায়িত হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন।

ক্রমে তাঁহার একটু তন্দ্রা আসিল, কিন্তু সহসা গবাক্ষ উন্মোচনের শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হওয়ায়, তিনি চমকিত হইয়া চক্ষু উন্মীলিত করিলেন, ও লম্ফ দিয়া উঠিয়া তরবারি উন্মুক্ত করিবার উদ্যম করিলেন। কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে কে এক জন আসিয়া তাঁহার হাত ধরিল; যিনি তাঁহার হাত ধরিলেন তিনি এমনই সুন্দর, তিনি এমনই মনোহর যে, ললিত সিংহ বিস্ফারিতনয়নে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন।

তিনি একটি যুবক,—বালক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার বয়স ত্রয়োদশের অধিক নহে ;—তাঁহার রূপ অপরূপ, তাঁহার বেশ অতুলনীয় ;—এমন সুন্দর অপরূপ মূর্ত্তি দেখিয়া, তিনি ভয় পাইয়াছিলেন ভাবিয়া, ললিত সিংহ মনে মনে লজ্জিত হইলেন। যুবক আসিয়া ললিত সিংহকে বলিলেন, "যুবরাজ, আপনাকে হত্যা করিবার জন্য ষড়যন্ত্র হইয়াছে। যদি প্রাণে মায়া থাকে, তবে এখনই পলায়ন করুন।" ললিত বলিলেন, "আপনি কে ? আপনি এ সংবাদ কোথায় পাইলেন ? আমি আমার খুল্লতাতের আলয়ে প্রহরীগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত রহিয়াছি ;—আমাকে হত্যা করে কে ? বিশেষতঃ, আমি বালক নহি, স্ত্রীলোকও নহি ; আমি বিনা যুদ্ধে মরিব না।"

"যুবরাজ, আপনি এক সঙ্গে আমাকে অনেক প্রশ্ন করিলেন ; আমি একে একে উত্তর দিতেছি। আমার নাম জুমেলিয়া। আমি রাজকুমারী সৌরভের আজ্ঞা পাইয়া, তাঁহারই কথা আপনাকে বলিতে আসিয়াছি। তিনি এ ষড়যন্ত্রের সংবাদ কোথায় জানিয়াছেন, তাহা আমি জানি না। তৎপরে, আপনাকে যিনি হত্যা করিবেন, তিনি আপনার খুল্লতাত কুমার সিংহ। আপনি বালক বা স্ত্রীলোক নহেন, তাহা আমি জানি ; কুমার সিংহের সহিত যুদ্ধ হইলে কে হারিবে,

কেই বা জিতিবে, তাহা আপনাদের উভয়ের যুদ্ধ না দেখিলে বলিতে পারি না।"

ললিত সিংহ শুনিয়া নীরবে বলিলেন, "জুমেলিয়ার নাম আমি শুনিয়াছি। শুনিয়াছি, তিনি ভীলদিগের নেতা ও সেনাপতি। জুমেলিয়ার যেরূপ বর্ণনা শুনিয়াছি, তাহাতে আপনাকেই জুমেলিয়া বলিয়া আমার প্রতীতি হইতেছে। তবে আপনি যে রাজকুমারী সৌরভের নিকট হইতে এ সংবাদ পাইয়াছেন, তাহা আমি কিরূপে জানিব ?"

"এ প্রশ্ন যে আপনি করিবেন, তাহা আমি জানিতাম। সেই জন্য নিদর্শনও আনিয়াছি। এ আংটীটি কি চিনিতে পারেন ?"

যুবরাজ ললিত সিংহ আংটীটি দেখিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে চিনিলেন, তৎপরে সহসা তাঁহার বদনে কালিমার রেখা পড়িল। ভীল জুমেলিয়ার সহিত সৌরভের পরিচয়! বিদ্বেষে হিতাহিত-জ্ঞান থাকে না। মুহূর্ত্তমধ্যে জুমেলিয়া তাঁহার হৃদয়ভাব বুঝিলেন; তিনি বলিলেন, "রাজকুমার, আর একটা কথা বলিবার আছে। রাজকুমারীর নিকট আমি এ নিদর্শন পাই নাই;—সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাঁহার মুখ হইতেও ষড়যন্ত্রের সংবাদ পাই নাই। তাঁহার সখী মালতীর সহিত আমার অনেক দিনের পরিচয়। আমরা উভয়ে সমবয়স্ক, তাহাতেই

তাহার সহিত আমার বড় বন্ধুত্ব; মালতী রাত্রে আসিয়া এই আংটী আমায় দিয়া, আমাকে এ কাজ করিতে পাঠাই-য়াছে। কুমার সিংহের আলয়ে এ রাত্রে কাহারই প্রবেশের অনুমতি নাই শুনিয়া মালতী আমাকে এ কাজ করিতে অনুরোধ করিয়াছে, তাহাতেই আমি আসিয়াছি। যদি এই সকল কথা বিশ্বাস হয়, তবে অনতিবিলম্বে পলায়ন করুন;—আমি চলিলাম।”

ললিত সিংহ বলিলেন, “একটু অপেক্ষা করুন।” এই বলিয়া তিনি আবার কিয়ংক্ষণ নীরবে ভাবিলেন; তৎপরে বলিলেন, একবার তাহার কথা না শুনিয়া আসিয়াছি। এবার তাহার কথা না শুনিয়া এখানে আর থাকিব না। চলুন,—আমি আপনার সঙ্গে যাই।” তিনি দুই পদ অগ্রসর হইয়া বলিলেন, “না, আমার যাওয়া হইল না,—ক্ষত্রিয়-সন্তান কাপুরুষের ন্যায় পলায় না।” জুমেলিয়া বলিলেন, “রাজকুমার, বোধ হয় আপনি আমার কথা শুনিয়াছেন, আমিও যুদ্ধবিদ্যা একটু আধটু জানি,—আমাকেও কাপুরুষ বলিতে কেহ সাহস করে না; কিন্তু এরূপ অবস্থায় আমিও পলাইতাম। আপনাকে কি শিখাইতে হইবে যে, ঔদ্ধত্য বীরত্ব নহে।”

“ঠিক বলিয়াছেন, চলুন। আমি এই জানালা দিয়া এ প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া যাই।”

"আমরা পাহাড়িয়া জাতি, এইরূপ উঠা বা নামা আমাদের বিশেষ অভ্যাস আছে ; আসুন, আমি আপনার সাহায্য করি।"

উভয়ে তৎক্ষণাৎ অতি সাবধানে ও নীরবে গবাক্ষ মধ্য দিয়া সেই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

জুমেলিয়া ও ললিত সিংহ উভয়ে অতি সত্বরপদে প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া, রাজপ্রাসাদাভিমুখে চলিতেছিলেন ;—উভয়েই নীরব। সমস্ত পথ উভয়ের মধ্যে কেহই কোন কথা কহেন নাই। প্রাসাদদ্বারে আসিয়া ললিত সিংহ, জুমেলিয়ার দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"ভীলবীর, আপনি আজ আমার বড়ই উপকার করিলেন ; আপনার নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম। যদি কখন কোন আবশ্যক হয়, ললিত সিংহের নিকট আসিবেন।" জুমেলিয়া মৃদুহাসি হাসিয়া বলিলেন, "উপস্থিত একটি প্রয়োজন,—এই আংটীটি রাজকুমারীকে অথবা মালতীকে ফিরাইয়া দিবেন। আর যদি কখন কোন আবশ্যক হয়, তবে অবশ্যই আপনার নিকট আসিব বই কি ; আর কোথায় যাইব!" এই বলিয়া জুমেলিয়া ফিরিতেছিলেন, কিন্তু ললিত সিংহের দিকে ফিরিয়া আবার বলিলেন,—"যুবরাজ,

আপনারও যদি কখনও কোন দরকার হয়, তবে জুমেলিয়ার অনুসন্ধান করিবেন। জুমেলিয়া প্রাণ দিয়া আপনার সাহায্য করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিবে।”

“আপনি আজ আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। যদি আপনাকে আমার কখনও প্রয়োজন হয়, তবে কোথায় আপনার সাক্ষাৎ পাইব?”

“আমি ভীলরাজ্যের সর্ব্বত্রই আছি। তবুও আপনার জন্য একটা বন্দোবস্ত করিয়া যাই। এই নগরের উত্তর প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র মন্দির আছে, আজ হইতে সেই মন্দিরে আপনার জন্য একটি অশ্ব লইয়া একটি ভীলবালক প্রত্যহ অপেক্ষা করিবে। আপনি যখন আমার অনুসন্ধান করিবেন, সেই-খানে সেই ভীলের নিকট যাইবেন। সে আপনাকে আমার নিকট লইয়া যাইবে।”

এই বলিয়া জুমেলিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে অন্ধকারে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। চিন্তিত-হৃদয়ে ললিত সিংহও অন্তঃপুরাভিমুখে চলি-লেন। কিন্তু তখনও তাঁহার কর্ণে যেন জুমেলিয়ার মধুর স্বর ধ্বনিত হইতে লাগিল।

সৌরভ নিদ্রিত হয় নাই। পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গিনীর ন্যায় সে ছট্‌ফট্ করিতেছিল। সহসা নিকটে পদশব্দ শুনিয়া, সে, সেই দিকে ছুটিল, স্বামীর পদশব্দ চিনিতে তাহার তিলার্দ্ধ বিলম্ব হয়

নাই, সে পদশব্দ যেন তাহার কর্ণকুহরে সর্ব্বদাই লাগিয়া আছে। সে ছুটিয়া গিয়া স্বামীর হৃদয়ে মুখ লুকাইল,—তৎপরে হৃদয়ের আবেগ উপশমিত করিতে না পারিয়া, সে ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ললিত সিংহ তাহাকে আলিঙ্গন ও সাদরে চুম্বন করিয়া পর্য্যঙ্ক উপরি আনিয়া বসাইলেন; বলিলেন,—"সৌরভ, এত অধীর হইতে আছে? আজ আমার বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল বটে; কিন্তু দেখ, তোমারই জন্য আজ আমি রক্ষা পাইয়াছি। তুমি তোমার সখী মালতীকে তোমার আংটী দিয়া আমার বিপদের সংবাদ আমাকে দিতে বলিয়াছিলে; মালতী, ভীলবার জুমেলিয়াকে সেই আংটী দেয়। জুমেলিয়া নিজের প্রাণকে তুচ্ছ করিয়াও যাইয়া, আমার আসন্ন বিপদের সংবাদ আমাকে দিয়াছিলেন। তাই আমি ফিরিয়াছি, নতুবা বোধ হয় আর ফিরিতাম না। এই দেখ, তোমার আংটী জুমেলিয়া ফিরাইয়া দিয়া গিয়াছেন।"

"জুমেলিয়া!—কই? একটি সন্ন্যাসিনী ভিন্ন আর কাকেও তো আমি আংটীটি দিই নাই!"

"সন্ন্যাসিনী!—সন্ন্যাসিনী কে?"

সরলা সৌরভ, সন্ন্যাসিনীর সকল কথা একে একে স্বামীকে বলিল; শুনিয়া ললিত সিংহ চিন্তিত হইলেন; বলিলেন,—

"মালতী ইহার কিছু জানে না? সে কি জুমেলিয়াকে আংটী দেয় নাই?"

"নাথ, জুমেলিয়াকে চিনিবে কিরূপে? আর আংটী আমি নিজে হাতে ক'রে সন্ন্যাসিনীকে দিয়াছি—ও কি?"

"কি?"

"ঘোড়ার পায়ের শব্দ, যেন চারিদিকে কিসের গোলমাল উঠেছে।"

"কই?

এই বলিয়া ললিত সিংহ কর্ণ উত্তোলিত করিয়া শুনিবার প্রয়াস পাইলেন। সত্যই তাঁহার কর্ণে অশ্বপদ-শব্দ শ্রুত হইল, পরমুহূর্ত্তেই একজন দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, "যুবরাজ, কুমার বীরেন্দ্র সিংহ আসিয়াছেন। বলিতেছেন,—বিশেষ রাজকার্য্যের জন্য এখনই সাক্ষাৎ আবশ্যক।" সামান্য কারণেই আজ ললিত সিংহ ভীত হইতেছিলেন; তাঁহার হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইতে আরম্ভ করিল, তিনি বলিলেন, "আসিতে বল।"

দাসী চলিয়া গেলে, সৌরভ স্বামীর গলা জড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, "নাথ, আমাকে ফেলে যেও না। তা হ'লে আমি আর বাঁচ্‌ব না।"

"সৌরভ, প্রাণ থাকিতে তোমায় কোথায় ফেলিয়া যাইব?"

"আমার প্রাণ যে কেমন ক'চ্চে!"

"ভয় কি, সৌরভ, জীবনে বিপদাপদ তো আছেই।"

"তবে আমার মন এমন করে কেন?"

"তুমি অধীর হইও না, একটু অপেক্ষা কর; বীরেন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।"

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কুমার বীরেন্দ্র সিংহ, সম্পর্কে ললিত সিংহের ভ্রাতা; তাঁহারা উভয়ে সমবয়স্ক, এই জন্য উভয়ে বড়ই বন্ধুত্ব। বীরেন্দ্র সিংহ ও ললিত সিংহ সর্ব্বদাই প্রায় একত্রে বসবাস করিতেন, উভয়ে উভয়কে বড়ই ভাল বাসিতেন। রাজা কুমার সিংহের আলয়ে যে ভয়াবহ কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে, তাহার সংবাদ বীরেন্দ্র সিংহ সর্ব্বপ্রথম পাইলেন। গৌরবের সখী সুষমা, বীরেন্দ্র সিংহকে ভালবাসিত। বীরেন্দ্র সিংহও তাহাকে প্রাণের অধিক ভাল বাসিতেন। উভয়ের সহিত উভয়ের বিবাহের কথাও স্থির হইয়া গিয়াছে। গৌরবের শয়নগৃহের পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে সুষমা শয়ন করিত; কুমার সিংহ ও গৌরবের কথোপকথনশব্দে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। এত রাত্রে কি কথা হইতেছে জানিবার জন্য, তাহার কৌতূহল জন্মিল; সে উঠিয়া ঘরের নিকট আসিয়া কাণ পাতিল। তাহার পর সে

যাহা শুনিল, তাহাতে তাহার কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল; কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সে প্রকৃতিস্থ হইয়া, যে গৃহে বীরেন্দ্র সিংহ শয়ন করিয়াছিলেন, সেই গৃহের দিকে চলিল। অতি সাবধানে অন্ধকারে লুক্কায়িত থাকিয়া, পা টিপিয়া টিপিয়া সে সেই প্রকোষ্ঠের নিকট আসিল। সৌভাগ্যক্রমে সে সন্ধ্যার সময় একজন দাসীকে জিজ্ঞাসা করিয়া, বীরেন্দ্র সিংহের শয়নগৃহ কোন্‌টি স্থির হইয়াছে, তাহা অবগত হইয়াছিল; নতুবা সে ই ভয়াবহ সংবাদ তাঁহাকে রাত্রেই প্রদান করিতে পারিত না।

বীরেন্দ্রের শয়নগৃহের দ্বার বদ্ধ ছিল, কিন্তু রুদ্ধ ছিল না; সুষমা নিঃশব্দে দ্বার উন্মুক্ত করিয়া গৃহ প্রবিষ্ট হইল। গৃহমধ্যে তখনও আলোক প্রজ্বলিত,—পর্য্যঙ্কে বীরেন্দ্র সিংহ নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা যাইতেছিলেন। সুষমা ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহার মস্তক নাড়িল, চমকিত হইয়া বীরেন্দ্র সিংহ চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। তৎপরে, এত রাত্রে তাঁহার শয়নগৃহে সুষমাকে দেখিয়া চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন; তৎপরে বলিলেন, "একি, সুষমা?" সুষমা কহিল, "বীরেন্দ্র সিংহ, আমি ব্যভিচারিণী নহি। কর্ত্তব্যকার্য্যের জন্য লজ্জাকে জলাঞ্জলি দিয়া ও কলঙ্ককে না ডরাইয়াও, এত রাত্রে তোমার নিকট আসিয়াছি। সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে, কুমার সিংহ

মহারাণাকে হত্যা করিয়াছেন ; এক্ষণে ললিত সিংহকেও হত্যা করিতে যাইতেছেন। এখনই গিয়া ললিত সিংহকে এ প্রাসাদ পরিত্যাগ করিতে বল, অথবা তাঁহার প্রাণরক্ষা করিবার জন্য যাহা প্রয়োজন, তাহাই কর। আর এখানে আমি বিলম্ব করিব না।”

এই বলিয়া সুষমা অনতিবিলম্বে সেই প্রকোষ্ঠ পরিত্যাগ করিল। বীরেন্দ্র সিংহও লম্ফ দিয়া উঠিলেন, মুহূর্ত্তমধ্যে বেশ পরিধান করিলেন, তৎপরে ললিত সিংহের শয়নগৃহের দিকে ছুটিলেন। দেখিলেন, তথায় প্রহরিগণ নাই, চারিদিকে শোণিতচিহ্ন! তিনি গৃহপ্রবিষ্ট হইয়া যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহা বর্ণনাতীত। তিনি সে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে প্রবেশ করিলেন, তথায়ও ললিত সিংহ নাই, সে গৃহও শোণিতচিহ্নপূর্ণ। তিনি ফিরিতেছিলেন, কিন্তু দ্বারের নিকট আসিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন ; ভাবিলেন, “যদি আমি এখান হইতে বাহির হইয়া যাই, আর যদি আমাকে এখানে কেহ দেখে, তবে সকলেই সন্দেহ করিবে যে, আমিই মহারাণাকে হত্যা করিয়াছি ; সুতরাং আমি জানালা দিয়া প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া যাই। সম্ভবতঃ ললিত সিংহ কোন গতিকে বিপদ্ বুঝিয়া পূর্ব্বেই নিজ প্রাসাদে পলাইয়াছেন। আমি এখনই গিয়া তাঁহাকে এই ভয়াবহ কাণ্ডের সংবাদ দিই। ”

নিজের পিতাকে হত্যা করিয়াছে, সে ললিত সিংহকে তাঁহার নিজ আলয়ে গিয়া হত্যা করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?"

বীরেন্দ্র সিংহ আর কালবিলম্ব না করিয়া, যে পথে কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে জুমেলিয়া ও ললিত সিংহ বহির্গত হইয়া গিয়াছিলেন, তিনিও সেই পথে বহির্গত হইয়া গেলেন। তৎপরে সত্বর একটি অশ্ব সংগ্রহ করিয়া, বায়ুবেগে রাজপ্রাসাদের দিকে ধাবমান হইলেন। তাহার পর যাহা হইয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বর্ণনা করিয়াছি।

মহারাণার হত্যার সংবাদ পাইয়া, ললিত সিংহ প্রথমে এ কথা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত হইলেন না ; বলিলেন, "এও কি সম্ভব ? বোধ হয়, বীরেন্দ্র, ভাই, তোমার ভুল হইয়াছে।" বীরেন্দ্র সিংহ, বলিলেন, "আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, ভুল নয় ; ভাই, আজ মাড়োয়ারের সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে।"

ললিত সিংহ কাঁদিয়া উঠিলেন ; তিনি পিতামহকে যে বড় ভালবাসিতেন। বীরেন্দ্র সিংহ বলিলেন, "ললিত, এখন বিলাপের সময় নয়। কেবল তোমার জন্য নয়, সমস্ত মাড়োয়ারের জন্য তোমার প্রাণ রক্ষা আবশ্যক।"

"আমাকে কি করিতে পরামর্শ দেও ?"

"এখানে থাকিলে তোমার প্রাণরক্ষা করা কঠিন হইবে।

যে পিতৃহত্যা করিতে পারে, সে তোমাকে হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হইবে না।”

“কাপুরুষের ন্যায় পলাইব?”

“বিশেষতঃ, সৈন্যগণ কুমার সিংহের অধীন। তুমি কয়েক দিনের জন্য কোন থানে যাইয়া লুক্কায়িত থাক প্রজাগণ ও সৈন্যগণের মনোভাব জানিয়া আমি তোমাকে সংবাদ দিব।”

“কোথায় যাইব? হাঁ, আমি চলিলাম। ভীলবীর জুমেলিয়ার সহিত মিলিয়া ভীলদের মধ্যে বাস করিব। তুমি সেই থানেই আমাকে সংবাদ দিও।”

“ললিত, আজ হইতে তুমিই মাড়োয়ারের মহারাণা। তোমার অনুপস্থিতিতে এ রাজ্যশাসন কাহারা করিবে? কে কোন্ পদস্থ হইবে, তাহা স্থির করিয়া যাওয়া তোমারই কর্ত্তব্য।”

“বীরেন্দ্র সিংহ, তোমাকে আমি মহারাণীর রক্ষক ও রাজধানীর প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিলাম। অজয় সিংহ আজ হইতে মাড়োয়ারের সেনাপতি, বৃদ্ধ ধনমল্ল যদি মন্ত্রীপদে থাকিতে ইচ্ছুক না হয়েন, তবে তাঁহার পুত্র রণমল্ল, মন্ত্রী হইবেন। কুমার সুহাস সিংহকে কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলাম। আমার অনুপস্থিতিতে ইঁহারা সকলে একত্রে রাজ্যশাসন করিবেন। আমার অনুজ্ঞা ইঁহাদের সকলকে জানাইও।”

"আমি কালই এ অনুজ্ঞা সকলকে অবগত করাইব।"

"আমাকে প্রত্যহই সংবাদ দিও। সৈন্যগণ ও ঠাকুরগণ নিশ্চয়ই আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না।"

"আমি প্রাণপণে তাঁহাদিগকে তোমারই দলস্থ করিবার চেষ্টা পাইব।"

"আর কোন কথা নাই। সৌরভ থাকিল, ভাই, সে বড় ছেলেমানুষ। কিছুই জানে না, বুঝে না।"

"আমি প্রাণ দিয়াও তাঁহাকে রক্ষা করিব।"

"তবে চলিলাম।"

"আর অধিক বিলম্ব করিও না।"

"না, আর বিলম্ব করিব না। একবার সৌরভের সহিত দেখা করিয়া বিদায় লইব।"

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দ্বারের অন্তরালে দাঁড়াইয়া সৌরভ উভয়ের কথোপকথন সমস্তই শুনিয়াছিল। সে সময় তাহার হৃদয়ের অবস্থা যেরূপ হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা হয় না। তাহার দুই চক্ষে জলধারা বহিতেছে, হৃদয় যেন বিদীর্ণ করিয়া তাহার প্রাণ বাহির হইয়া পলাইতে চাহে! কিন্তু প্রাণসম স্বামীর আসন্ন বিপদ, এ সময়ে

সে কাতর হইলে, তাঁহার বিপদ বৃদ্ধি হইতে পারে। তাহার হৃদয়ে যে বল ছিল না, এক্ষণে স্বামীর বিপদে সেই বল ধীরে ধীরে আসিয়া তাহার হৃদয়ে দেখা দিল। স্বামীর জন্য সে সবই করিতে পারে, নিজের হৃদয়কে বলি দিবে, এ কঠিন কথা নহে।

ললিত সিংহ তাহার নিকট আসিতেছেন দেখিয়া, সে ক্ষিপ্রহস্তে নিজ অঞ্চলে চক্ষুজল মুছিল ; তৎপরে তিনি নিকটে আসিবামাত্র বলিল, "নাথ, আর দেরি করিও না, এখনই এই পাপ রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া যাও।"

সৌরভের কথায় ললিত সিংহ বিস্মিত হইলেন। তিনি এরূপ কখনও আশা করেন নাই ; তিনি ভাবিয়াছিলেন, সৌরভ না জানি কত কাঁদিবে, তাহাকে বুঝাইতে তাঁহার না জানি কত ক্লেশ পাইতে হইবে ; তাহার ক্রন্দন ও তাহার কাতরতা দেখিয়া, তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইবে। এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব দেখিয়া, তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সৌরভ, তুমি কি সব শুনিয়াছ ?"

"সব শুনিয়াছি। তুমি আর দেরি ক'র না। ঐ বুঝি কারা আস্‌চে। ঘোড়ার পায়ের শব্দ হ'চ্চে।"

"কই না। আমি শীঘ্রই আবার ফিরিয়া আসিব। তুমি অধীর হইও না। আমার বিপদ আপদ শীঘ্র কেটে যাবে।"

'কই নাথ, আমি তো অধীর হই নি!"

'খুব সাবধানে থেকো, বীরেন্দ্র সিংহকে তোমার রক্ষক নিযুক্ত করিয়া গেলাম। সমস্ত মাড়োয়ারে বীরেন্দ্রের মত বন্ধু আমার আর কেহ নাই।"

"আর দেরি ক'র না, কিসের শব্দ?"

"কিছুই নয়, তুমি ভয়ে ঐ রকম শুনিতেছ। তবে আমি যাই?"

সৌরভ অনেক সহ্য করিতেছিল, ইহা আর পারিল না। সে চক্ষের জল সম্বরণ করিল বটে, কিন্তু তাহার কণ্ঠ হইতে বাক্য নিঃসৃত করিতে সমর্থ হইল না; ললিত তাহা বুঝিলেন। আর অধিক বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে বিবেচনা করিয়া, তিনি সাদরে সৌরভকে চুম্বন করিয়া সেই গৃহ পরিত্যাগ করিলেন।

তিনি প্রায় দ্বার পর্য্যন্ত গিয়াছেন, এমন সময়ে উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া সৌরভ তাঁহার হাত ধরিল। বলিল, "নাথ, আর একটি কথা। আমি জানি, তোমার সঙ্গে আমার আর কখনও দেখা হবে না,—আমি কখন মহারাণী হ'তেও পার্‌ব না। যিনি মহারাণী হবেন তিনি এসেছেন, তাঁরই হাতে আমি আংটীটি দিয়াছিলাম, তাতে আমি দুঃখিত নই। তবে—তবে—তবে—নাথ।"

ললিত সিংহের চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল; তাঁহার কণ্ঠ

রোধ হইবার উপক্রম হইল; তিনি অতি কষ্টে বলিলেন, "প্রিয়তমে সৌরভ, বল, তোমার যাহা বলিবার থাকে বল। জান তো তোমার নিকট রাজ্য, সিংহাসন, আমার প্রাণ, মান সকলই কিছুই নয়।" তখন সৌরভ রুদ্ধকণ্ঠে গদ্গদস্বরে বলিল, "নাথ, যাকে হয়, মহারাণী ক'রো, আমার তাতে কষ্ট হবে না। কিন্তু আমার—আমার—শিশু—।"

"প্রিয়তমে, তোমাকে কি বলিতে হইবে? তোমার গর্ভে যাহাই হউক, পুত্রই হউক বা কন্যাই হউক, সেই মাড়োয়ারের সিংহাসনে বসিবে। ভগবানের সম্মুখে, আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখে, এ শপথ করিলাম। যদি শত সহস্র বিবাহও করি, তথাচ তুমিই আমার মহারাণী।"

"যাও,—শীঘ্র যাও, ঐ শুনিতেছ না চারিদিকে শব্দ। ঐ বুঝি তারা আস্‌চে!"

"তারা আসিবার পূর্ব্বেই আমি পলাইতে পারিব। আমি সর্ব্বদাই তোমার সংবাদ লইব।"

এই সময়ে বীরেন্দ্র সিংহ বাহির হইতে বলিলেন, "মহারাজ, আর বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নয়।" শুনিয়া ললিত সিংহ আর সৌরভের সহিত কোন কথা না কহিয়া, সত্বর তাহাকে চুম্বন করিয়া, সেই গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহারা উভয়ে সত্বর প্রাসাদ পরিত্যাগ করিলেন। দ্বারে অশ্ব ছিল,

ললিত সিংহ মুহূর্ত্তমধ্যে অশ্বারোহণ করিয়া, নগরের প্রান্তস্থিত মন্দিরের দিকে প্রস্থান করিলেন।

তখন সৌরভের সখীগণ তাহার নিকট আসিয়া দেখিল, সৌরভ মূর্চ্ছিতা হইয়াছে। তাহারা সকলে অনেক চেষ্টা করিল, তবুও সৌরভের মূর্চ্ছা অপনোদন করিতে পারিল না।

তখন তাহারা সকলে তাহাকে বেষ্টন করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। চিকিৎসককে আহ্বান করিবার জন্য লোক প্রেরণ করিল; সৌরভকে লইয়া তাহারা কি করিবে ভাবিয়া আকুল হইল। তাহারা যে সকলে সৌরভকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসে!

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

যুবরাজের দ্বারে যে দুইটি প্রহরী প্রহরায় নিযুক্ত ছিল, তাহাদের রাত্রি আর শেষ হয় না। এরূপ ভয়াবহ রাত্রি তাহারা আর কখনও দেখে নাই। চারিদিক এতই অন্ধকারে আবরিত হইয়াছে যে, কোন কিছুই দেখা যায় না, অন্ধকার যেন ঘনীভূত হইয়া বিভীষিকা রূপ ধারণ করিয়াছে।

এমন নিস্তব্ধতা আর হয় না। সমস্ত পৃথিবীর অস্তিত্ব যেন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, চারিদিকে সেই নিস্তব্ধতার মধ্য

হইতে, যেন পিশাচগণ হস্ত পদ বিস্তৃত করিয়া নরকঙ্কাল গ্রাস করিতে আসিতেছে। মধ্যে মধ্যে পেচক ডাকিতেছে, শৃগালগণ বিকট চীৎকার করিতেছে।

চারিদিকেই যেন ভয়। চারিদিকেই যেন কিসের ছায়া পড়িয়াছে। প্রহরিদ্বয় কথা কহিতে ভীত হইতেছে, নিশ্বাস ফেলিতে শঙ্কা পাইতেছে। তাহারা উভয়ে কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। উভয়ে উভয়ের দিকে ব্যাকুলনেত্রে চাহিতেছে, উভয়েই পুনঃ পুনঃ পূর্ব্বগগনের দিকে চাহিতেছে, রাত্রি আর শেষ হয় না।

এই সময়ে সহসা তাহারা দেখিল, এক বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি তাহাদিগের দিকে আসিতেছে। অন্ধকারে সে মূর্ত্তি স্পষ্ট দেখা যায় না, তবে সেই অন্ধকারের মধ্যে তাহার চক্ষু নক্ষত্রের ন্যায় জ্বলিতেছে; তাহার নিশ্বাসপ্রশ্বাসে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে, তাহার পদভরে যেন সমস্ত প্রাসাদ কম্পিত হইতেছে।

তাহাদের আর অধিক দেখিতে হইল না। তাহারা সমস্ত রাত্রি অনেক বিভীষিকা দেখিতেছিল, কিন্তু সে সকল ছায়া মাত্র, জীবন্ত কিছুই দেখে নাই। এক্ষণে এই ভয়াবহ মূর্ত্তিকে তাহাদিগের দিকে আসিতে দেখিয়া, তাহারা প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইল।

সে পিশাচ নহে, গৌরব। পিশাচিনী অপেক্ষাও ভয়াবহ গৌরব, ললিত সিংহের শোণিতপাতের জন্য উন্মত্তা হইয়া, তাঁহার শয়নগৃহাভিমুখে ছুটিতেছিলেন। একবার যে শোণিত দেখিয়াছে,—একবার যাহার মস্তিষ্কে শোণিত চড়িয়াছে, সে নরশোণিত-পানের জন্য ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। গৌরবের ঠিক তাহাই হইয়াছে। গৌরবের আর হিতাহিত জ্ঞান নাই; গৌরব ক্ষেপিয়া গিয়াছে!

প্রহরিদ্বয় পলাইয়াছে, দ্বারে কেহই নাই। গৌরব, দ্বারে করাঘাত করিয়া দেখিলেন, দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ। ললিত সিংহ দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। আর একটি মাত্র দ্বার আছে; সেটি দিয়া যাইতে হইলে, মহারাণা যে প্রকোষ্ঠ-মধ্যে শয়ন করিয়া আছেন, তাহারই মধ্য দিয়া যাইতে হয়।

সেই শোণিতসিক্ত শয্যায় নিহত মহারাণার গৃহে প্রবিষ্ট হইতে গৌরবেরও হৃদয় কম্পিত হইল। তিনিও যেন চারিদিকে মুহূর্ত্তের জন্য বিভীষিকা দেখিলেন; কিন্তু সে হৃদয় পাষাণ অপেক্ষাও কঠিনতর দ্রব্যে গঠিত। গৌরব, নিজ দুর্ব্বলতার জন্য হাস্য করিয়া, রাক্ষসিনীর ন্যায় সেই গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। কিন্তু তাঁহার সেই শয্যার দিকে আর চাহিতে সাহস হইল না; তিনি সত্বরপদে সে গৃহ উত্তীর্ণ হইয়া, ললিতের গৃহের দ্বার নিঃশব্দে উন্মুক্ত করিয়া, সেই গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন।

কিন্তু পাখী উড়িয়াছে। সে গৃহে ললিত সিংহ নাই দেখিয়া, মুহূর্ত্তের জন্য গৌরবের মস্তক বিঘূর্ণিত হইল। তিনি চারিদিকে অন্ধকার দেখিলেন। তৎপরে তাঁহার বদনে এমনই ভাবের উদয় হইল যে, সে ভয়াবহ মুখের দিকে আর চাহিতে পারা যায় না। গৌরব সম্পূর্ণ উন্মাদিনী হইলেন। অত্যধিক সুরাপান করিলে যেরূপ ভাব হয়, গৌরবেরও ঠিক তাহাই হইল।

কিন্তু শীঘ্রই তিনি প্রকৃতিস্থা হইলেন; বলিলেন, "যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। কোন গতিকে ললিত জানিতে পারিয়া পলাইয়াছে; নিশ্চয়ই সে ভয়ে রাজধানী ছাড়িয়াও পলাইবে। সে বালকেরও অধম, ধমক দিলে সে মূর্চ্ছা যায়, নিশ্চয়ই সে নগর ছাড়িয়া পলাইয়াছে। এখন অনায়াসেই তাহার উপর সন্দেহ ন্যস্ত করিতে পারা যাইবে। ঠিক, এই ঠিক কথা, আমি এই বিছানায় রক্তের দাগ করিয়া যাই, এই ছুরিও এই বিছানার উপর ফেলিয়া যাই; তাহার পর কাল তাহার উপরই সকলের সন্দেহ হইবে। তাহা হইলেই আমাদের কাজ হইল,—তাহা হইলেই আমি মহারাণী হইলাম।"

এই বলিয়া গৌরব আবার মহারাণার শয়নগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার মৃতদেহ রক্তে ভাসিতেছে, দুগ্ধফেননিভ শয্যা লোহিত রক্তে রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে। মহারাণার চক্ষু

বিস্ফারিত, সেই চক্ষে আভা নাই, তেজ নাই; মুখ হইতে ফেন নির্গত হইতেছে। সে দৃশ্য দেখিলে পাষাণেরও হৃদয় দ্রবীভূত হয়।

ধীরপাদক্ষেপে গৌরব শয্যার নিকট আসিয়া, নিজ অঞ্চল সেই শোণিতে ভিজাইলেন, তৎপরে সেই গৃহ হইতে ললিতের গৃহ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সেই রক্ত ছড়াইলেন। পরে ললিত সিংহের শয্যাও রঞ্জিত করিয়া, ধীরপাদক্ষেপে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

গৌরব নিজ শয়নগৃহে আসিয়া দেখিলেন, কুমার সিংহ হাত ধুই-তেছেন। কতবার ধুইয়াছেন, কত জল দিয়াছেন, এক ঘণ্টা ধরিয়া তিনি হাত ধুইতেছেন, কিন্তু হাতের দাগ কিছুতেই যায় না। সহসা গৃহমধ্যে গৌরবকে আসিতে দেখিয়া, তিনি বিভীষিকা ভাবিয়া, চমকিত হইয়া লম্ফ দিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। দেখিয়া, গৌরব হাসিয়া বলিলেন, "এই সাহসে যুদ্ধ করিতে?" কুমার সিংহ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, গৌরব, কাপড় ছাড়,—কাপড় ছাড়, হাত ধুইয়া ফেল,—শীঘ্র হাত ধুইয়া ফেল। আমি এ দৃশ্য আর দেখিতে পারি না।"

"না পার, চোক বুজিয়া থাক।"

"আর দেখিলে আমি পাগল হইব।"

"আমি জানিতাম, তোমার হৃদয়ে সাহস আছে। যাহা হউক, আমি এখনই হাত ধুইয়া ফেলিতেছি, তাহা হইলেই তো সব চুকিয়া যাইবে? আর তো ভয় পাইবে না?"

"গৌরব, আমার হাতটা ভাল ক'রে দেখ দেখি; হাতে আর রক্তের দাগ নেই তো?"

"কই না, কিছুই নাই।"

"না, এই যে র'য়েছে। আমি স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্চি। কত ধুতেছি, কিছুতেই যায় না। ভাল ক'রে আলো ধরে দেখ দেখি।"

"সাধে তোমার উপর রাগ হয়? কিছু নেই—যাও, শোও গে। শুয়ে একটু ঘুমুলেই সব ঠিক হবে।"

এই বলিয়া গৌরব নিজ হস্ত প্রক্ষালন করিতে গেলেন হাত বেশ করিয়া ধুইয়া, তিনি বস্ত্রপরিবর্ত্তন করিলেন; তৎপরে সেই শোণিত-রঞ্জিত বস্ত্র অগ্নি-সংযোগে পুড়াইয়া ফেলিলেন। সহসা দপ্‌ করিয়া গৃহে আগুন জ্বলিয়া উঠায়, কুমার সিংহ ভয়ে লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিয়া, গৌরব হাসিয়া বলিল, "বোধ হয় একটা ইন্দুর নড়িলেও তুমি আজ মূর্চ্ছা যাইবে। তোমরা কেমন করিয়া যুদ্ধ কর?" কুমার সিংহ কোন কথা কহিলেন না।

তখন গৌরব তাঁহার নিকটে আসিয়া বসিলেন। কুমার সিংহ আবার ভয়ে কিয়দ্দূর সরিয়া গেলেন দেখিয়া ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন,—"দেখো, মূর্চ্ছা যেও না।" তৎপরে তিনি অতি গম্ভীরে স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমার যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে লোপ হইয়াছে। এখন থেকে তোমাকে আমার বুদ্ধিতেই চলিতে হইবে। এত দিন চলিলে, কবে তুমি মহারাণা হইতে।"'

কুমার সিংহ নীরব, তাঁহার কণ্ঠ হইতে শব্দ উচ্চারিত হইবার শক্তি তাঁহাতে আর নাই। তখন গৌরব আবার বলিলেন, "মহারাণা আর নাই। ললিত সিংহ পলাইয়াছে। সে যেরূপ ভীরু, তাহাতে সে নিশ্চয় এই রাত্রিতেই নগর ছাড়িয়া পলাইবে, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক। এদিকে আমি সেই ছুরি, তার বিছানায় ফেলিয়া আসিয়াছি ; তাহার ঘরে ও বিছানায় রক্তের দাগ করিয়া আসিয়াছি। কাল রটাইব যে, সেই মহারাণাকে খুন করিয়া পলাইয়াছে। সকলেই এ কথা বিশ্বাস করিবে। তাহা হইলে কাল তুমিই মাড়োয়ারের মহারাণা ; আর আমি নাথ, মাড়োয়ারের মহারাণী।"

"গৌরব, তুমি বলিলে, সে ছুরি ললিত সিংহের শয্যায় রাখিয়া আসিয়াছ—কই? এই যে সে ছুরি।"

"কোথায় ছুরি? তুমি কাপুরুষেরও অধম। কুমার সিংহ, তোমার ব্যবহারে আমার লজ্জা হইতেছে।"

"এ ছুরি নয়, এই যে ছুরি। গৌরব, আমার হাতের রক্ত এখনও যায় নি। এই দেখিতেছ না লাল—লাল দাগ—জল দেও, আরও ধুই।"

"তুমি সকল কার্য্য পণ্ড করিবে। লোকজনের সম্মুখে এরূপ করিলে, সকলেই সকল কাণ্ড জানিতে পারিবে। তখন কি হইবে, তখন করিবে কি? মাড়োয়ারের ক্ষত্রিয় ঠাকুরগণ কি তোমার শিরচ্ছেদ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিবে?"

কুমার সিংহ নীরবে ভাবিতে লাগিলেন; তৎপরে সহসা বলিয়া উঠিলেন, "গৌরব, সে পাগ্‌লী তো আর নাই?" গৌরব, পাগলিনীর কথা একবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, পাছে পাগলিনী বাঁচিয়া আছে শুনিলে, কুমার সিংহ আরও অধীর হয়েন, এই ভয়ে তিনি বলিলেন,—"পাগলিনী আর নাই, সে মরিয়াছে।" কুমার সিংহ উঠিয়া দাঁড়াইলেন; বলিলেন, "তবে আর ভয় নাই। কুমার সিংহের আর ভয় নাই। গৌরব, কাল সকালে তুমি দেখিও, আমি সম্পূর্ণই আর এক ভিন্ন লোক হইব। আজ হইতে আমি মাড়োয়ারের মহারাণা।"

"আমি তো জানি, তুমিই মাড়োয়ারের মহারাণা হইবার উপযুক্ত পাত্র।"

তখন উভয়ে নিশ্চিন্তমনে শয়ন করিলেন, কিন্তু নিদ্রিত হইলেন না। কল্য মাড়োয়ারের মহারাণা ও মহারাণী হইয়া তাঁহারা কি কি করিবেন, উভয়ে সেই সুখের চিন্তা ও আলোচনা করিতে লাগিলেন। সংসারে মানুষই রাক্ষস, ভগবান আর স্বতন্ত্র কোন রাক্ষস সৃষ্টি করেন নাই।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মাড়োয়ারের রাজধানী কাল যেরূপ আনন্দে পূর্ণ ছিল, আজ তেমনিই শোকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। নগরবাসিগণের মুখে হাসি নাই, কথা নাই, শব্দ নাই। সমস্ত নগরে যেন কি এক বিষাদের ছায়া পতিত হইয়াছে। রাজপুরুষগণ বিষাদিত-মনে ইতস্ততঃ ব্যগ্রভাবে বিচরণ করিতেছেন, দোকানীগণ দোকান খুলে নাই, সৈন্যগণ দুর্গে স্থানে স্থানে দলবদ্ধ হইয়া কথোপকথন করিতেছে। সকলেই যেন ভীত, বিস্মিত ও চমকিত।

মহারাণার হত্যাকাণ্ড অতি প্রত্যূষেই নগরের গৃহে গৃহে প্রচারিত হইয়াছে; যুবরাজও যে নগর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন, তাহাও রটিয়াছে। কে এই ভয়াবহ কাণ্ড করিল? লোকে ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছে

না। কুমার সিংহকে সকলেই অতিশয় ভালবাসেন, তাঁহার গুণে সকলেই মুগ্ধ, তাঁহার দ্বারা যে এই কার্য্য সাধিত হইয়াছে, ইহা কথনই সম্ভব নহে; এ চিন্তা মুহূর্ত্তের জন্যও কাহারও হৃদয়ে উদিত হইল না। যুবরাজ ললিত সিংহ পলায়ন করিলেন কেন? তাঁহাতে ও কুমার সিংহে অতিশয় সদ্ভাব; কয়েকদিন পূর্ব্বে কুমার সিংহ, ললিত সিংহকে প্রকাশ্য দরবারে মাড়োয়ারের ভাবী মহারাণা বলিয়া সম্ভাষণ করিয়াছেন। সুতরাং মহারাণার মৃত্যুতে তিনিই মহারাণা, তবে তিনি কাহার ভয়ে পলাইলেন? নগরবাসিগণ কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, স্থানে স্থানে সমবেত হইয়া, আজ এই বিষয়েরই আলোচনা করিতেছেন।

অতি প্রত্যূষ হইতে অশ্বারোহী পুরুষগণ নগরের চারিদিকে প্রধাবিত হইতেছে। রাজা কুমার সিংহের প্রাসাদ হইতে তাহারা কেহ দুর্গে গমনাগমন করিতেছে, কেহ কেহ আবার মাড়োয়ারের ঠাকুরগণের প্রাসাদে প্রধাবিত হইতেছে। মহারাণার মৃত্যুতে ও যুবরাজের অবর্ত্তমানে কি করা কর্ত্তব্য তাহারই আলোচনা করিবার জন্য রাজা কুমার সিংহ এক দরবার আহ্বান করিয়াছেন।

দুই প্রহরের পর দরবার-মণ্ডপে দেশের মান্য গণ্য সকলেই সমবেত হইয়াছেন। আজ আর সভায় লোক ধরে না।

নগরের অধিকাংশ লোক আজ দরবারে উপস্থিত। দরবারের বাহিরে বিস্তৃত প্রাঙ্গণে প্রায় দশ সহস্র সৈন্য কাতার দিয়া দণ্ডায়মান, তাহারা সকলেই যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত, সকলেই বিষাদিত ও ভীত।

সহসা বাহিরে সৈন্যগণের জয়ধ্বনি শ্রুত হইল। দরবারগৃহে প্রচারিত হইল, রাজা কুমার সিংহ আসিতেছেন। তিনি বহু পারিষদ ও সেনানীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, অশ্বারোহণে রাজ-প্রাসাদের দিকে আসিতেছেন। তাঁহার বদনে কালিমার রেখা; এক রাত্রে তাঁহার বয়স যেন দশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। লোকে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিল, "পিতৃশোকে রাজা কুমার সিংহের হৃদয়ে প্রকৃতই দারুণ আঘাত লাগিয়াছে।"

কুমার সিংহ প্রথমে সৈন্যগণের সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। পরে প্রত্যেক সেনানীর সহিত সাদর সম্ভাষণ করিলেন; তৎপরে অশ্বারোহণে সৈন্যগণের প্রতি স্তরের পার্শ্ব দিয়া গমন করিয়া, তাহাদের অনেকের সহিত মিষ্ট আলাপ করিলেন। তাঁহার এরূপ বিনীত ভাব ও সদাশয়তা তাহারা আর কখনও দেখে নাই; তাহারা সকলেই তাঁহাকে ভাল-বাসিত, আজ তাঁহার ব্যবহারে একবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। পুনঃ পুনঃ তাহারা সকলে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।

তখন রাজা কুমার সিংহ, অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া

সভামণ্ডপে প্রবিষ্ট হইলেন, কিন্তু তথায় তাঁহাকে সৈন্যগণের ন্যায় সকলে সাদর সম্ভাষণ করিলেন না। কেহ কেহ তাঁহার জয়ধ্বনি করিবার প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু সকলে তাহাতে যোগ দান করিলেন না বলিয়া, জয়ধ্বনি সমগ্র সভামধ্যে উত্থিত হইল না। কুমার সিংহ ইহা বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার বদনে যেন কালিমার ছায়া পড়িল; কিন্তু তিনি তন্মুহূর্ত্তেই হৃদয়ভাব হৃদয়ে বিলুপ্ত করিয়া, ধীরপাদক্ষেপে সিংহাসনের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি কি বলিবেন শুনিবার জন্য, সভাশুদ্ধ লোক সকলেই ব্যগ্র; প্রথমে একটা গোল চারিদিকে উত্থিত হইল, কিন্তু কুমার সিংহ কথা কহিতে যাইতেছেন দেখিয়া, সহসা সমস্ত সভামণ্ডপে গভীরতম নিস্তব্ধতা বিরাজিত হইল।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

তখন রাজা কুমার সিংহ বলিলেন, "সভাসদ্ ও নগরবাসিগণ, আজ আপনাদিগকে এক ভয়াবহ সংবাদ দিবার জন্য সভা-মণ্ডপে সমবেত করিয়াছি। ভগবান্ আমার অদৃষ্টে যে এরূপ ক্লেশ লিখিয়াছিলেন, তাহা আমি জানিতাম না।" শোকে কুমার সিংহের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, তাঁহার দুই চক্ষু হইতে জলধারা বহিল; তাহা দেখিয়া সভাশুদ্ধ সকলেই চক্ষুজল সম্বরণ

অক্ষম হইলেন। গদ্গদকণ্ঠে কুমার সিংহ বলিলেন, "মাড়োয়ারের মহারাণা আর নাই, ঘাতুকের হস্তে তাঁহার নিধন হইয়াছে। আমোদ উৎসবের দিনে মাড়োয়ারের সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে।" কুমার সিংহ আর কথা কহিতে পারিলেন না। সভার চারিদিক হইতে ক্রন্দনধ্বনি উঠিল। কেহ কেহ ক্রোধে তরবার উন্মুক্ত করিলেন; বলিলেন, "কুমার সিংহ, কেবল যে আপনি পিতৃহীন, এরূপ নহে।" কেহ কেহ বলিলেন, "সে নরহন্তা পাপী কই? সেনাপতি, দেখাইয়া দিন, আমরা তাহার রক্ত পান করিয়া হৃদয়ের দুঃখ উপশমিত করি।" তখন কুমার সিংহ আবার কথা কহিলেন; বলিলেন, "কি বলিব? বলিতে হৃদয় ফাটিয়া যায়। এ কথা প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে আমার মৃত্যু হইল না কেন? নগরবাসিগণ, অন্য আর কেহ পিতৃহত্যা করিলে, আমি এতক্ষণে তাহার শিরশ্ছেদ করিতাম;" কিন্তু কুমার সিংহ আর বলিতে পারিলেন না, বস্ত্রে বদন আবরিত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সভাসদ্‌গণও ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন।

অবশেষে কুমার সিংহ বলিলেন, "ললিত সিংহকে আমরা সকলেই অতি ভাল বলিয়া জানিতাম। তাহার মনে যে এই ছিল, তাহা আমি কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই। সেই মহারাণা হইত; কিন্তু হায়, তাহার আর বিলম্ব সহিল না। সভাসদ্‌গণ,

আপনারা সকলে এ হত্যা কে করিয়াছে, তাহা স্বচক্ষে দেখিবেন বলিয়া, আমি আমার প্রাসাদ, সকলের জন্য আজ উন্মুক্ত রাখিয়াছি; যান, সকলে গিয়া দেখুন, পামর ললিত সিংহ, বৃদ্ধ মহারাণাকে কিরূপে হত্যা করিয়া, শেষে নিশ্চয়ই ভয়ে মর্ম্মাহত হইয়া, নগর পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়াছে।”

সভাস্থ ব্যক্তিগণ স্তম্ভিত, বিস্মিত ও ভীত;—কাহারও মুখে একটি কথা নাই। তখন কুমার সিংহ আবার বলিলেন, “পিতার দেহ এখনও সেইরূপ অবস্থায় আছে; সেই গৃহ হইতে ললিত সিংহের গৃহ কিরূপ রক্তে রঞ্জিত হইয়াছে, তাহা আপনারা স্বচক্ষে দেখিয়া আসুন। কেবল ইহাই নহে, মহারাণার গৃহদ্বারে যে দুই জন প্রহরী ছিল, ললিত সিংহ তাহাদিগের হস্তপদ বদ্ধ করিয়া, কিরূপে মহারাণাকে হত্যা করিয়াছে, তাহা তাহাদেরই জিজ্ঞাসা করুন।”

সকলেই নীরব, নিস্পন্দ। কুমার সিংহ বলিলেন, “এক্ষণে আপনাদের কি মত, তাহা সকলে প্রকাশ করিয়া বলুন। আমি আপনাদের চিরদাসানুদাস,—আপনাদের আজ্ঞা পালন করিতে পারিলেই, আমি জীবন সার্থক মনে করিব।”

প্রায় দশ মিনিট কেহই কথা কহিলেন না; তখন কুমার বীরেন্দ্র সিংহ ধীরে ধীরে উঠিলেন,—তিনি কি বলিবেন শুনিবার জন্য, সকলেই তাঁহার দিকে চাহিলেন। সকলে

জানিতেন, বীরেন্দ্র সিংহ, ললিত সিংহের পরম বন্ধু। বীরেন্দ্র সিংহ বলিলেন, "সভাসদ্‌গণ, যুবরাজের অবর্ত্তমানে তাঁহার হইয়া দুই এক কথা বলা নিতান্ত আবশ্যক। সকলেই জানেন, আমি তাঁহার বিশেষ বন্ধু। এ জীবনে তিনি এমন কিছুই কখনও করেন নাই, যাহা আমি জানি না, বা তিনি আমাকে বলেন নাই। আপনাদিগকে আমি নিশ্চিত করিয়া বলিতেছি, তাঁহার দ্বারা এ ভয়াবহ ব্যাপার সংঘটিত হয় নাই। এ হত্যা-কাণ্ডের সংবাদ আমি তাঁহাকে প্রথম প্রদান করি,—তাঁহারও জীবন শঙ্কটাপন্ন মনে করিয়া, তিনি নগর পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।" এই বলিয়া বীরেন্দ্র সিংহ নীরব হইলেন; তখন কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সংবাদ আপনি কিরূপে কোথায় পাইলেন? কিরূপেই বা যুবরাজকে এ সংবাদ দিলেন? তখন তিনি কি অবস্থায় কোথায় ছিলেন?" কিন্তু বীরেন্দ্র সিংহ এ সকল প্রশ্নের একটিরও উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না। তাহা হইলে সভাসমক্ষে সুষমার নাম করিতে হয়। তাহা হইলে বলিতে হয় যে, যুবরাজ এ সংবাদ প্রথমে পাইয়া, রাজা কুমার সিংহের প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া নিজ প্রাসাদে আসিয়াছিলেন। এ কথা বলিলে, তাঁহার উপর সন্দেহ আরও অধিক জাগরূক হইবে। মুহূর্ত্তমধ্যে এই সকল কথা বীরেন্দ্র সিংহের হৃদয়ে উদিত হইল। তিনি বলিলেন, "সকল প্রশ্নের

উত্তর প্রদান করিতে আমি এক্ষণে অক্ষম ;—তবে তিনি যে হত্যাকাণ্ড করেন নাই, এ কথা প্রমাণের জন্য আমি প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত। বিশেষতঃ, তিনি এক্ষণে মাড়োয়ারের মহারাণা। নগর পরিত্যাগ করিবার সময় তিনি রাজ্যশাসনেরও বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যদি বৃদ্ধ মন্ত্রী মহাশয় রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন, তবে তাঁহার পুত্র মন্ত্রী হইবেন। অজয় সিংহ সেনাপতি হইবেন, সুহাস সিংহ কোষাধ্যক্ষ হইবেন,—আর আমাকে তিনি মহারাণীর রক্ষক নগরের প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন।”

বীরেন্দ্র সিংহের এই কথায়, ললিত সিংহের উপকার না হইয়া বরং অনুপকার হইল। অনেকেই, নিজে কোন রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না শুনিয়া, মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলেন ;—বীরেন্দ্র সিংহের প্রতি অনেকেরই বিদ্বেষ জন্মিল। সভামধ্যে একটা গোল উঠিল। সকলেই যেন পরস্পরে কি বলাবলি করিতে লাগিলেন, কিন্তু কাহারই কথা স্পষ্ট শুনা গেল না।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রায় অর্দ্ধঘটিকা এইরূপ গোলযোগে কাটিল। অবশেষে বৃদ্ধ মন্ত্রী মহাশয় উঠিয়া বলিলেন,—"মাড়োয়ারের ঠাকুরগণই মাড়োয়ারের স্তম্ভ, তাঁহাদের মতেই চিরকাল মাড়োয়ার-সিংহাসনের গোলযোগ ও রাজকার্য্যের মতভেদ মিটিয়া আসিতেছে, এ বিষয়ে তাঁহাদেরই মত গ্রহণ প্রয়োজন।"

তখন ঠাকুরগণ পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তৎপরে বৃদ্ধ ঠাকুর লছমিপৎ সিংহ উঠিয়া বলিলেন, "এ বিষয়ের মীমাংসার জন্য আজিকার মত সভা স্থগিত থাকুক; আমরা স্বচক্ষে সকলে এই হত্যাকাণ্ড দর্শন করিব, পরে কাল সভায় আমাদের মতামত সকলই প্রকাশ করিব। বোধ হয়, এ প্রস্তাবে কাহারই অমত নাই।"

সে দিবসের মত সভা ভঙ্গ হইল। তখন দলে দলে সকলে রাজা কুমার সিংহের প্রাসাদে হত্যাকাণ্ড দেখিতে গেলেন। প্রহরিদ্বয় সর্ব্বসম্মুখে বলিল যে, তাহাদের হস্তপদ বদ্ধ করিয়া, ললিত সিংহ মহারাণাকে হত্যা করিয়াছেন,—তাহারা ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছে। তাহারা দুই জন মাত্র, কিন্তু ললিত সিংহের সহিত আরও ৪।৫ জন লোক ছিল, তাহারা কে, তাহা তাহারা বলিতে পারিল না। সকলেই

দেখিলেন, ললিত সিংহের শয্যা ও গৃহ রক্তে রঞ্জিত, একখানি ছুরিকাও শয্যায় পড়িয়া আছে। এই সকল দেখিয়া অনেকেরই বিশ্বাস হইল যে, এ কার্য্য ললিত সিংহ কর্ত্তৃক সংঘটিত হইয়াছে। ইহার উপর কুমার সিংহ নানারূপ উপায়ে অনেককেই হস্তগত করিলেন। কাহাকেও বা উচ্চ রাজকার্য্য প্রদান করিবার জন্য অঙ্গীকার করিলেন, কাহাকেও বা অর্থ ও জায়গীর প্রদানের প্রলোভন দেখাইলেন, কাহাকেও বা মিষ্ট কথায়, কাহাকেও বা তোষামোদে, কাহাকেও আবার প্রলোভনে, কাহাকেও বা ভয় দেখাইয়া, তিনি নিজ দলে আনয়ন করিলেন। ললিত সিংহ উপস্থিত থাকিলে, হয় ত যাঁহারা অন্ততঃ চক্ষুলজ্জায়ও তাঁহার সহায়তা করিতেন, তাঁহারাও এক্ষণে কুমার সিংহের দলস্থ হইয়া পড়িলেন। সমস্ত দিবস ও সমস্ত রাত্রি বীরেন্দ্র সিংহ, ঠাকুরদিগের গৃহে গৃহে গমন করিয়া, অনেক সাধা-সাধনা করিলেন, কিন্তু দুই একজন ব্যতীত অনেকেই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

পরদিবস যথাসময়ে আবার রাজসভার অধিবেশন হইল। গত দিবস যেরূপ জনতা হইয়াছিল, আজ তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক হইয়াছে ;—আজ আর লোক একেবারেই ধরে না। অনেকেই সভামণ্ডপে প্রবেশাধিকার না পাইয়া, বাহিরে

প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান রহিয়াছে,—নগরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই যেন আজ দরবারে আগমন করিয়াছেন। দলে দলে ঠাকুরগণ আসিতেছেন; সৈন্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সেনা-পতিগণ একে একে উপস্থিত হইতেছেন। রাজকর্ম্মচারিগণ বিষণ্নবদনে চিন্তাকুলভাবে রাজসভায় প্রবিষ্ট হইতেছেন।

সকলেই উপস্থিত, কিন্তু তখনও কুমার সিংহ আইসেন নাই। তাঁহার আসিবারও আর বিলম্ব নাই। সকলেই তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। এই সময় বাহিরে পুনঃ পুনঃ জয়ধ্বনি উত্থিত হইতে আরম্ভ হইল;—সকলেই বুঝিলেন, রাজা কুমার সিংহ আসিতেছেন। তিনি যে মাড়োয়ারের মহারাণা হইবেন, ইহা সকলেরই একরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছে। আজ তাই বোধ হয়, রাজা কুমার সিংহের সভামণ্ডপে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সকলে একেবারে দণ্ডায়মান হইয়া, তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন। ইহা দেখিয়া কুমার সিংহের বদনে মুহূর্ত্তের জন্য আনন্দের ছায়া ক্রীড়া করিয়া উঠিল; কিন্তু তিনি হৃদয়ের সে ভাব গোপন করিয়া, পিতৃহীন ব্যক্তির ন্যায় বিষণ্নবদনে সভামণ্ডপে প্রবিষ্ট হইয়া, ধীরে ধীরে সিংহা-সনের পার্শ্বে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ সকলেই নীরব;—অবশেষে লছমিপৎ সিংহ উঠিয়া বলিলেন, "আমাদের সকলেরই বিশ্বাস, যে কারণেই

হউক, ললিত সিংহই মহারাণাকে হত্যা করিয়াছেন; সুতরাং আমরা কেহই কোন মতে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতে পারি না। তাঁহাকে সিংহাসনে অধিবেশন করিতে দিয়া, মাড়োয়ারের সিংহাসন কলঙ্কিত করিতে দিব না; সুতরাং সেনাপতি কুমার সিংহ আজ হইতে মাড়োয়ারের মহারাণা।" চতুর্দ্দিক হইতে সকলে নূতন মহারাণার জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন, কেহ এ বিষয়ের আপত্তি করিতে ইচ্ছা করিলেও, তাঁহাদের আপত্তি সাধারণ গোলযোগের মধ্যে পড়িয়া বিলীন হইয়া গেল

কোলাহল একটু শমিত হইলে, বীরেন্দ্র সিংহ উঠিয়া বলিলেন, "এ প্রস্তাবে সকলের যে একমত নহে, তাহাই মাড়োয়ারবাসিগণকে জানাইবার জন্য আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে চাহি যে, যুবরাজ ললিত সিংহ কখনই এ হত্যাকাণ্ড করেন নাই, আর তাঁহাকে ভিন্ন আমি আর কাহাকেও মহারাণা বলিয়া স্বীকার করিব না।" এই কথায় চারিদিকে একটা ভয়ানক কোলাহল উঠিল। রাজকর্ম্মচারিগণ বহু চেষ্টায় সেই গোলযোগ নিস্তব্ধ করিলে, সভামণ্ডপের এক প্রান্ত হইতে একটি বালক উঠিলেন। তাঁহার অপরূপ বেশ,—অপরূপ সৌন্দর্য্য মুহূর্ত্তমধ্যে সকলেরই দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হইল।

তখন বালকবীর জুমেলিয়া বলিলেন, "সভাসদ্‌গণ, ভীল-জাতি চিরকাল মাড়োয়ার-সিংহাসনের পৃষ্ঠপোষক। ঠাকুর-

দিগের ন্যায় মাড়োয়ারের রাজকার্য্যে তাহাদের কোন কথা কহিবার অধিকার না থাকিলেও, এরূপ গুরুতর বিষয়ে বোধ হয়, আপনারা সকলেই তাহাদিগকে তাহাদের মনোভাব প্রকাশ করিতে অনুমতি করিবেন।” রাজা কুমার সিংহ উঠিয়া বলিলেন, “ভীলগণ আমাদের পরম বন্ধু, আমরা অতি আনন্দের সহিত তাঁহাদের অভিমত জানিতে ইচ্ছা করি। তাঁহারা বহু সময়ে মাড়োয়াররাজ্যের সাহায্য করিয়াছেন, আর চিরকাল করিবেন, এরূপ আশাও করা যায়।” এই বলিয়া তিনি চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—“যদি কোন ভীলসর্দ্দার দরবারে উপস্থিত থাকেন, তবে তিনি অনায়াসে তাঁহার অভিমত জ্ঞাপন করিতে পারেন।” তখন জুমেলিয়া বলিলেন, “রাজা কুমার সিংহ, আমার নাম জুমেলিয়া। রাজপুতানার উত্তর হইতে দূর দাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সকল স্থানের ভীলগণ, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তাঁহাদের নেতার পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহাদেরই অভিপ্রায়ে আমি আজ এ সভায় আসিয়াছি, আমি যাহা বলিব, তাহা তাঁহাদেরই অভিমত।”

কুমার সিংহ দণ্ডায়মান ছিলেন, ধীরে ধীরে বসিলেন। বৃদ্ধ লছমিপৎ সিংহ বলিলেন, “আপনি অনায়াসে আপনার অভিমত বলিতে পারেন।” তখন জুমেলিয়া বলিলেন, “ললিত

সিংহ মহারাণাকে হত্যা করিয়াছেন কি না, জানি না করিয়া থাকেন, তাঁহার দণ্ড হউক; কিন্তু তাঁহার অবর্ত্তমানে মহারাণী সৌরভদেবীর গর্ভে যে শিশু জন্মিবেন, তিনিই ন্যায়সঙ্গত মাড়োয়ারের অধীশ্বর। পিতার দোষের জন্য শিশুর ন্যায্য অধিকার বিচ্যুত হইতে পারে না। আমরা ভীলগণ সেই শিশুকেই মাড়োয়ারের মহারাণা বলিয়া স্বীকার করিব,—অন্য কাহাকেও করিব না।"

ঊনচত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ।

জুমেলিয়ার তেজঃপূর্ণবাক্যে সভাস্থ সকলে বিস্মিত হইলেন। দূরস্থ ব্যক্তিগণ কোলাহল করিয়া উঠিলেন, নিকটস্থ ব্যক্তিগণ জুমেলিয়াকে বিশেষ করিয়া দেখিবার জন্য তাঁহার দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলেন; এই সময়ে বীরেন্দ্র সিংহও সভা পরিত্যাগের প্রয়াস পাইলেন। ইহা দেখিয়া, রাজা কুমার সিংহ তাঁহার কয়েকজন পারিষদকে ইঙ্গিত করিলেন। তাঁহারা অনুমতি পাইবামাত্র, উঠিয়া বীরেন্দ্র সিংহকে বন্দী করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। এই ব্যাপারে চারিদিকে এক ভয়ানক গোলযোগ উঠিল। উভয়দিক হইতেই লোকগণ আসিয়া সভাগৃহ পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। অনেকেই অসি নিষ্কোষিত করিলেন,

অনেকেই কি হইতেছে ও কি হইবে বুঝিতে না পারিয়া, আত্ম-রক্ষার জন্য উন্মুক্ত-অসি-হস্তে দণ্ডায়মান হইলেন। রাজকর্ম্ম-চারিগণ এই গোলযোগ মিটাইতে যাইয়া, আরও গোল বৃদ্ধি করিলেন।

অবশেষে গোলযোগ কতক মিটিল। তখন কাহারও অনু-মতির অপেক্ষা না করিয়া, কুমার সিংহ মাড়োয়ারের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। সভাস্থ ব্যক্তিগণ তাঁহার জয়ধ্বনি করিলেন; বাহিরে সৈন্যগণ গগন বিদীর্ণ করিয়া তাঁহার জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

তখন কুমার সিংহ সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহারাণার শোকচিহ্ন-স্বরূপ এক মাস সমস্ত মাড়োয়ার প্রদেশে আমোদ প্রমোদ বন্ধ থাকিবে। এক মাস পরে আমার সিংহাসন অধিরোহণ করিবার জন্য অভিষেক-ক্রিয়া হইবে। আর সমস্ত প্রজাগণের এক বৎসরের কর আজ হইতে মাপ হইল; সৈন্য-গণকেও তিন মাসের মাহিনা রাজকোষ হইতে অগ্রিম প্রদত্ত হইবে। আমাদের হৃদয়-উচ্ছ্বাসকে নষ্ট করিয়া, আন্তরিক নিতান্ত কষ্ট সত্ত্বেও কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে। ললিত সিংহ, মহারাণাকে হত্যা করিয়াছে, সুতরাং তাহার প্রাণদণ্ড অপরি-হার্য্য। তাহাকে জীবিত বা মৃত যিনি আনিয়া দিতে পারিবেন, তাঁহাকে রাজকোষ হইতে লক্ষ মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করা

হইবে। আর বীরেন্দ্র সিংহ প্রকাশ্য রাজসভায় রাজদ্রোহিতা করিয়াছেন, তিনি বন্দী হইবেন, পরে তাঁহার বিচার হইবে। যে বালক জুমেলিয়া নাম ধারণ করিয়া আমার সিংহাসন অধিরোহণে আপত্তি করিয়াছে, প্রহরিগণ তাহাকেও এক্ষণে বন্দী করিবে। সভাসদ্‌গণ, এক্ষণে আজিকার মত আপনারা বিদায় হইতে পারেন ; কারণ, অদ্য আমাকে রাজ্যশাসনের নূতন বহুবিধ বন্দোবস্ত করিতে হইবে।”

সভা ভঙ্গ হইল। প্রহরিগণ, রাজাজ্ঞায় বীরেন্দ্র সিংহকে বন্দী করিলেন, কিন্তু জুমেলিয়াকে অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া গেল না। মধ্যে যে সময়ে চারিদিকে ভয়ানক গোল উঠিয়াছিল, সেই সময়ে সেই গোলযোগে জুমেলিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। রাজসভায় সে আর নাই। প্রহরিগণ চারিদিকে তন্ন তন্ন করিয়া তাহার অনুসন্ধান করিল, কিন্তু কোথায়ও তাহাকে পাইল না।

সহসা সভার এক প্রান্তদেশ হইতে অট্টহাস্যধ্বনি উত্থিত হইল, সে হাসি আর থামে না! সভাস্থ ব্যক্তিগণ বিস্মিত হইয়া সেই দিকে চাহিলেন ; কিন্তু প্রথমে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, কেবল হাসিই শুনিতে পাইলেন। অবশেষে “ভীলদের ভোম্‌রা” এই শব্দ চারিদিকে উঠিল। সেই শব্দ কুমার সিংহের কর্ণেও প্রবিষ্ট হইল। ইহা শুনিয়া তাঁহার

বদনে কালিমার ছায়া পড়িল, হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইতে আরম্ভ করিল।

বহুকষ্টে তিনি হৃদয়ের ভাব গোপন করিয়া, সভামধ্যে বিরাজ করিতেছিলেন। তাঁহার জীবনের একমাত্র কণ্টক ভ্রমর আর নাই ভাবিয়াই, তিনি হৃদয়ে এত বল পাইয়াছিলেন; সহসা সে বাঁচিয়া আছে দেখিয়া ও তাঁহারই রাজসভায় তাহাকে উপস্থিত জানিয়া, তাঁহার হৃদয় হইতে সমস্ত বল অন্তর্হিত হইল। তিনি ভয়ে রাজসভা পরিত্যাগ করিয়া, পলায়নে উদ্যত হইলেন; তাঁহার ভাব দেখিয়া সভাসদ্গণ বিস্মিত হইয়া, সকলেই তাঁহার সহসা এই ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিবার জন্য, তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলেন। ইহাতে আবার সমস্ত সভামণ্ডপে এক গোল উঠিল, চারিদিকে কোলাহল ও ঠেলাঠেলি আরম্ভ হইল।

এই গোলযোগের মধ্যে দুই হস্তে লোক ঠেলিয়া ফেলিয়া, হাসিয়া লুটিয়া পড়িতে পড়িতে ভ্রমর ছুটিতেছিল, তাহার যেন হৃদয়ে আমোদ আর ধরে না। সভাস্থ লোকগণও পাগলিনীকে পথ ছাড়িয়া দিতেছিলেন। ভ্রমর হাসিতে হাসিতে প্রথমে সিংহাসনের দিকে আসিতেছিলেন, মধ্যে মধ্যে বলিতেছিলেন, "আমি যে মাড়োয়ারের মহারাণী; আমায় চিন্তে পার্‌বে না, পার্‌বে কেন,—পার্‌বে কেন,—পার্‌বে কেন?"

অৰ্দ্ধেক পথ আসিয়া সহসা ভ্রমর চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল; তৎপরে বিকট চীৎকার করিয়া বলিল, "না—না—না।—রাক্ষস—রাক্ষস—রাক্ষস।" এই বলিয়া সে ফিরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তীরবেগে সভামণ্ডপ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

এই সকল কার্য্য এতই শীঘ্র হইল যে, মহারাণা কুমার সিংহ কি করিবেন, কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। যখন ভ্রমর, সভা হইতে অন্তর্হিতা হইল, তখন তাঁহার হৃদয়ে আবার পূর্ব্ব তেজ ও সাহস আসিয়া দেখা দিল; তিনি তখন সভাসদ্‌গণকে বলিলেন, "জুমেলিয়া পলায়ন করিয়াছে, এ পাগল রাজসভায় আসিয়া আমাদিগের রাজকার্য্যে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটাইয়াছে। কেহ এই পাগ্‌লাকে ধৃত করিয়া কারাগারে প্রেরণ করুন। আমার বোধ হইতেছে, এ প্রকৃত পাগল নহে,—পাগলের ভাণ করে মাত্র। পরে বিচারে যাহা প্রমাণ হয়, ইহার সম্বন্ধে তাহাই করা যাইবে। উপস্থিত অদ্যকার মত সভাভঙ্গ হউক।"

চত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ

তিন মাস উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কুমার ললিত সিংহের কোনই সংবাদ নাই। বীরেন্দ্র সিংহও তাঁহাকে কোনই সংবাদ দিতে পারেন নাই। কুমার সিংহ যে দিন হইতে বিস্তৃত মাড়োয়ারের মহারাণা হইয়াছেন, সেই দিন হইতে বীরেন্দ্র সিংহ কারাগারে;—সর্ব্বদা প্রহরিগণ তাঁহার কারাগারদ্বারে দণ্ডায়মান, পলায়নের কোনই সুবিধা বা আশা নাই। মাড়োয়ারে কি ঘটিল, ললিত সিংহেরই বা কি হইল, তাহার তিনি কিছুই জানিতে পারিলেন না।

সৌরভ, স্বামীবিহনে দিবারাত্রি নয়নজলে ভাসিতেছে। ললিত সিংহ তাহাকে সংবাদ দিবেন বলিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তিন মাস উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তবুও তাঁহার কোনই সংবাদ নাই। মাড়োয়ারের রাজধানীতে সে আর নাই, রাজধানীতে পাছে দেশের লোকের প্রতি সহানুভূতি হয়, এই ভয়ে গৌরবের পরামর্শে, কুমার সিংহ, সৌরভকে দূর চিতোরদুর্গে প্রেরণ করিয়াছেন। তথায় কেবল মাত্র সখী মালতীর সহিত দুঃখিনীর ন্যায় সৌরভ বাস করিতেছে। যে মাড়োয়ারের মহারাণী হইবে, নিয়তিচক্রে সেই দীনদুঃখিনী হইয়াছে। ইহার জন্য তাহার দুঃখ নহে; ললিত সিংহকে সে যে আর দেখিতে

পাইবে না, ইহাই তাহার হৃদয়ের দুঃখ! নির্জ্জনে একাকিনী সৌরভ, স্বামীর জন্য বিরলে কাঁদিত। তাহার দুঃখের সময়ে তাহাকে সকলেই ত্যাগ করিয়াছিল, কেবল মালতী ত্যাগ করে নাই। সে সৌরভকে কত প্রবোধবাক্য বলিত, তাহাকে সে কত বুঝাইত; কিন্তু সৌরভের মন বুঝিলেও হৃদয় বুঝে না।

নির্জ্জনে চিতোরদুর্গে সৌরভের একটি পুত্র হইয়াছে। যাহার জন্মে কত আমোদ উৎসব হইবে, তাহার জন্মসংবাদ কেহ জানিল না,—কেহ জানিবার চেষ্টাও করিল না। সৌরভ, নিজ শিশু-পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া, আদর করিয়া তাহাকে শত সহস্র চুম্বন করিত, আর কাঁদিয়া তাহার বুক ভাসাইয়া দিত। তাহার জীবনে আর কোনই কাজ নাই, আশা নাই, ইচ্ছা নাই;— শিশুটি ভিন্ন তাহার জীবনের আর কোন অবলম্বনও নাই।

মালতী যখন সৌরভের হাত দুটি ধরিয়া তাহার নয়নাশ্রু মুছাইয়া দিয়া বলিত, "সখি, চিরদিন দুঃখে কখনও যাইবে না; অবশ্যই ললিত সিংহ ফিরিয়া আসিবেন। তিনিই মাড়োয়ারের মহারাণা হইবেন, তিনি পূর্ব্বের ন্যায় তোমাকে আবার সেইরূপ আদর করিবেন।" সৌরভ, মালতীর কথায় কোন উত্তর দিত না, কেবল তাহার দুই চক্ষে জলধারা বহিত; এবং সে পুনঃ পুনঃ ঘাড় নাড়িয়া বলিত, "না।"

গৌরবের সুখের সীমা নাই। গৌরবের সকল আশা পূর্ণ

হইয়াছে। গৌরব মাড়োয়ারের মহারাণী হইয়াছেন। তাঁহার দাসদাসী, সখীর সংখ্যা হয় না, তাঁহার বিলাসিতার বর্ণনা হয় না, তাঁহার জাঁকজমকের তুলনা নাই। তাঁহার ক্ষমতাও অসীম ; কারণ, প্রকৃতপক্ষে তিনিই মহারাণা, কুমার সিংহ তো তাঁহার হাতে ক্রীড়ার পুত্তলী।

অতুল সুখে ভাসমানা হইয়া গৌরব, দুঃখিনী ভগিনীর কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। সৌরভ বলিয়া এ সংসারে যে কেহ আছে, তাহা তাঁহার আর মনে নাই। দুঃখিনী ভগিনী যে বিরলে বসিয়া নয়নজলে ভাসিতেছে, তাহা তাঁহার এক-বারও মনে হয় না। তাঁহার প্রাসাদে সর্ব্বদাই আমোদপ্রমোদ, সে উল্লাসের তরঙ্গে দুঃখিনী সৌরভ, মুহূর্ত্তের জন্যও স্থান পায় না।

কুমার সিংহ মহারাণা হইলে, মাড়োয়ারবাসিগণ তাহাদের ভ্রম কতক কতক বুঝিতে পারিয়াছে। প্রথমে তাহারা সকলে যেরূপ আনন্দে কুমার সিংহকে মহারাণা বলিয়া সম্ভাষণ করিয়াছিল, এক্ষণে আর সেরূপ আনন্দ নাই। প্রবল পরাক্রমে মহারাণা কুমার সিংহ প্রজাপালন করিতেছেন। উৎপীড়ন আরম্ভ হইয়াছে, তাঁহার সিংহাসনাধিরোহণের সমসম কালে তিনি যেমন সকলের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন,—যেমন সকলকে বিশেষরূপে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, এক্ষণে

তাঁহার আর সে ভাব নাই। প্রজাগণের উপরও পীড়ন হইতেছে।

কুমার সিংহের হৃদয়ে সর্ব্বদাই আগুন জ্বলিতেছে। যাতনায় তাঁহার হৃদয় দগ্ধীভূত হইতেছে, কিন্তু প্রকাশ করিবার উপায় নাই; সে যাতনায় আর্ত্তনাদ করিবার উপায় নাই। বিরলে তাঁহাকে এই অসহনীয় যাতনা সহ্য করিতে হইতেছিল; কিন্তু এ যাতনা কি সহ্য হয়! তিনি সুরাপান আরম্ভ করিলেন। দিবারাত্রি সুরায় নিমগ্ন হইয়া থাকিতে লাগিলেন, নৃত্যগীত তাঁহার প্রাসাদে দিবারাত্রিই চলিতেছে, বারবনিতাগণ দেশ-বিদেশ হইতে আনীত হইতেছে।

আর রাজকার্য্যে মন নাই। সুবিধা বুঝিয়া রাজকর্ম্মচারিগণ দুই হস্তে রাজভাণ্ডার লুণ্ঠন করিতেছেন। বৃদ্ধ মন্ত্রী শোকে ও দুঃখে রাজকার্য্য হইতে অপসৃত হইয়াছেন, পুরাতন রাজ-কর্ম্মচারিগণ আর কেহই নাই; তাঁহাদের পদে নীচ, উদ্ধত, অজ্ঞ তোষামোদকারী পারিষদগণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। দিন দিন অর্থের আবশ্যক বৃদ্ধি পাইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে প্রজাদিগের রক্ত শোষিত হইতেছে। তাহারা বিরলে কুমার ললিত সিংহের জন্য ক্রন্দন করিতেছে। সম্ভ্রান্ত ঠাকুরগণ প্রত্যহ লজ্জিত ও অপমানিত হইতেছেন, তাঁহারাও এক্ষণে যুবরাজের জন্য বিলাপ করিতেছেন। কিন্তু উপায় নাই; দুর্দ্দান্ত ও প্রবলপরাক্রান্ত

কুমার সিংহের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিবার সাহস বা ক্ষমতা কাহারই নাই।

সুরাপান করিয়া, নৃত্যগীতে মগ্ন হইয়া ও বিলাসসাগরে ভাসমান হইয়াও, কুমার সিংহ নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। একে হৃদয় অহরহ জ্বলিতেছে, তাহার উপর তিনি সময় সময় যেন বৃদ্ধ মহারাণা তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া, তাঁহার রক্তাক্ত হৃদয় দেখাইয়া নীরবে কি বলিতেছেন; দিন রাত্রি প্রায় সকল সময়েই কুমার সিংহ এইরূপ বিভীষিকা দেখিতেছেন। তাহার হৃদয়ে অসীম বল, দিবারাত্রি তাঁহার হৃদয়ে মহারাণী গৌরব, নিজ হৃদয়ের রাক্ষসী-বল অবিরলধারে বর্ষণ করিতেছেন, নতুবা নিশ্চয়ই তিনি পাগল হইতেন।

কেবল ইহাই নহে, দূর দাক্ষিণাত্যে তিনি যে ভয়াবহ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, মধ্যে মধ্যে সে স্বপ্নও দেখিতেছেন। সর্ব্বদাই যেন ভ্রমর তাঁহার আশেপাশে ছুরিকা লইয়া ঘুরিতেছে,—সর্ব্বদাই কুমার সিংহের চক্ষের উপর যেন মৃত্যু নৃত্য করিতেছে।

তাঁহার আজ্ঞায় দেশের সমস্ত পাগল ধৃত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। কত অভাগিনী নিরপরাধিনী বালিকা, ভ্রমর বলিয়া ধৃত হইয়া কারাগারে পচিতেছে; কত বালিকা ভ্রমর বলিয়া হত হইয়াছে,—নারীর শোণিতে মাড়োয়ার ভাসিয়া

গিয়াছে। কিন্তু ভ্রমর মরে নাই, ভ্রমরকে পাওয়া যায় নাই,—ভ্রমরকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

ভ্রমরের জন্য কুমার সিংহ, ভীলদের সহিত কলহ করিয়াছেন। জুমেলিয়াকে ধৃত করিবার জন্য, ভীলরাজ্যে দলে দলে সৈন্য প্রেরণ করিয়া, তাহাদের উপর নানাবিধ অত্যাচার করিতেছেন। ভীলগণ সকলেই তাঁহার পরম শত্রু হইয়াছে।

এত করিয়াও কুমার সিংহের হৃদয়ে শান্তি জন্মিল না। তিনি দেবীমন্দিরের সেই সন্ন্যাসীর অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। সমস্ত রাজ্যমধ্যে তাঁহার অনুজ্ঞা প্রচারিত হইল। যেখানে যে সন্ন্যাসী ছিলেন, সকলেই একে একে ধৃত হইয়া নগরে আনীত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের উপর কত অত্যাচার, কত লাঞ্ছনা হইল, কত জন কারাগারেই রহিলেন,—মহারাণা তাঁহাদের দেখিবার সময় পাইলেন না। দেশে এই সকল ঘটনায় বড়ই অশান্তি জন্মিল। সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ, ধর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তিগণের প্রতি অত্যাচার হইতেছে দেখিয়া, সমস্ত মাড়োয়ারবাসিগণ মনে মনে কুমার সিংহের প্রতি বড়ই ক্রুদ্ধ হইলেন ;—কিন্তু উপায় নাই। ললিত সিংহের কোনই সংবাদ নাই।

একচত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ।

এক দিন সময় পাইয়া জনৈক পারিষদ, মহারাণাকে বলিলেন, "মহারাজ, আজ্ঞামত অনেক সন্ন্যাসী ধৃত হইয়া কারাগারে বাস করিতেছে। একবার ইহাদিগকে দেখিলে হয় না? আপনি কোন্ সন্ন্যাসীকে চান, তাহা আপনি না দেখিলে, জানিবার উপায় নাই।" কুমার সিংহ সর্ব্বদাই আমোদ-প্রমোদে নিমগ্ন,—সন্ন্যাসী দেখিবার সময় পান না। এমন কি, অনেক সময়ে তিনি সন্ন্যাসীদিগের কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়া যান। অদ্য তাঁহাদের কথা স্মরণ হওয়ায়, তিনি সন্ন্যাসীদিগকে দেখিবার জন্য কারাগারে চলিলেন।

তখন প্রায় শতাধিক সন্ন্যাসী বন্দিরূপে বাস করিতেছেন। সকলগুলিকে দেখিয়া মহারাণা ফিরিতেছেন, সহসা তাঁহার দৃষ্টি পান্তস্থিত এক সন্ন্যাসীর প্রতি পড়িল। মুহূর্ত্তমধ্যে তিনি চিনি-লেন। পারিষদদিগকে বলিলেন, "ঐ সন্ন্যাসী ব্যতীত আর সকলকে ছাড়িয়া দেও। আমি যাহাকে চাই, তাহাকে পাইয়াছি। আজ হইতে আর সন্ন্যাসী ধরিবার আবশ্যক নাই।"

অন্যান্য সন্ন্যাসিগণ মুক্তি পাইয়া, অনতিবিলম্বে কারাগার পরিত্যাগ করিলেন। যে সন্ন্যাসীকে মহারাণা চাহেন, তিনিও উঠিতেছিলেন; কিন্তু একজন প্রহরী তাঁহার নিকট আসিয়া

বলিল, "তুমি নয় ঠাকুর, ব'সো।" সন্ন্যাসী বলিলেন, "কেন, বাবা ?"

"মহারাণা তোমাকে চান ?"

"আমি তো বাইজী নই, বাবা।"

"মুখ সামালিয়া কথা কহিও, নতুবা ব্রাহ্মণ বলিয়া বাঁচিবে না।"

"বটে বাবা, তবে চুপ্ করিলাম।"

অন্যান্য সন্ন্যাসিগণ চলিয়া গেলে, কুমার সিংহ পারিষদদিগকে বলিলেন, "আপনারা সকলে একটু অন্যত্র অপেক্ষা করুন; এই সন্ন্যাসীর সহিত আমি একটু গোপনে কথা কহিব।" তৎক্ষণাৎ তাঁহারা সকলে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। তখন কুমার সিংহ সন্ন্যাসীর নিকট আসিয়া বলিলেন, "আমাকে চিনিতে পারেন ?"

"পারি, আপনি মাড়োয়ারের মহারাণা।"

"আপনি যাহা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, তাহা ফলিয়াছে।"

"অবশ্য ফলিবে ; কারণ, জ্যোতিষশাস্ত্র কখনই মিথ্যা হয় না।"

"আপনি কত দিন কারাগারে আছেন ?"

"যত দিন আপনার প্রহরিগণ ধরিয়া আনিয়া রাখিয়াছে।"

"যাহা হউক, আর আপনাকে কারাগারে থাকিতে হইবে না ; আপনাকে আমি খব যত্নে ও সমাদরে রাজসভায় রাখিব।"

"সে আপনার অনুগ্রহ।"

"আপনার নিকট আমার অনেক বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার আছে।"

"বলুন, যথাসাধ্য উত্তর দিতেছি।"

"আপনি যাহা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, তাহা ফলিয়াছে।"

"তাহা দেখিতে পাইতেছি।"

"আপনার মন্দিরে আমি একটি মেয়েকে দেখিয়াছিলাম।"

"ভ্রমর।"

"হাঁ, ভ্রমর। সেটি কি আপনার কন্যা?"

"পালিতা কন্যা।"

"সেও আমাকে একটি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল : সেটিও কি ফলিবে?"

"সে পাগল।"

"আপনাকে আমার জন্য একটু কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে। আপনি গণনার সাহায্যে জানিয়াছিলেন, আমি মাড়োয়ারের মহারাণা হইব,—আমি তাহা হইয়াছি। এক্ষণে আমার কিসে মৃত্যু হইবে, তাহাই আপনাকে গণনা করিতে হইবে।"

"মহারাজ, আমরা মৃত্যু গণনা করি না।"

"এটি আপনাকে করিতেই হইবে।"

"যদি না করি ?"

"তবে আজীবন আপনাকে এই কারাগারে থাকিতে হইবে"

"তবে অপেক্ষা করুন, আমি গণনা করিয়া দেখি।"

এই বলিয়া সন্ন্যাসী মাটিতেই একটি শলাকা দ্বারা কত কি আঁকিতে ও লিখিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, "মহারাজ, কোন স্ত্রীলোকের হস্তে আপনার মৃত্যু হইবে না।"

"তার পর ?"

"কোন পুরুষের হস্তেও আপনার মৃত্যু হইবে না।"

"তবে নিশ্চয়ই পীড়ায় আমার মৃত্যু হইবে।"

"সম্ভব। আরও দেখিতেছি, সম্মুখযুদ্ধ ভিন্ন আপনাকে কেহই হত্যা করিতে পারিবে না।"

"তাহা হইলে আমার কোনই ভয় নাই ?"

"সম্ভব।"

"কত দিন পরে আমার মৃত্যু হইবে ?"

"আপনার মৃত্যু ১ বৎসরের মধ্যে হইতে পারে, ১১ বৎসরের মধ্যেও হইতে পারে, ২১ বৎসরের মধ্যেও হইতে পারে তবে ৪১ বৎসরের মধ্যে নিশ্চিত হইবে।"

"কোন স্ত্রীলোকের হস্তে আমি মরিব না, এটা স্থির।"

'হাঁ, কোন পুরুষের হস্তেও আপনি মরিবেন না, এটাও স্থির।"

"তবে আর আমার কোনই ভয় নাই ?"

"কিছুই না।"

"আমি আপনার উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। আপনি কি চান বলুন।"

"মহারাজ, আমি যাহা চাহিব, আপনি তাহা কি আমাকে দিবেন ?"

"সাধ্য হয় তো অবশ্য দিব।"

"আপনার হাতে অনেক আংটী রহিয়াছে, একটি আমায় দিন।"

কুমার সিংহ দ্বিরুক্তি না করিয়া, সন্ন্যাসীকে আংটীটি দিয়া, কারাগার পরিত্যাগ করিলেন। সন্ন্যাসীও মুক্তি লাভ করিয়া, সেই নগর পরিত্যাগ করিলেন। কুমার সিংহ এই আনন্দের সংবাদ গৌরবকে প্রদান করিবার জন্য অন্তঃপুরে ছুটিলেন, তথায় গিয়া সমস্তই গৌরবকে বলিলেন। উভয়ে আজ বড়ই আনন্দিত।

সহসা গৌরবের দৃষ্টি কুমার সিংহের হস্তে পড়িল ; তিনি চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আংটী ?" কুমার সিংহ বলিলেন, "আংটীটি সেই সন্ন্যাসীকে দান করিয়াছি।"

"কি সর্ব্বনাশ! তুমি কি ভুলিয়া গিয়াছ যে, ঐ আংটীটি দেখিলেই মাড়োয়ারের ঠাকুরগণ মাড়োয়ার-সিংহাসন বিপদস্থ ভাবিয়া সসৈন্যে আইসেন। তুমি তোমার সর্ব্বনাশ করিয়াছ!"

কুমার সিংহের মস্তক বিঘূর্ণিত হইল,—কুমার সিংহ চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। বহুকাল হইতে মাড়োয়ারের ঠাকুরগণ এই আংটীটিকেই তাঁহাদের মহারাণার চিহ্ন বলিয়া বিবেচনা করিয়া আসিতেছেন। যতদিন যাহার হস্তে এই আংটী থাকে, ততদিন তাঁহারা তাঁহারই আজ্ঞা পালন করেন। এই আংটী দেখিলেই, মাড়োয়ারের সিংহাসন বিপদস্থ ভাবিয়া, তাঁহারা সসৈন্যে প্রস্তুত হয়েন। মুহূর্ত্তের মধ্যে কুমার সিংহের হৃদয়ে এই সকল কথা উদিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ সন্ন্যাসীকে ধৃত করিবার জন্য আজ্ঞা প্রচার করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে কোথায়ও কেহ দেখিতে পাইল না।

গ্রামে গ্রামে লোক ছুটিল। প্রহরিগণ রাজধানী তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিল,—আবার দলে দলে গরীব সন্ন্যাসিগণ ধৃত হইয়া, কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইতে আরম্ভ করিলেন। কত লাঞ্ছনা, কত অত্যাচার, কত উৎপীড়ন,—আবার সমস্ত মাড়োয়ারে এক ভয়াবহ আলোড়ন উপস্থিত হইল। সন্ন্যাসীর উপর অত্যাচার দেখিয়া, লোকে অতিশয় সন্তপ্ত হইল, কিন্তু কোনই উপায় নাই।

দ্বিচত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ।

বাঁশী ছুটিয়াছে। শৃঙ্গে শৃঙ্গে বাঁশী প্রধাবিত হইতেছে। গ্রামে গ্রামে বাঁশী ধাইতেছে। ঠিক এক বৎসর পরে, আবার জুমেলিয়ার বাঁশী ভীলরাজ্যের গৃহে গৃহে যাইতেছে। আবার সমস্ত ভীলরাজ্যে এক আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছে। ভীলগণ সশস্ত্র হইয়া দেবীমন্দিরে ছুটিতেছে। চারিদিকেই জয়ধ্বনি,—চারিদিকেই কোলাহল।

ভীলগণ দেবীমন্দিরের দিকে ছুটিয়াছে। দলে দলে ভীলগণ দেবীমন্দিরের দিকে আসিতেছে; এবার যুদ্ধ হইবে ভাবিয়া, তাহারা পরম উৎসাহে সকলে একত্র সমবেত হইতেছে। বহুকাল হইতে ভীলরাজ্যে আর যুদ্ধ নাই, বিবাদ বিসম্বাদ নাই, গোলযোগ নাই। যে ভীলগণ সর্ব্বদা যুদ্ধ করিবার জন্য ব্যগ্র হইত, যাহারা পরস্পর সকল সময়ে রক্তপাত করিয়া আনন্দ উপলব্ধি করিত, তাহাদের মধ্যে জুমেলিয়ার আবির্ভাবে আর যুদ্ধবিগ্রহ নাই।

এবার নিশ্চয়ই যুদ্ধ হইবে। এবার জুমেলিয়া যুদ্ধের জন্যই তাহাদের আহ্বান করিবেন; সুতরাং তাহারা সকলেই এবার নিশ্চয়ই যুদ্ধ হইবে ভাবিয়া, পরম উৎসাহে দেবী-মন্দিরে আসিতেছে। এবার আর ভীলরাজ্যে যুদ্ধে সক্ষম বীর এমন

কেহই নাই, যে না যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া দেবীমন্দিরে ছুটিতেছে। এবার নিশ্চয়ই যুদ্ধ হইবে।

কিন্তু কাহার সহিত কোথায় যুদ্ধ হইবে, তাহা তাহারা কিছুই স্থির করিতে পারিতেছে না। তবে জুমেলিয়া তাহাদের নেতা, জুমেলিয়া তাহাদের সেনাপতি, জুমেলিয়া তাহাদের অধীশ্বর, জুমেলিয়াই তাহাদের দেবতা। জুমেলিয়া ডাকিয়াছেন, সুতরাং তাহারা ছুটিয়াছে। জুমেলিয়া তাহাদিগকে নরকাগ্নিতে ঝম্প প্রদান করিতে বলিলেও, তাহারা তাহা করিতে পারে।

এখনও ভীলগণ মন্দিরে সমবেত হয় নাই। এখনও গভীর তম নির্জ্জনে দেবীমন্দির দণ্ডায়মান,—কোথায়ও একটি জন মানবের চিহ্ন নাই। কেবল সেই দেবীমন্দিরের দ্বারে বসিয়া একটি পরম রূপলাবণ্যময়ী বালিকা বীণা বাজাইতেছিল। সে মধুর বীণাধ্বনি, সমস্ত কাননে যেন মধুরতা বিকীর্ণ করিতেছে। এমন মিষ্ট, এমন সুন্দর, এমন মধুর বীণাধ্বনি আর কখনও শুনা যায় নাই!

নির্জ্জনে বসিয়া বালিকা একমনে বীণা বাজাইতেছে। সে তাহার নিজের বাজনায় নিজে একবারে বিমোহিত হইয়া, যেন আত্মবিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। কিয়ৎক্ষণ পরে ধীরে ধীরে একটি সন্ন্যাসী আসিয়া, বালিকার পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইলেন।

Emerald Ptg. Works, Calcutta

তিনি বালিকাকে আহ্বান করিতে সাহস করিলেন না; তিনিও সেই মধুর বীণাধ্বনিতে মুগ্ধ হইয়া, কিয়ৎক্ষণ নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন; তৎপরে ডাকিলেন, "ভ্রমর!" ভ্রমর চমকিত হইয়া, সন্ন্যাসীর দিকে ফিরিল; বলিল, "আপনি কখন আসিলেন?"

"এই কতকক্ষণ। আজ তুমি প্রকৃতই বড় মধুর বীণা বাজাইতেছ।"

"যখন মন ভাল না থাকে, তখনই বীণা বাজাই; আর কি করিব?"

"যাক্, বাজনার কথা, এখন কাজের কথা হউক; তুমি যাহা করিতেছ, তাহা কি ভাল হইতেছে?"

"আপনাকে তো বলিয়াছি, আমার দ্বারা এ কার্য্য হইবে না। সৌরভের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছি। বিশেষতঃ, আমার হৃদয়ে আর সে ভাব নাই।"

"ললিতের জন্য, সৌরভের জন্য, মাড়োয়ারের জন্য তোমাকে এ কাজ করিতে হইবে। তুমি না সাহায্য করিলে, ললিত সিংহের রাজ্য-প্রাপ্তির আশা নাই।"

"তাহা হইলেই তো আমাকে মাড়োয়ারের মহারাণী হইতে হইবে।"

"ইহা বিধাতার ইচ্ছা।"

"বিধাতার ইচ্ছা হইতে পারে, আমার ইচ্ছা নয়।" সন্ন্যাসী

কিয়ৎক্ষণ নীরবে ভাবিলেন; তৎপরে বলিলেন, "তবে কি করিবে?" ভ্রমর বলিল, "চিরকাল সন্ন্যাসিনী থাকিয়া, গ্রামে গ্রামে বেড়াইব।"

"ললিতকে তুমি ভালবাস?"

"সে ভালবাসার আপনি কি বুঝিবেন?"

"যখন ললিতকে পাইবার আশা ছিল না, তখন বিরলে বসিয়া কাঁদিতে। এখন ললিতকে পাইয়াও গ্রহণ করিতে চাহ না কেন?"

"তখন সৌরভকে দেখি নাই। আমার মত বা আমার চেয়েও যে কেহ তাঁহাকে অধিক ভালবাসে, তাহা আমি জানিতাম না; আর তিনিও আমাকে ভালবাসেন না। পিতঃ আপনি আমাকে কি এমনই দুর্ব্বল ভাবিলেন? হৃদয় বলি দিয়াছি, আর আমাকে প্রলোভিত করিবেন না।"

"সৌরভকে তুমি ভালবাস, ললিতকেও তুমি ভালবাস, উভয়েই এখন কত কষ্টে পড়িয়াছে। তুমি একটু যত্ন ও চেষ্টা করিলেই তাহাদের সকল কষ্ট ঘুচে, তুমি ইহা করিবে না?"

ভ্রমর কোন কথা কহিল না। সন্ন্যাসী আবার বলিলেন, "তুমি যদি মাড়োয়ারের মহারাণী হইতে নাই চাও, বেশ; যুদ্ধের পর আর ললিত সিংহের সহিত দেখা করিও না; কোন নির্জ্জন গিরিগহ্বরে গিয়া যোগসাধনা করিও।"

এবারও ভ্রমর কথা কহিল না। তখন সন্ন্যাসী বলিলেন, "তবে কি করিবে স্থির করিলে?" ভ্রমর বলিল, "আপনি আমাকে যখন যাহা বলিতেছেন, তখনই আমি তাহাই করিতেছি। পাগল সাজিয়া মাড়োয়ারে গিয়াছি, পাগল সাজিয়া কুমার সিংহকে ভয় দেখাইয়াছি, বিষ জানিয়াও ললিতের সহিত বসবাস করিয়াছি; পিতঃ, আমার আর সহ্য হয় না, আমি স্ত্রীলোক বই তো নই। আমার হৃদয়ে তত বল নাই, কখন কি করিয়া ফেলিব। নিজে জ্বলিয়া মরি তাহাও স্বীকার, তবুও পরের হৃদয়-ধন কাড়িয়া লইতে পারিব না। আপনি নারীর হৃদয় বুঝেন না, বুঝিবেন কিরূপে? স্ত্রীলোক হইলে বুঝিতেন;—প্রাণ ভরিয়া কাহাকেও ভাল বাসিলে বুঝিতেন। যদি অপর স্ত্রীলোকের মত হইতাম, তাহা হইলে কখনই এমন সুবিধা ছাড়িতাম না,—ছাড়িতে পারিতামও না। এত যত্ন করিয়া, এত পরিশ্রম করিয়া, আমাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন কেন?"

ভ্রমর কাঁদিয়া উঠিল; কিন্তু পরক্ষণেই চক্ষুজল মুছিয়া বলিল, "যদি বা এ সকল করিলেন, তবে সৌরভের নিকট আমাকে পাঠাইয়াছিলেন কেন? তাহাকে না দেখিলে তো আমার এ যাতনা হইত না!"

"বৎসে, সকলই নিয়তির লিখন। এখন ললিতের

জন্য ও সৌরভের জন্য আমার অনুরোধ রক্ষা করা তোমার কর্ত্তব্য।”

ভ্রমর নীরবে কাঁদিতে লাগিল। সন্ন্যাসী বলিলেন, “তোমার সহিত ললিতের বিবাহ হউক, তাহার পর তুমি মাড়োয়ারের মহারাণী না হইলেই হইল। যুদ্ধের পর তুমি অন্তর্হিতা হইও।”

“তাহা কি পারিব? হৃদয়ে কি সে বল থাকিবে?”

“তাহা যদি না থাকে, তবে আমার এত দিনের যত্ন, পরিশ্রম, শিক্ষা, পাঠ, সকলই পণ্ড হইয়াছে!”

“বিবাহের আবশ্যক কি?”

“বিবাহের আবশ্যক আছে। ভীলগণ, জুমেলিয়ার আজ্ঞা প্রাণপণে পালন করিবে সত্য, কিন্তু মাড়োয়ারের শিক্ষিত সৈন্যগণের সহিত তাহারা কি আঁটিয়া উঠিতে পারিবে? একবার যুদ্ধে হারিলে, তাহারা ভয় পাইবে। তখন কে বলিতে পারে যে, তাহারা কি করিবে? হয় তো তখন তাহারা আর তোমার আজ্ঞা পালন করিতে চাহিবে না।”

“বিবাহে কি ফল ফলিবে?”

“ভীলদের ভোমরাকে ভীলেরা স্বয়ং কালীর আবির্ভাব বলিয়া জানে। ভোমরার সহিত ললিত সিংহের বিবাহ হইলে, ললিতও ভীল হইলেন। তখন ভোমরার জন্য ললিত সিংহের যুদ্ধে তাহারা প্রাণ দিবে।”

"পিতঃ, আপনি আমাকে ঠিক ছেলেমানুষ ভাবিয়া, সেইরূপ বুঝাইতেছেন; আপনি আমাকে মাড়োয়ারের মহারাণী না করিয়া আর ছাড়িবেন না।"

"বৎসে, আমি কি করিব, ইহা নিয়তির লিখন।"

"এইবার শেষ, মায়ের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করুন, আর আমাকে কখনই কোন অনুরোধ করিবেন না।"

"মায়ের সম্মুখে বলিতেছি, আর তোমাকে আমি কখনও কিছু অনুরোধ করিব না।"

"সম্মত হইলাম।"

তখন উভয়ে ধীরে ধীরে মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন।

ত্রিচত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ।

মন্দিরের অনতিদূরে একটি ক্ষুদ্র সরোবর ছিল; সেই সরোবর-তীরে একাকী বসিয়া ললিত সিংহ ভাবিতেছিলেন। এক বৎসর অতীত হইয়াছে, তিনি সৌরভের কোন সংবাদ পান নাই। এক বৎসর তিনি বনে বনে ব্যাধ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হরিণের ন্যায় প্রাণভয়ে ছুটিতেছেন। কুমার সিংহ তাঁহাকে ধৃত করিবার জন্য দলে দলে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য গুপ্তভাবে কত ঘাতুক সর্ব্বদাই ঘুরিতেছে।

তিনি আজ এখানে, কাল সেখানে,—তিনি কোন মতেই স্থির হইতে পারিতেছেন না।

যে রাত্রে তিনি রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন, সেই রাত্রেই নগরের প্রান্তস্থিত দেবীমন্দিরে জুমেলিয়ার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তখনই তাঁহারা উভয়ে অশ্বারোহণে ভীল-রাজ্যে প্রবিষ্ট হয়েন, সেই অবধি তিনি সর্ব্বদাই জুমেলিয়ার সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন। এক বৎসর কাটিয়াছে, তাঁহার রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির কোনই আশা হয় নাই।

তিনি জুমেলিয়াকে ভাল বুঝিতে পারেন না। সময় সময় এমন কি ১৪।১৫ দিন তাঁহাকে একেবারেই আর দেখিতে পান না। জুমেলিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যান, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন না। আজ জুমেলিয়া তাঁহাকে এ গ্রামে লইয়া যান, কাল আবার শত ক্রোশ দূরে তাঁহাকে লইয়া অশ্বপৃষ্ঠে ধাবিত হন। তিনি তাঁহার জন্য যে কি করিতেছেন, তাহাও তিনি ভাল বুঝিতে পারেন না।

যখনই তিনি তাঁহাকে ঐ সকল কথা জিজ্ঞাসা করেন, তখনই তিনি তাঁহাকে বীণা বাজাইয়া, গান গাইয়া, সে কথা ভুলাইয়া দেন; তিনি তাঁহার গানে ও বাজনায় বিমুগ্ধ হইয়া যান। সে মধুর সঙ্গীতে তিনি রাজ্যের কথা, সৌরভের কথা নিজ অদৃষ্টের কথা সকলই একেবারে ভুলিয়া যান।

এইরূপে এক বৎসর কাটিয়াছে। তিনি নিরুপায়,—সদাই প্রাণভয়ে শঙ্কিত। তিনি যে কি করিবেন, কোথায় যাইবেন, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারেন না। সৌরভের জন্যই তাহার হৃদয় সদাই আকুল। তিনি যে তাহাকে বড়ই ভাল-বাসেন! সে যে নিতান্ত সরলা, কোমলা বালিকা মাত্র! না জানি শত্রুপুরী মধ্যে তাহার কত কষ্টই হইতেছে! বীরেন্দ্র সিংহ কি তাহাকে অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছেন? তিনিই বা কেন তাঁহাকে কোন সংবাদ প্রেরণ করিলেন না? জুমেলিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কেবলমাত্র বলেন, "হাঁ, সংবাদ পাইয়াছি, সৌরভ ভাল আছে!" এ কথায় কি কখনও প্রাণের সন্তোষ জন্মে।

সরোবর-তীরে বসিয়া ললিত সিংহ এই সকল ভাবিতে-ছিলেন, তাঁহার ভাবনার শেষ নাই। সহসা তাঁহার পশ্চাতে কে আসিয়া দাঁড়াইল, তাঁহার ছায়া সরোবরের জলে পতিত হইল। ললিত সিংহ চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিলেন,—জুমেলিয়া।

তিনি বলিলেন, "জুমেলিয়া, তুমি আজ আমাকে সৌরভের সংবাদ দিবে বলিয়াছিলে, আজ কি তাহার কোন সংবাদ পাই-য়াছ?" জুমেলিয়া বলিলেন, "এই মাত্র সংবাদ পাইয়াছি, সৌরভদেবী ভাল আছেন।"

"ও কথা তো অনেক দিন শুনিয়াছি। এ সংবাদে যে আমার প্রাণের সন্তোষ হয় না।"

"আপনার একটি পুত্র হইয়াছে।"

"সৌরভের কোন কষ্ট হয় নাই তো?"

"না, তা হয় নাই, কিন্তু তিনি সুখে নাই। তিনি এক্ষণে বন্দিভাবে চিতোর দুর্গে বাস করিতেছেন।"

ললিত সিংহ বহুক্ষণ নীরবে রহিলেন। এ সংবাদে তাঁহার হৃদয়ে যে ভাবের উদয় হইল, তাহাতে তাঁহার কথা কহিবার ক্ষমতা বিলুপ্ত হইয়া গেল। বহুক্ষণ নীরবে থাকিয়া ললিত সিংহ বলিলেন, "জুমেলিয়া, এ সংসারে তুমি ভিন্ন আমার আর কোন বন্ধু নাই, আমার কি রাজ্যপ্রাপ্তির কোনই আশা নাই? আমার কাছে গোপন করিও না, আশায় আশায় থাকিয়া কষ্ট পাওয়া অপেক্ষা, একেবারে হতাশ হওয়া ভাল।"

"ললিত সিংহ, আমি কি নিশ্চেষ্ট বসিয়া আছি?"

"সখে, রাগ করিও না; আমার মনের অবস্থা বুঝিলে, তুমি আমার উপর রাগ করিবে না।" এই বলিয়া তিনি জুমেলিয়ার গলা জড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "সখে, এ সংসারে তুমি ভিন্ন আমার বন্ধু ও সহায় আর যে কেহ নাই! রাজ্যে আমার কাজ নাই, সিংহাসনে আমার প্রয়োজন নাই, সৌরভের দুঃখ মোচন করিয়া আমাকে বাঁচাও। তাহাকে আমার

নিকট আনিয়া দেও, এই অরণ্যে আমরা দুই জনে কুটীর বাঁধিয়া থাকিব।”

জুমেলিয়ারও চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু তিনি চক্ষুজল সম্বরণ করিয়া বলিলেন, “যুদ্ধ ব্যতীত কিরূপে তাঁহাকে আনয়ন করা সম্ভব? ললিত সিংহ, আপনি আর দিন কতক অপেক্ষা করুন, আমি সকল আয়োজন করিয়াছি। এই আংটীটি চিনিতে পারেন?”

মাড়োয়ারের রাজচিহ্নসহ আংটী জুমেলিয়ার হাতে দেখিয়া, ললিত সিংহ আনন্দে আত্মহারা হইলেন। তিনি সত্বর সেই আংটীটি জুমেলিয়ার হস্ত হইতে লইয়া, নিজ অঙ্গুলিতে ধারণ করিলেন; তৎপরে বলিলেন, “আর ভয় নাই। এ আংটী যাঁহার হাতে থাকে, তিনিই মাড়োয়ারের মহারাণা। ঠাকুরগণ তাঁহার আজ্ঞাপালনে বাধ্য। জুমেলিয়া, আমি কোন গতিকে একবার ঠাকুরদিগের সহিত দেখা করিতে পারিলেই হয়।”

“আমিও সকল আয়োজন করিয়াছি। দুই এক দিনের মধ্যেই এই মন্দিরে প্রায় তিরিশ সহস্র ভীল, যুদ্ধসাজে সজ্জিত হইয়া, আপনার জন্য প্রাণ দিতে সমবেত হইবে, কিন্তু,—”

“কিন্তু কি? শীঘ্র বল, আমার যে বিলম্ব সহে না।”

“ভীলজাতির একটি পাগলিনী আছে।”

“ভীলদের ভোম্‌রা?”

"হাঁ, ভীলদের ভোম্‌রা। তাহাকে ভীলগণ তাহাদের দেবতা বলিয়া জানে। আপনাকে এই পাগ্‌লীকে বিবাহ করিতে হইবে।"

"কেন?"

"তাহাকে বিবাহ করিলে ভীলগণ আপনার জন্য প্রাণ দিবে।"

"তাহা না হয় করিলাম। পাগলকে বিবাহ! সে তো নামমাত্র বিবাহ। আমি সম্মত আছি। সৌরভের জন্য আমি সকলই করিতে পারি।"

"ললিত সিংহ, আপনি সৌরভদেবীকে যেরূপ ভালবাসেন, তাহাতে বিবাহ কেন, আমি ওরূপ ভালবাসিলে তাঁহার জন্য আমার শত সহস্র যদি প্রাণ থাকিত, তবে তাহাও দিতে পারিতাম। আপনার ভালবাসাই যথার্থ ভালবাসা।"

"জুমেলিয়া, তুমি যদি কাহাকে কখনও ভালবাসিতে, তবে বুঝিতে পারিতে। আমার এ হৃদয়ের ভালবাসা তুমি কি বুঝিবে?"

সহসা জুমেলিয়ার চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া গেল,—তাঁহার মস্তক হইতে পদাঙ্গুলি পর্য্যন্ত কম্পিত হইল; দেখিয়া, ললিত সিংহ বলিলেন, "একি, জুমেলিয়া, তুমি কাঁদিতেছ?" জুমেলিয়া বলিলেন, "না, কই না। আমার চোখে একটা কি পড়িয়াছে।"

এই বলিয়া জুমেলিয়া, ললিত সিংহকে কিছু না বলিয়াই সত্বর সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। বিস্মিত হইয়া ললিত সিংহ তাঁহার দিকে বহুক্ষণ চাহিয়া থাকিলেন; তৎপরে বলিলেন, "তোমাকে আমি বুঝিতে পারি না।"

চতুশ্চত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ।

প্রায় তিরিশ সহস্র ভীল যুদ্ধসাজে সজ্জিত হইয়া, মন্দিরের চতুর্পার্শ্বে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছে। মন্দিরের চারিদিকে এক বৃহৎ নগর বসিয়া গিয়াছে; এবার ভীলগণ প্রকৃতই যুদ্ধসাজে সকলে আসিয়াছে; তাহাদের সহিত এবার তিরিশ চল্লিশটি হস্তী আছে, প্রায় পাঁচ সহস্র অশ্বও আছে। প্রায় এক মাসের আহারীয়ও তাহারা সকলেই সংস্থান করিয়া আনিয়াছে,—এক মাসের জন্য কোন চিন্তা নাই।

এবার তাহারা মন্দিরে আসিয়া ভ্রমরকে দেখিতে পাইল না;—অনেক অনুসন্ধান করিয়াও তাহারা তাহাদের ভোমরার সন্ধান পাইল না। ভ্রমর অন্তর্হিতা হইয়াছে, তবে এবার জুমেলিয়া উপস্থিত। তাহারা আসিয়াই এবার জুমেলিয়াকে দেখিতে পাইল। এবার তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া, ভীলদিগের শিবির সন্নিবেশ করিতেছিলেন; যাহাদের যাহা করা

প্রয়োজন, তাহাদিগেকে তাহাই করিতে অনুজ্ঞা করিতেছিলেন। যাহারা যুদ্ধবিত্তায় অনিপুণ, তাহাদিগকে তিনি যুদ্ধবিত্তা শিক্ষা দিতেছিলেন। যাহাদের যে অস্ত্রের অভাব, তাহাদিগকে সেই অস্ত্র প্রদান করিতেছিলেন। মন্দিরের পশ্চাতস্থ ক্ষুদ্র গৃহমধ্যে তিনি বহুসংখ্যক অস্ত্রও সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এবার জুমেলিয়া সম্পূর্ণই সেনাপতি।

অসভ্য বনচারী ভীলগণ যুদ্ধের কিছুই জানিত না। যুদ্ধবিত্তা কাহাকে বলে, তাহা তাহাদের জ্ঞান ছিল না। তবে তাহারা সাহসী, বলিষ্ঠ, পরাক্রান্ত; যুদ্ধ করিতে তাহারা ভয় করিত না। তাহারা মোগল-সৈন্যের সহিত সম্মুখযুদ্ধে সক্ষম না হইলেও এক সময়ে তাহারা পরাক্রান্ত দিল্লীর অক্ষৌহিণীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। এক্ষণে জুমেলিয়ার অধীনে তাহারা আরও অধিকতর পরাক্রান্ত হইয়াছে। তাহারা কখনও এত সংখ্যক একত্রিত হয় নাই, এরূপ অস্ত্রশস্ত্রও তাহাদের কখন ছিল না, যুদ্ধবিত্তাও তাহারা কখন জানিত না। জুমেলিয়ার শিক্ষায়, জুমেলিয়ার তত্ত্বাবধারণে, জুমেলিয়ার যত্নে ও পরিশ্রমে, তাহারা এক্ষণে এক পরম পরাক্রান্ত সুশিক্ষিত সৈন্যদলে পরিণত হইয়াছে। যাহাদের যেটুকু অভাব, যাহাদের যেটুকু জানিবার আবশ্যক, যাহাদের যেটুকু প্রয়োজন, আজ জুমেলিয়া তাহাদের সকলকে তাহাই শিখাইতেছেন। সমস্ত

ভীলগণের, মন্দির-সন্নিকটে সমবেত হইতে প্রায় এক সপ্তাহ লাগিল; এই এক সপ্তাহ জুমেলিয়া অহোরাত্র পরিশ্রম করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিলেন। বিশেষ যত্নে ও পরিশ্রমে ভীলগণ তাঁহার নিকট যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিল।

কিন্তু তাহাদিগকে যে কোথায় যাইতে হইবে, কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, কি জন্য যুদ্ধযাত্রায় প্রয়াণ করিতে হইবে, এখনও তাহারা তাহা জানে না; তবে মনে মনে অনেকেই কতক কতক বুঝিয়াছে। মাড়োয়ারে গিয়া, মাড়োয়ার-সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া, কুমার সিংহকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া, সেই সিংহাসনে যে ললিত সিংহকে বসাইতে হইবে, ইহা তাহারা কতক বুঝিতে পারিয়াছে। ইহাতে তাহাদের আনন্দ ভিন্ন দুঃখ নাই, কারণ কুমার সিংহের প্রবল-পরাক্রান্ত রাজপুত সৈন্যগণ তাহাদের পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া গ্রাম-লুণ্ঠন, গৃহ-দগ্ধ, দুর্ব্বল বালকবালিকা, স্ত্রীলোক, শিশু বধ করিতেছিল। তাহাদের অত্যাচার অসহনীয় হইলেও অপরিহার্য্য। তাহারা সকলে এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য কেবল জুমেলিয়ার মুখাবলোকন করিয়া, অতি কষ্টে কালাতিপাত করিতেছিল। এক্ষণে মাড়োয়ারের কুমার সিংহকে সমুচিত দণ্ড প্রদান করিতে পারিবে ভাবিয়া, তাহারা মনে মনে সকলেই বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছে।

মন্দির হইতে চিরপরিচিত বংশীধ্বনি উত্থিত হইল। জুমেলিয়ার বাঁশী,—যমুনাতীরে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর মধুর রব শুনিয়া, ব্যাকুলা গোপবালাগণ যেমন কদম্বতলায় ধাইতেন, ঠিক তেমনই জুমেলিয়ার বাঁশী শুনিয়া, ভীলগণ যে যাহার কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, অনতিবিলম্বে মন্দির-সম্মুখে কাতার দিয়া দাঁড়াইতে আরম্ভ করিল। সে অপূর্ব্ব দৃশ্য,—দলে দলে, স্তরে স্তরে, ভীলগণ যুদ্ধসজ্জায় দণ্ডায়মান। ভীলগণ নিজ সর্দ্দারের পার্শ্বে বীরদর্পে দাঁড়াইয়াছে,—প্রত্যেক দল ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবস্থিত। সকলেই সমচতুষ্কোণ চতুর্ভুজ ব্যূহ গঠিত করিয়া দাঁড়াইয়াছে, প্রত্যেক ভীলব্যূহের পার্শ্বে একটু একটু ব্যবধান।

এই সকলের দুই পার্শ্বে স্তরে স্তরে অশ্বারোহিগণ, সমস্ত সৈন্যের পশ্চাতে সুসজ্জিত হস্তীর বৃহৎ দেহ সকলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। তাহারাও আজ যেন ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া আনন্দে স্ব স্ব শুণ্ড আন্দোলিত করিতেছে।

মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হইল। দুইটি সুসজ্জিত ভীলবালক একটি বৃহৎ পতাকাহস্তে বহির্গত হইয়া আসিয়া, ভীলসৈন্যের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। ভীলগণ, জুমেলিয়ার পতাকা চিনিয়া, গগন বিদীর্ণ করিয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। তাহাদের সেই জয়ধ্বনি, কাননের নিস্তব্ধতাকে বিলুপ্ত করিয়া, দূরে দূরে প্রতিধ্বনিত হইয়া আকাশে মিলিয়া গেল। তখন জুমেলিয়া

ললিত সিংহের হস্ত ধারণ করিয়া, ধীরে ধীরে মন্দির হইতে বহির্গত হইলেন, অমনি ভীলগণ গগন বিদীর্ণ করিয়া জয়ধ্বনি করিল।

পঞ্চচত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ।

তখন সেই মন্দির-সোপানে দণ্ডায়মান হইয়া জুমেলিয়া বলিলেন, "ভীলগণ, আবার এক বৎসর পরে আমি তোমাদিগকে সমবেত করিয়াছি, এবার যুদ্ধের জন্য। গতবারে আমি যে কথা বলিয়া তোমাদিগকে বিদায় দিয়াছিলাম, এবার সেই কার্য্যের জন্য তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছি। মাড়োয়ার-রাজ্যে বিপদ ঘটিয়াছে, মাড়োয়ারের বৃদ্ধ মহারাণাকে হত্যা করিয়া, কুমার সিংহ মাড়োয়ারের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া, কিরূপ অত্যাচার ও অনাচার করিতেছেন, তাহা তোমাদের কাহারই অবিদিত নাই। তোমাদের সম্মুখে আজ মাড়োয়ারের প্রকৃত মহারাণা যুবরাজ ললিত সিংহ দণ্ডায়মান।"

"মহারাণা ললিত সিংহ কী জয়" শব্দে ভীলগণ কানন আন্দোলিত করিয়া তুলিল। তাহাদের জয়ধ্বনি বাতাসে মিলিত হইয়া গেলে, জুমেলিয়া আবার বলিলেন, "যাঁহার ন্যায্য সিংহাসন প্রাপ্তির কথা, যিনি মাড়োয়ারের প্রকৃত মহারাণা, তিনি এক্ষণে ভিখারীর ন্যায় দেশে দেশে ফিরিতেছেন। তিনি

এক্ষণে তোমাদের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন, এ সময়ে ভীলগণ, তোমরা কি তাঁহার সাহায্য করিবে না ?"

চারিদিক হইতে "প্রাণ দিব," "ললিত সিংহের জন্য প্রাণ দিব," "পামর কুমার সিংহকে দূর করিব," প্রভৃতি শব্দ উত্থিত হইয়া, আবার কানন আলোড়িত করিল।

তখন জুমেলিয়া বলিলেন, "চল, আমরা সকলে গিয়া মাড়োয়ারের কলঙ্ক অপনোদিত করি। চল, আমরা সকলে গিয়া অত্যাচারী কুমার সিংহকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া, যুবরাজ ললিত সিংহকে সিংহাসনে বসাই।"

"সেনাপতি, চলুন," "আর বিলম্ব কেন?" "চলুন, আজই রওনা হই।" এই সকল শব্দে আবার গগন পূর্ণ হইয়া গেল।

জুমেলিয়া বলিলেন, "যুবরাজ ললিত সিংহ তোমাদিগকে আরও আপন করিবার জন্য গুরুদেব পরমানন্দ স্বামীর অনুরোধ ও আজ্ঞায় তোমাদের ভোম্‌রাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। ভীলগণ, এতদিন মাড়োয়ারের সিংহাসনের সহিত তোমাদের কোন ঘনীভূত সম্বন্ধ ছিল না, এখন হইতে সেই সম্বন্ধ স্থাপন করিবার ইচ্ছায়, যুবরাজ ললিত সিংহ তোমাদের ভোম্‌রাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। এখন হইতে তোমাদের ভ্রমরই মাড়োয়ারের মহারাণী হইবেন।"

"ভোমরা মাইকি জয়" শব্দে আবার চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। সে জয়ধ্বনি আর থামে না, পুনঃ পুনঃ "ভোমরা মাইকি জয়" শব্দে ভীলগণ সমস্ত গগন প্রকম্পিত করিয়া তুলিল।

এই গোলযোগ শমিত হইলে জুমেলিয়া বলিলেন, "কাল গুরুদেব পরমানন্দ স্বামী ভ্রমরকে লইয়া মন্দিরে উপস্থিত হইবেন। কাল তোমাদের সম্মুখে যুবরাজের সহিত ভ্রমরের বিবাহ হইবে। এই আমোদ উৎসবের পর, আমরা সকলে মায়ের পূজা করিব, তৎপরে সকলে মাড়োয়ারের অভিমুখে যাত্রা করিব। আর তোমাদিগকে আমার অধিক কিছুই বলিবার নাই। এত দিন যে শিক্ষা তোমাদিগকে প্রদান করিয়াছি, সেই শিক্ষানুযায়ী কার্য্য করিয়া, মাড়োয়ারের অত্যাচারী কুমার সিংহকে দূর করিতে পারিলেই, আমার সকল পরিশ্রম সার্থক হইবে। আজ হইতে আমি আর তোমাদের সেনাপতি নহি, আজ হইতে যুবরাজ ললিত সিংহ তোমাদের মহারাণা ও সেনাপতি, আজ হইতে আমি তাঁহার দাসানুদাস। আমি জানি, তোমরা সকলেই তাঁহার অনুজ্ঞা পালন করিয়া ও তাঁহার জন্য প্রাণ দিয়া ভীল-গৌরব বৃদ্ধি করিবে। আমি অদ্যই মাড়োয়ারে যাত্রা করিয়া, গোপনে গোপনে সকল আয়োজন করিব; তোমরা সকলে যুবরাজ ললিত সিংহের

অধীনে দুই দিন পরে মাড়োয়ার অভিমুখে যাত্রা করিব। আর আমার কিছুই বলিবার নাই।”

তখন মুহূর্ত্তমধ্যে সেই তিরিশ সহস্র ভীল সেই মন্দিরের সম্মুখে জানু পাতিয়া উপবিষ্ট হইল; তৎপরে সকলে সমস্বরে বলিতে লাগিল, “মা, আজ তোমার সম্মুখে আমরা শপথ করিতেছি, হয় যুদ্ধে জিতিব, না হয় একজনও যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিব না।”

তাহারা আবার সকলে দণ্ডায়মান হইলে, ললিত সিংহ বলিলেন, “ভীলগণ, আমি চিরকালের জন্য তোমাদের নিকট ঋণী রহিলাম। যদি কখনও সময় হয়, তবে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইব।”

“মহারাণা ললিত সিংহ কী জয়” শব্দে ভীলগণ সমস্ত পৃথিবী প্রকম্পিত করিয়া তুলিল।

সেই দিন রাত্রে জুমেলিয়া একাকী মন্দির পরিত্যাগ করিয়া, মাড়োয়ার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মাড়োয়ারের ঠাকুরগণকে হস্তগত করিবার জন্য ললিত সিংহ তাঁহাকে মাড়োয়ারের রাজ-চিহ্ন সম্বলিত অঙ্গুরীয়টিও প্রদান করিলেন। উভয় বন্ধুতে সাদর সম্ভাষণের পর বিদায় হইলেন। যাইবার সময় ললিত সিংহ বলিলেন, “সখে, প্রথমে সৌরভের সংবাদ লইও। জুমেলিয়া বলিলেন, “সখে, আমাকে কি সে কথা বলিয়া দিতে হইবে?”

পর দিবস অতি প্রাতে পরমানন্দ স্বামী, ভ্রমরকে লইয়া দেবীমন্দিরে আবির্ভূত হইলেন। বহুকাল পরে গুরুদেবকে দেখিতে পাইয়া, ভীলগণ পুনঃপুনঃ আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল।

সেই দিন সমস্ত ভীলজাতির সম্মুখে দেবীমন্দিরে যুবরাজ ললিত সিংহের সহিত ভ্রমরের বিবাহ হইয়া গেল। পাগ্‌লী ভোম্‌রা বিবাহের সময় কোনই কথা কহিল না, বিবাহের পর সে ভীলদের মধ্যে নাচিয়া গাইয়া বেড়াইতে লাগিল। এই বিবাহোৎসবে ভীলগণ নানাবিধ আমোদপ্রমোদও করিল।

পর দিবস মহাসমারোহে পরমানন্দ স্বামী কালীপূজা করিলেন। মহিষ, মেষ, ছাগ, পক্ষী প্রভৃতি বহুবিধ প্রাণী বলি দিয়া, ভীলগণ মায়ের পূজা করিল; তৎপরে সকলে সুরাপান করিয়া, আনন্দে সে দিন ও সে রাত্রি অতিবাহিত করিল। পর-দিবস প্রত্যূষে তাহারা শিবির ভাঙ্গিয়া, মাড়োয়ার অভিমুখে যাত্রা করিল। ভ্রমর, নীরবে দাঁড়াইয়া তাহাদের প্রস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

গমনকালে ললিত সিংহ, পরমানন্দ স্বামীকে প্রণাম করিতে আসিলেন। গুরুদেব তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "যাও বৎস, যুদ্ধে জয়ী হও। ভ্রমর এইখানেই আমার নিকট থাকিল। পাগ্‌লীকে যদি কখনও মহারাণী করিতে ইচ্ছা হয়, তবে তাহাকে লইতে আসিও।" ললিত সিংহ নীরবে

সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া, ভীলসৈন্য-সমভিব্যাহারে সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্তির আশায় মাড়োয়ার যাত্রা করিলেন।

ষট্‌চত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসীর গণনায় মহারাণা কুমার সিংহ কতক নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। ভ্রমরের ভয় তাঁহার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে; ভ্রমরের হাতে যে তাঁহাকে মরিতে হইবে, এ বিশ্বাস গিয়াছে, আর তিনি সে ভয়াবহ স্বপ্ন দেখিতে পান না। তবে পিতৃহন্তার হৃদয়ে শান্তি কোথায়? পিতৃহন্তা মহাপাপীর হৃদয়ে সদাই যে অগ্নি হুহু জ্বলিতে থাকে, তাহা নিবাইবার জল এ সংসারে নাই। কুমার সিংহ আমোদপ্রমোদে ভুলিয়া থাকিয়া, সে যাতনা বিস্মৃত হইতে চাহেন; সুরাপান করিয়া জ্ঞান ও চেতনাকে নষ্ট করিয়া, সে অসহনীয় যাতনাকে ভুলিতে চাহেন। কিন্তু সে যাতনা কি ভুলিবার?

মহারাণী হইয়া গৌরব সকল দুঃখ একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। বিলাস-সাগরে ভাসমান হইয়া, তিনি আত্ম-বিস্মৃত হইয়াছেন; এ জগতে যে দুঃখকষ্ট বলিয়া কিছু আছে, তাহা তাঁহার জ্ঞান ছিল না। আজীবন মনে মনে যে বাসনাকে যত্নে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন, এত দিনে তাঁহার

হৃদয়ের সেই ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। কেবল নামে তিনি মহা- রাণা নহেন। কুমার সিংহ রাজকার্য্য দেখেন না, তিনি সর্ব্বদাই আমোদে মগ্ন হইয়া কালাতিপাত করেন; গৌরবই প্রকৃতপক্ষে মাড়োয়ারের মহারাণা। পরের উপর ক্ষমতা জানাইতে পারিলে যে কি সুখ হয়, তাহা গৌরবই কেবল জানিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার সুখের সীমা নাই, তুলনা নাই।

কিন্তু সুখ বড় চঞ্চল। সহসা গৌরবের সুখের আকাশে দুঃখের মেঘ দেখা দিল, গৌরবের শান্তিপূর্ণ হৃদয়ে অশান্তি বিরাজিত হইল; গৌরব শুনিল, সৌরভের একটি পুত্র হইয়াছে। গৌরবের পুত্র হইল না, সৌরভের হইল! তাঁহার যাহা নাই, তাহা পরের হইবে, ইহা কখনই তাঁহার প্রাণে সহ্য হইতে পারে না। তাহাতে আবার সৌরভের পুত্র! অন্যের হইলে বরং সহ্য হইত, সৌরভের পুত্র! সহ্য হয় না!

আনন্দস্রোতে ভাসমান হইয়া, গৌরব দুঃখিনী ভগিনীর কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন; তাহার পুত্র জন্মিয়াছে শুনিয়া, তাঁহার চমক ভাঙ্গিল; তিনি মনে মনে বলিলেন, "সে এখনও বাঁচিয়া আছে! সে থাকিতে আমার সুখ নাই।" কেন, সৌরভ তো কখনই তাঁহার পথের কণ্টক হয় নাই, পরকে কিরূপে দুঃখী করিতে হয়, সে তাহা জানে না; তাহার

দ্বারা একটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীটাণুরও কোন ক্ষতি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। গৌরব তাহাকে পথের কণ্টক ও সুখের বিঘ্ন কেন বিবেচনা করিতেছেন?

যে দিন গৌরব, সৌরভের পুত্রের সংবাদ পাইলেন, সেইদিন হইতে তাঁহার মানসিক সকল শান্তি অন্তর্হিত হইল; কোথা হইতে কখন আসিয়া হৃদয়ে যেন কি আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সেই অসহনীয় আগুনে তিল তিল করিয়া তাঁহার হৃদয় দগ্ধীভূত হইয়া যাইতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন, "তবে হইল কি এত করিয়া যাহা করিলাম, অবশেষে তাহা সকলই পণ্ড হইল। সেই তো সৌরভই মহারাণী হইল, বরং মহারাণীর মহারাণী হইল,—সে মহারাণার মা হইতে চলিল। আমার এখন একটা ছেলে হইলেই বা কি? সৌরভের ছেলে আগে হইয়াছে, সেই মহারাণা হইবে। যখন তাহার ছেলে মহারাণা হইবে, তখন তো আমি দাসীরও অধম হইব। না, প্রাণ থাকিতে কখনও ইহা সহ্য হইবে না।"

গৌরব আর সে গৌরব নাই। এক বৎসর পূর্ব্বে তিনি এক সময়ে যেরূপ বিষণ্ণ হইয়াছিলেন, ক্রমে আবার সেইরূপ দিন দিন আরম্ভ হইল। দিন দিন, তিল তিল করিয়া তাঁহার বদনে যেন কি এক কাল-মেঘ উদিত হইতে আরম্ভ হইল। যে মুখে সদাই হাসি, যে বদনে সদাই রূপের শোভা, যাহাতে

লাবণ্যের পূর্ণ বিকাশ, তথায়ই যেন কি এক ভয়াবহ ছায়া আসিয়া নিজ অধিকার বিস্তার করিল।

দাসদাসীগণ ভয়ে আর কেহ মহারাণীর সম্মুখে আইসে না, সখীগণ ভয়ে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করে না। আর সে আমোদপ্রমোদ নাই, হাসিতামাসা নাই, গানবাজনা নাই! গৌরব নিজের মনে বসিয়া চিন্তা করেন; কেহ তাঁহার নিকট কিছু বলিতে সাহস করে না, তাঁহাকে দেখিলে সকলের হৃদয় প্রকম্পিত হইয়া উঠে। তিনি যথায় বসিয়া থাকেন, তথায় দাসদাসীগণ পা টিপিয়া টিপিয়া নিঃশব্দে পদচারণ করে, তাঁহার সম্মুখে আসিতে তাহাদের ভয় হয়।

সপ্তচত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ।

গৌরব এক্ষণে প্রায়ই মহারাণার সাক্ষাৎ পান না। তিনি প্রমোদ-উদ্যানে গায়িকা ও নর্ত্তকীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সময়াতিপাত করেন। গৌরব তাঁহাকে দুই তিন বার সংবাদ পাঠাইলেন, তাহাতেও তিনি প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না; অথচ তাঁহাকে চাই, তাঁহার সহিত পরামর্শ না করিলে নয়। অন্য আর কোন বিষয়েই গৌরব, স্বামীর পরামর্শের অপেক্ষা রাখিতেন না; কিন্তু এক্ষণে তাঁহার মানসিক অশান্তি

অপনোদনের জন্য কি করা কর্ত্তব্য, তাহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি পুনঃ পুনঃ কুমার সিংহকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু কুমার সিংহ আমোদ-প্রমোদে মগ্ন, মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার সময় তাঁহার একেবারেই নাই।

তখন গৌরব ক্রোধে ক্ষিপ্তা সিংহিনীর ন্যায় হইলেন। তাঁহার ভয়াবহ ভাব শতগুণ অধিক বৃদ্ধি হইল। তিনি স্বয়ংই প্রমোদ-উদ্যানে গমন করিতে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার আগমন-বার্ত্তা পাইয়া, মহারাণার পারিষদগণ ভয়ে উদ্যান পরিত্যাগ করিলেন, নর্ত্তকী ও গায়িকাগণ লুক্কায়িত হইল, পরিচারকগণ বংশপত্রের ন্যায় কাঁপিতে আরম্ভ করিল। এ সংসারে কেহ কাহাকে এত ভয় করে না!

গৌরব উদ্যানে আসিয়া দেখিলেন, সকলেই লুকাইয়াছে: মহারাণা সুরায় অর্দ্ধ-মৃতাবস্থায় পতিত রহিয়াছেন, তাঁহার সংজ্ঞা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহা দেখিয়া ঘৃণায়, অভিমানে, ক্রোধে, গরবিণী গৌরব প্রায় উন্মত্তপ্রায় হইলেন! তিনি স্বামীর নিকট গিয়া সবলে তাঁহাকে আন্দোলিত করিলেন। তখন মহারাণা কুমার সিংহ অতি কষ্টে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া বলিলেন, "বিবিজান, টোড়ি মৎ ছোড়ো।"

গৌরব আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলেন না:

বলিলেন, "কুমার সিংহ, তোমার এতদূর অধঃপতন হইয়াছে ?" গৌরবের সেই স্বর, শীতলতম তুষারবিন্দুর ন্যায় কুমার সিংহের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইল, মুহূর্ত্তমধ্যে ভয়ে ও ত্রাসে তাঁহার সুরার উন্মত্ততা তিরোহিত হইল। তিনি উঠিয়া বসিয়া, বিস্ফারিত-নয়নে গৌরবের দিকে চাহিলেন। গৌরব বলিলেন, "এইজন্য কি পিতৃহত্যা করিয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলে ?" ভয়ে বংশপত্রের ন্যায় কম্পিত হইয়া কুমার সিংহ বলিলেন, "চুপ, চুপ, কেহ শুনিতে পাইবে।"

"আরও মাতাল হইয়া পশুর ন্যায় পড়িয়া থাক, তাহা হইলেও ভাল হয়। তাহা হইলে আমি সমস্ত মাড়োয়ারের গৃহে গৃহে প্রচার করিয়া দি, যে পামর পিতৃহত্যা করিয়া রাজ্য লইয়াছে, তাহার কি হইয়াছে, কতদূর অধঃপতন হইয়াছে, তাহার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত ঘটিয়াছে, তাহা সকলে দেখিয়া যাও।"

"গৌরব, তোমার পায়ে ধরি, স্থির হও ;"

"কেন স্থির হইব ? তোমার মত লোককে এইরূপ শিক্ষা না দিলে জ্ঞান হয় না।"

"আমাকে কি করিতে হইবে বল ?"

"দাঁড়াও, এখানে কোন লোক আছে কি না দেখি।"

এই বলিয়া গৌরব চারিদিক প্রদক্ষিণ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন ; তৎপরে স্বামীর নিকট আসিয়া বলিলেন, "সৌরভের

ছেলে হ'য়েছে শুনেছ ?" কুমার সিংহ চমকিত হইয়া জিজ্ঞাস করিলেন, "কার ?"

"শুনিতে পাও না ?—সৌরভের।"

"বেশ, ভালই তো।"

"বেশ, ভালই তো! তোমার মত গাধা আর পৃথিবীতে নাই।"

"কেন গৌরব, আবার আমার কি অপরাধ দেখিলে ?"

"সৌরভের ছেলেই তো মাড়োয়ারের মহারাণা হইবে। তবে আর হইল কি ?"

কুমার সিংহ পার্শ্বস্থ সুরাপাত্রের দিকে হস্ত বিস্তৃত করিলেন. গৌরব তাহা দেখিতে না পাইয়া বলিলেন, "এত ভয়ানক কাণ্ড করিয়া সিংহাসনে বসিয়া কোন ফল হইল না। আমার ছেলে যদি হয়, তাহা হইলেও সৌরভের ছেলেই মহারাণা হইবে।"

কুমার সিংহ সুরাপাত্র মুখে তুলিলেন দেখিয়া, গৌরব সত্বর তাঁহার হস্ত ধরিয়া ক্রোধে গর্জ্জিয়া বলিলেন, "আবার ওই বিষ খাইতেছ ?"

"একটু খাই ; আমার হৃদয়ের বল যে লোপ পাইতেছে।"

"আর বলের আবশ্যক নাই। যথেষ্ট বল দেখিয়াছি।"

"আবশ্যক আছে। তুমি আমাকে যাহা বলিবে, তাহা আমি বুঝিয়াছি।"

"কি বলিব, বল দেখি ?"

"সৌরভের ছেলেটিকে শেষ করিতে হইবে।"

"এখন জানিলাম, তোমার সাহস না থাকিলেও বুদ্ধি আছে। এ কাজ করিতেই হইবে।"

"আমি আর কেন,—আমাকে বলাই বা কেন ? তুমিই তো মাড়োয়ারের মহারাণা, হুকুম করিলেই তো হইবে।"

"এ কাজ করিতেই হইবে !"

"আমাকে মাপ কর। গৌরব, আমাকে ধর, ধর, ঐ সেই ছুরি, ঐ যে,—ঐ যে.—ঐ যে সেই পাগ্‌লী ! কে আছিস্ রে ; আমায় তরবার দে, মরিতে হয় তো সম্মুখযুদ্ধে মরিব।"

ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া, গৌরব, স্বামীর মুখে খানিক জ্বলন্ত সুরা ঢালিয়া দিলেন। উষ্ণ সুরা উদরস্থ হইবামাত্র কুমার সিংহ্ প্রকৃতিস্থ হইলেন, চারিদিকে ব্যাকুলভাবে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলেন ; তৎপরে বলিলেন, "গৌরব, তুমি ! আমি আবার সেই স্বপ্ন দেখিয়াছি।"

"তোমার দ্বারা আর কোন গুরুতর রাজকার্য্য হইবার আশা নাই। তুমি এইখানেই সুরাপান করিয়া অধঃপাতে যাও, তোমাকে আর কি বলিব ?"

এই বলিয়া গৌরব ক্রোধে সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া গেলেন ; কুমার সিংহ তাঁহাকে আহ্বান করিতে সাহসী

হইলেন না। মহারাণীর পদশব্দ বাতাসে মিশাইয়া গেলে, তিনি পারিষদগণকে ডাকিলেন। তৎপরে আবার সুরার স্রোত ছুটিল, সঙ্গীতের তরঙ্গ উঠিল, আমোদের তুফান বহিল। কিন্তু হৃদয়ের সে আগুন নিবিবার নয়!

সে আগুন নিবিবার নহে! যিনি মাড়োয়ারের অজেয় সেনাপতি ছিলেন, যাঁহার বলে এক সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষ প্রকম্পিত হইত, যাঁহার নামে দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রগণ কাঁপিত, তিনিই আজ বালকের অধম ও স্ত্রীর ক্রীড়ার পুত্তলী হইয়াছেন। সেই ভয়াবহ আগুনে তাঁহার হৃদয়ের সকল বল, সকল তেজ, সকল সাহস ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে।

অষ্টচত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ।

প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মহারাণী, নগরাধ্যক্ষ বিজয় সিংহকে আহ্বান করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি উপস্থিত হইলে, মহারাণী পরিচারিকা ও সখীগণকে বিদায় করিয়া দিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "বিজয় সিংহ, তোমার কার্য্যদক্ষতায় আমি বিশেষ প্রীত হইয়াছি।" সসম্মানে বিজয় সিংহ উত্তর করিলেন, "সে মহারাণীর অনুগ্রহ মাত্র।"

"মাড়োয়ারের প্রধান সেনাপতি হইবার তুমিই উপযুক্ত পাত্র।"

"সেও মহারাণীর কৃপা।"

"একটা গুরুতর কার্য্যের ভার তোমাকে প্রদান করিতে আমি ইচ্ছুক। সেই কার্য্যে সফল হইলে, আমি তোমাকে তৎক্ষণাৎ প্রধান সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করিব।"

"মহারাণীর আজ্ঞা পাইলেই সে কার্য্য শেষ হইবে। এ সংসারে এমন কাজ কিছুই নাই, যাহা মহারাণীর আজ্ঞায় বিজয় সিংহ করিতে অক্ষম।"

"আমি জানি, তোমার মত উপযুক্ত লোক মাড়োয়ারে কেহই নাই।"

"সে মহারাণীর দয়া।"

"সৌরভকুমারীর একটি ছেলে হইয়াছে।"

"কি আস্পৰ্দ্ধা! তাঁহার ছেলে কেন?"

"যাহাই হউক, সেই শিশু বাঁচিয়া থাকিলে, মাড়োয়ার সিংহাসন লইয়া আবার দেশে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিবে! রাজ্যের শান্তির অনুরোধে, সেই শিশু কিছুতেই বাঁচিয়া থাকিতে পারে না।"

"অবশ্যই নহে। থাকিলে অনর্থ ঘটিবে।"

"তুমি এই গুরুতর রাজকার্য্যভার গ্রহণ কর।"

বিজয় সিংহ মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে বলিলেন, "দাসের প্রতি কি আজ্ঞা?"

"তুমি আজই চিতোরদুর্গে গমন কর। তার পর অধিক উপদেশ বোধ হয় তোমাকে প্রদান করিতে হইবে না।"

"মহারাণি, যুদ্ধ করিতে জানি, কিন্তু ঘাতুকের কার্য্য কখনও শিক্ষা করি নাই।"

বিজয় সিংহের স্বরে গৌরবের কর্ণে যেন শ্লেষধ্বনিত হইল। তিনি বহুক্ষণ বিজয় সিংহের দিকে চাহিয়া রহিলেন; যেন তাঁহার আভ্যন্তরিক মনোভাব অবগত হইবার জন্য তিনি উৎসুক; কিন্তু বিজয় সিংহ নীরবে মস্তক অবনত করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন গৌরব বলিলেন, "তবে আপনার দ্বারা এ কার্য্য সম্পন্ন হইবার আশা নাই।" বিজয় সিংহ বিনীতভাবে বলিলেন, "মহারাণি, শিক্ষা পাইলে অবশ্যই এ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারি।"

"শিক্ষা তোমাকে কি দিব?"

"আমাকে কিরূপে কি করিতে হইবে, অনুমতি করুন; তাহা হইলে আমি আজই রওনা হই।"

"চিতোরদুর্গে গিয়া সেই শিশুকে কোন গতিকে তাহার মায়ের নিকট হইতে অন্যত্র লইয়া যাইতে হইবে, তৎপরে তাহার হৃদয়ে একখানি ছুরি বসাইলেই, অথবা তাহার গলাটা টিপিয়া—"

"আর শুনিতে হইবে না। আমি এই চলিলাম।"

এই বলিয়া বিজয় সিংহ মস্তক অবনত করিয়া, সসম্মানে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। সে সময়ে কেহ তাহাকে দেখিলে তিনি ভাবিতেন, বিজয় সিংহ নিশ্চয়ই কোন ভয়াবহ বিভীষিকা দর্শন করিয়াছেন।

সমস্ত দিন বিজয় সিংহ অনেক ভাবনা ভাবিলেন। এক দিকে মাড়োয়ারের সেনাপতিত্ব, অপর দিকে অবোধ শিশুর হত্যা! এ কার্য্য কি কখনও সম্ভব? রাক্ষস ভিন্ন কোন মানুষের দ্বারা এ কার্য্য কখনও সম্পাদিত হইতে পারে না। সেনাপতি হইবার লোভ খুব অধিক সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাই বলিয়া এ কাজ করাও সম্ভব নহে। এইরূপ এবং আরও কতক ভাবনা বিজয় সিংহ ভাবিলেন; কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

তিনি বড়ই উচ্চাভিলাষী, উচ্চ আশা চিরকালই তাঁহার প্রবল, তাই আজও সেই বৃত্তিই তাঁহার হৃদয়ে ক্রমে ধীরে ধীরে প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে আরম্ভ করিল। অবশেষে তিনি ভাবিলেন, "এ কার্য্য নিজের দ্বারা সম্পন্ন করা তো সম্পূর্ণই অসম্ভব। তবে টাকা পাইলে অনেকেই এ কাজ করিতে সম্মত হইবে। তাহাই করি না কেন? সামান্য দয়া বা মায়ার জন্য মাড়োয়ারের সেনাপতিত্ব পরিত্যাগ করাও উচিত নহে। কিন্তু ইহাতে এক বিপদ আছে। যদি কোন গতিকে এ কথা

প্রকাশ হয়, তবে লোকসমাজে মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না। কেবল ইহাই নহে, কোন গতিকে এই ভয়ানক কথা প্রকাশ হইলে, ঠাকুরগণ নিশ্চয়ই প্রাণদণ্ড করিবেন। তবে কি করিব? কাজ নাই আমার সেনাপতিত্বে।

যাহাই হউক, বিজয় সিংহ সমস্ত রাত্রি চিন্তা করিয়াও কিছু স্থির করিতে পারিলেন না; সমস্ত রাত্রের মধ্যে একবারও তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিতে পারিলেন না, এ জীবনে তাঁহার এত ভাবনা আর কখনও হয় নাই।

সেনাপতি হইবার প্রলোভন, বড়ই প্রলোভন; সেই প্রলোভনে তাঁহার মন সেই দিকে আকৃষ্ট হইতেছে, আবার শিশুহত্যার কথা স্মরণ মাত্রই তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ প্রকম্পিত হইয়া উঠিতেছে; তিনি কি করিবেন? তিনি কি অবশেষে পাগল হইবেন?

পর দিন প্রাতে উঠিয়া বিজয় সিংহ একাকী রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন। সহসা তাঁহার নগর পরিত্যাগে অনেকেই বিস্মিত হইলেন; আমরা কিন্তু জানি, তিনি চিতোরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। পাপ ও পুণ্যের যুদ্ধে, লোভ ও হত্যার সমরে, পাপ ও লোভেরই জয় হইয়াছে। বিজয় সিংহ একাকী চিতোরে চলিয়াছেন; ভাবিয়াছেন, যুদ্ধক্ষেত্রে কত হত্যা করিলাম, অরণ্যে কত

যা করিয়াছি, আর একটা শিশুহত্যা করিতে পারিব না? বিশেষতঃ, এ কার্য্য এতই গোপনে সম্পন্ন করিব যে, কেহই জানিতে পারিবে না।

পাপী এই কথাই ভাবে, অথচ পাপ-কথা কখনও গোপন থাকে না। কত জন পাপকার্য্য করিবার সময় এইরূপে মনকে প্রবোধ দেয়; মনের ভিতর হইতে যে স্বর উত্থিত হইয়া, পাপকার্য্য হইতে বিরত হইবার জন্য অনুনয় বিনয় করে, কত জন এইরূপে সেই স্বর শুনিয়াও শুনে না, সে হিতবচন বুঝিয়াও বুঝে না, সে কথা ভাবিয়াও ভাবে না!

ঊনপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

বিজয় সিংহ চিতোরে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু রাজকুমারী সৌরভদেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার সাহস হইল না। তিনি প্রথমে সৌরভের সকল সংবাদ লইতে আরম্ভ করিলেন। শুনিলেন, সৌরভ কোন আমোদ প্রমোদ করে না, কাহারই সহিত কথা কহে না, কদাচিৎ নিজ শয়নগৃহ হইতে বহির্গত হয়। আহার করিতে হয় বলিয়া, কখনও কখনও আহার করে মাত্র। তাহার মুখের দিকে চাহিলে হৃদয় ফাটিয়া যায়, চক্ষু দিয়া অবিরলধারে নয়নাশ্রু ঝরিতে থাকে। দাসদাসীগণ

তাহার নিকট আইসে না ; এমন কি, নিষ্ঠুর প্রহরিগণও তাহার দুঃখে বিরলে বসিয়া কাঁদে। এমনই হইয়াছে যে, মালতী পর্য্যন্ত আর সাহস করিয়া কোন কথা সৌরভকে বলে না। কোন্ কথা বলিতে গেলে সৌরভের হৃদয়ের কোন্ তন্ত্রী বাজিয়া উঠিবে, কিসে সৌরভের হৃদয়ে আঘাত লাগিবে, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। কোন কথা বলিতে গেলে ললিত সিংহের কথা, মাড়োয়ারের সিংহাসনের কথা, অথবা অভাগা শিশুর কথা বলিতে হয়। ইহার যাহা কিছু বলা হউক না কেন, তাহাতেই সৌরভের দুই চক্ষু দিয়া জলধারা বহিতে থাকে। সৌরভ কাঁদে না ; বোধ হয়, চীৎকার করিয়া কাঁদিলে তাহাকে দেখিয়া হৃদয়ে এত আঘাত লাগিত না। সে যদি দিবা রাত্রি বিলাপ করিত, তবে তাহার মুখের দিকে চাহিলে হৃদয়ে এত বেদনা উপলব্ধি হইত না। তাহার দুঃখ প্রকাশ হয় না, সে দুঃখের বিকাশ নাই, স্ফুটন নাই, কেবলই অস্তিত্ব আছে। তাই তাহাকে দেখিলে বুক ফাটিয়া যায়, তাই তাহার দুঃখ সহ্য হয় না, তাহার মুখের দিকে চাহিলেই কাঁদিয়া ফেলিতে হয়।

বিজয় সিংহ সকলই শুনিলেন। শুনিলেন, সৌরভ দিবা রাত্রির মধ্যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও নিজ পুত্রকে অপর কাহারও নিকটে যাইতে দেয় না, এমন কি মালতীর ক্রোড়েও নহে।

সংসারে বিশ্বাস করিবার লোক তাহার আর কেহই নাই। ভাগিনী, দিন রাত্রি পুত্র ক্রোড়ে করিয়া বিরলে বসিয়া দিতেছে, দিবারাত্রি অবিরলধারে তাহার নয়নাশ্রু বহমান হইতেছে।

তাহার পুত্রই তাহার জীবনের অবলম্বন। পুত্রটিকে মুহূর্ত্তের জন্যও সৌরভ নয়নান্তরাল করিতে পারে না। পুত্র কোলে করিয়া, তাহার সোণার অঙ্গ কালী হইয়া গিয়াছে। পুত্রের লালনপালন করিতে করিতে তাহার স্বাস্থ্য দিনে দিনে ভগ্ন হইয়া পড়িতেছে। সৌরভের আর সে রূপ নাই, সে সৌন্দর্য্য নাই, সে অলৌকিক লাবণ্য নাই। যাহা এক সময়ে আনন্দ ও সুখের জীবন্ত প্রতিমা ছিল, তাহাই এক্ষণে শোকের ও দুঃখের প্রতিমূর্ত্তি হইয়াছে।

এই সকল শুনিয়া বিজয় সিংহ চিন্তিত হইলেন। ভাবিলেন, কিরূপে এরূপ জননীর প্রিয় সন্তানকে তাহার ক্রোড় হইতে কাড়িয়া লইব! কিরূপে এই অভাগিনীকে আরও অধিকতর অনাথিনী করিব! তাহার তো দুঃখের মাত্রা পূর্ণ হইয়াছে, দুঃখ চরমসীমায় আসিয়াছে। ইহার উপর আর কিছুমাত্র শোক বা দুঃখ হইলে, সে কি আর সহ্য করিতে পারিবে? সে নিশ্চয়ই প্রাণে মরিবে। তাহা হইলে এক সঙ্গে শিশুহত্যা ও স্ত্রীহত্যা দুইই হইবে। না, এ কাজ আমার দ্বারা হইবে না।

এই ভাবিয়া তিনি সৌরভকে না দেখিয়াই, পুনর্ব্বার চিতো
ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন।

কিন্তু তিনি তাহাও পারিলেন না। ভাবিলেন, আমি যা
এই কার্য্য সাধন না করিয়া রাজধানীতে ফিরি, তাহা হই
মহারাণী গৌরব, আমার উপর মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইবেন। নিশ্চয়
তিনি ছলে বলে আমাকে কর্ম্মচ্যুত করিবেন ; সম্ভবতঃ
কারাগারে প্রেরিত হইব, তথায় আজীবন বন্দী থাকিতে হইবে
যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে এক্ষণে এ কাজ না করি
আমার আর গত্যন্তর নাই।

তিনি হৃদয়কে যথাসাধ্য বলীয়ান্ করিয়া, নানারূপ ভা
চিন্তিয়া, অবশেষে সৌরভের সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা কা
লেন। ভাবিলেন, কোন গতিকে, কোন ছলে শিশু
তাহার নিকট হইতে স্থানান্তরিত করিতে পারিলেই, কার্য্য সি
হয়। পরে শিশুটিকে না মারিলেও চলিবে। কাহাকে
লালনপালন করিতে দিয়া, মহারাণী গৌরবকে বলিলেই
যে, সে শিশু আর নাই। এখন কোন ছল করিয়া সৌর
নিকট হইতে শিশুকে স্থানান্তরিত করিতে হইবে। বে
করিয়া তাহার নিকট হইতে শিশুকে তো কোন মতেই কা
লইতে পারিব না।

এইরূপ স্থির করিয়া, বিজয় সিংহ রাজকুমারী সৌর

হিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। দাসী আসিয়া ংবাদ দিল, "রাজকুমারী, রাজধানী হইতে নগরাধ্যক্ষ বিজয় আসিয়াছেন। কোন গুরুতর রাজকার্য্যের জন্য আপনার হিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন।"

সৌরভ, দাসীর কথা কিছুই ভাল বুঝিতে না পারিয়া, তাহার দকে ব্যাকুলনেত্রে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিল। দাসী আর হস করিয়া তাহাকে কিছুই বলিতে পারিল না। তখন লতী কহিল, "সখি, একটু স্থির হও, অত অধীর হইও না। তামাকে এরূপভাবে দেখিলে, লোকে কি বলিবে? তুমি কি ভুলিয়া গিয়াছ যে, যুবরাজ ললিত সিংহ যতদিন না দেশে ফিরিতেছেন, ততদিন তুমিই মাড়োয়ারের মহারাণী?"

মাড়োয়ারের মহারাণীর নাম উল্লেখ হইলেই সৌরভ মৃদু মৃদু ঘাড় নাড়ে,—কোনই কথা কহে না। এবারও সে ঠিক তাহাই করিল; অধিকন্তু এবার পুত্রটিকে হৃদয়ে টানিয়া লইয়া, বুকের ভিতর লুকাইল। তাহার মন বলিল, কে যেন তাহার প্রাণের সন্তানটিকে কাড়িয়া লইতে আসিয়াছে। সৌরভ কোনই কথা কহিল না দেখিয়া, মালতী জিজ্ঞাসা করিল,—"তবে কি বিজয় সিংহকে আসিতে বলিব?" এবার সৌরভ কথা কহিল; বলিল, "বিজয় সিংহ কে?" মালতী উত্তর করিল, "তিনি নগরাধ্যক্ষ, কোন গুরুতর রাজকার্য্যের জন্য আসিয়াছেন।

যুবরাজের অবর্ত্তমানে তুমিই মাড়োয়ারের মহারাণী, কেন ভুলিয়া যাও ?”

সৌরভ কিয়ংক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিল, “সখি, আমি অভাগিনী, আমার সঙ্গে কি রাজকার্য্য হ’তে পারে ? বুঝিতেছ না। আমার মন ব’ল্‌চে, ওরা আমার বাছাকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যেতে এসেছে।”

“সখি, তুমি সব বিষয়েই ভয় পাও। এমন নিষ্ঠুর রাক্ষস এ সংসারে কে আছে যে, তোমার ক্রোড় থেকে তোমার পুত্রটিকে লইয়া যায় ?”

সৌরভ আবার নীরবে কিয়ংক্ষণ ভাবিল ; তৎপরে বলিল “তাঁকে আসিতে বল।”

শুনিয়া দাসী, বিজয় সিংহকে আহ্বান করিতে প্রস্থান করিল।

পঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

বিজয় সিংহ আসিলেন। তিনি সম্মুখে যে বিষাদের ছবি দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় যেন ফাটিয়া গেল, সহসা তাঁহার মস্তকে যেন অশনি সম্পাত হইল। তাঁহার হৃদয়-কন্দরে যেন দপ্‌ করিয়া কি এক ভয়ানক আগুন জ্বলিয়া উঠিল, মস্তক হইতে পদাঙ্গুলি পর্য্যন্ত সমস্ত অঙ্গের মধ্য দিয়া যেন সহসা

বিদ্যুতের স্রোত ছুটিল। তিনি মনে মনে যাহা ভাবিয়াছিলেন, তিনি সৌরভের শোক ও দুঃখের যে কল্পনার ছবি আঁকিয়াছিলেন, সৌরভকে দেখিয়া তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে বুঝিলেন যে, সে শোক ও সে দুঃখের শতাংশের একাংশও তিনি কল্পনা করিতে পারেন নাই। ইহা অপেক্ষা বিষাদের ছবি হয় না,—হইতে পারেও না। তিনি সম্মুখে এই দৃশ্য দেখিয়া, নিঃশব্দে কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় কয়েক মুহূর্ত্ত দণ্ডায়মান রহিলেন। তৎপরে ভাবিলেন, আমি কি পাষণ্ড, আমি কি নরাধম, আমি কি পশু, যে বিষাদিনীর ক্রোড় হইতে তাঁহার প্রাণের একমাত্র অবলম্বন, জীবনের একমাত্র গ্রন্থি, হৃদয়ের ধন ক্ষুদ্র শিশুটিকে কাড়িয়া লইতে আসিয়াছি। কাজ নাই আমার সেনাপতিত্বে; মাড়োয়ারের কেন, জগতের সকল সাম্রাজ্যের সকল ঐশ্বর্য্য পাইলেও এ কাজ আমার দ্বারা সম্ভব নহে।

তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল, তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না, ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তৎপরে রাজকুমারী সৌরভের সম্মুখে জানু পাতিয়া বলিলেন, "মহারাণি, আমি আজ এক ভয়াবহ কার্য্য সাধন করিতে আসিয়াছিলাম। সে কথায় আর কাজ নাই, ভগবান্ আমাকে সে ভয়াবহ পাপকার্য্য হইতে রক্ষা করিয়াছেন। দেবি, আজ হইতে বিজয় সিংহ আপনার দাসানুদাস, আজই আমি যুবরাজ ললিত

সিংহের সহিত সম্মিলিত হইতে চলিলাম। আর ভয় নাই, আমি বিশ্বস্ত-সূত্রে শুনিয়াছি, তিনি শত সহস্র ভীলসৈন্য সহ রাজধানী অভিমুখে আসিতেছেন। শীঘ্রই আসিয়া তিনি আপনার দুঃখ দূর করিবেন।” সৌরভ ও মালতী উভয়েই বিজয় সিংহের কার্য্যে বিস্মিত হইয়াছিলেন; তাঁহারা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তখন বিজয় সিংহ বলিলেন, “মহারাণি, অনুমতি হয় তো এক্ষণে দাস বিদায় হয়। একটি কথা, রাজকুমারকে বিশেষ সাবধানে রাখিবেন। তাঁহাকে আপনার অঙ্কচ্যুত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র হইতেছে।”

সৌরভ সভয়ে পুত্রকে বুকের ভিতর লুকাইয়া, সজলনয়নে মালতীর দিকে চাহিয়া বলিল, “সখি, শুনিলে, আমার মন যা বলে তা'ই হয়।” মালতীর চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া গেল. মালতী কহিল, “সখি. প্রাণ থাকিতে এ কাজ করিতে কাহাকেও দিব না।”

তখন বিজয় সিংহ সসম্মানে কহিলেন, “দেবি, আমি অদ্যই যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাত্রা করিব। যদি কিছু জ্ঞাপন করিবার থাকে, তবে দাসানুদাস উপস্থিত, অনুমতি করিতে পারেন।” সৌরভ বহুক্ষণ নীরবে থাকিয়া অবশেষে বলিল, “যদি তাঁর সঙ্গে দেখা হয়, বলিবেন, সৌরভ

আর অধিক দিন বাঁচিবে না। আর তাহার কিছুই তাঁকে বলিবার নাই। তিনি সুখে থাকিলেই সৌরভ সুখী, তবে তাহার ক্ষুদ্র পুত্র—"

সৌরভ আর কিছুই বলিতে পারিল না, মালতীর গলা জড়াইয়া, তাহার হৃদয়ে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। মালতীও সখীর গলা জড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিল। বিজয় সিংহ আর সহ্য করিতে পারিলেন না, সত্বর সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গেলেন।

এই ঘটনার কিয়ংদিন পরে, একদিন অতি প্রত্যূষে রাজধানীতে রটিল,—নগরাধ্যক্ষ বিজয় সিংহ পঞ্চসহস্র অশ্বারোহী সহ নগর পরিত্যাগ করিয়াছেন। যুবরাজ ললিত সিংহের সহিত যোগদান করাই তাঁহার অভিপ্রায়। এ সংবাদ বায়ু-প্রক্ষিপ্ত প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায়, গৃহ হইতে গৃহান্তরে ব্যাপ্ত হইতে আরম্ভ করিল। দেখিতে দেখিতে এ সংবাদ সমস্ত নগরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল,—এ সংবাদে সমস্ত নগরে এক আলোড়ন উপস্থিত করিল। সকলেই মহারাণা কুমার সিংহের উৎপীড়নে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত সাহস করিয়া কেহই প্রকাশ্যভাবে এরূপে মহারাণার শত্রুশিবিরে প্রস্থান করিতে সাহস করেন নাই। তাহাতে যিনি প্রথম বিদ্রোহপতাকা উড্ডীয়মান করিলেন, তিনি সামান্য ব্যক্তি নহেন, তিনি নগরের প্রধান কর্ম্মচারী, মাড়োয়ারসৈন্যের এক

জন প্রধান সৈনিক, মহারাণার এক জন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও বিশ্বাসী পারিষদ। বিজয় সিংহের এরূপ সহসা পরিবর্ত্তনে সকলেই বিশেষ বিস্মিত হইলেন।

মহারাণী গৌরবও এ সংবাদ পাইলেন। তিনি বিজয় সিংহকে যে কার্য্য করিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, বিজয় সিংহ কোথায় সেই কার্য্য সুসম্পন্ন করিবেন, না তিনিই শত্রুর সহিত সম্মিলিত হইতে চলিলেন! এ সংবাদে গৌরব ক্রোধে, দুঃখে ও অভিমানে প্রায় উন্মত্তা হইলেন।

প্রমোদ-উদ্যানে মহারাণার নিকটও এ সংবাদ গেল। এক জন পারিষদ বলিলেন, "মহারাজ, নগরাধ্যক্ষ বিজয় সিংহ পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহী সহ ললিত সিংহের সহিত যোগদান করিতে প্রস্থান করিয়াছেন!" মহারাজ উত্তর করিলেন, "টৌড়ি মং ছোড়ো।"

একপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

কোথা হইতে এক গায়িকা আসিয়াছেন। সে কোকিলকণ্ঠের তুলনা হয় না! সমস্ত মাড়োয়ারে সেই গায়িকার নাম ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই সেই অপূর্ব্ব অতুলনীয়া গায়িকার গান শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে. কিন্তু সহজে তাঁহার গান শুনিবার উপায় নাই! তিনি যাহার

তাহার আলয়ে গান করেন না! লক্ষ মুদ্রা না পাইলে মজুরায় আইসেন না!

তাঁহার অপরূপ রূপ,—তেমন সুন্দরীও আর রাজপুতানায় নাই! তাঁহার মুখের দিকে চাহিলে, তাঁহার অলৌকিক রূপে একেবারে বিমোহিত হইয়া যাইতে হয়। সে বদন হইতে সদাই যেন সুধা ঝরিতেছে; যে সেই অতুলনীয় মুখের দিকে চাহে, তাহারই হৃদয়ে যেন অমিয়ধারা বহমান হয়। লোকে তাহাকে দেখিবার জন্য পাগল হইয়াছে, তাঁহার মধুর সঙ্গীত-সুধা পান করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না! তিনি রাজপথে বহির্গত হয়েন না, তিনি তাঁহার আলয়ে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেন না, তিনি কাহার আলয়েও যান না।

তাঁহার প্রশংসা ও গানের খ্যাতি গৃহে গৃহে ব্যাপ্ত হইয়াছে, অথচ এ পর্য্যন্ত কেহই তাঁহাকে দেখে নাই, কেহই তাঁহার গান শুনে নাই। তিনি মধ্যে মধ্যে নিজগৃহে একাকিনী বসিয়া গান গাহিতেন ও বীণা বাজাইতেন, তাহাতেই কেহ কেহ কখনও শুনিয়াছে। তিনি কখনও কখনও নিজবাটীর গবাক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া, রাজপথস্থ পথিকদিগকে দেখিতেন, তাহাতেই কেহ কেহ তাঁহাকে দেখিয়াছে। যাহারা তাঁহাকে দেখিয়াছে, যাহারা তাঁহার গান শুনিয়াছে,

তাহারাই তাঁহার কথা অপরকে বলিয়াছে ; এইরূপে মুখে মুখে তাঁহার নাম সমস্ত মাড়োয়ারে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

আর মাড়োয়ারের সে দিন নাই! মাড়োয়ারে আর আমোদ-প্রমোদ নাই, পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বদাই গৃহে গৃহে নাচগাওনা নাই! মাড়োয়ারে ভয়াবহ ভয়ের রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছে; মহারাণা স্বয়ং রাজকার্য্য না দেখিলেও, মহারাণী প্রবল-পরাক্রমে রাজ্যশাসন করিতেছেন। অন্তঃপুরের মধ্যে থাকিলেও তাঁহার তেজ সমস্ত মাড়োয়ারে গৃহে গৃহে ব্যাপ্ত হইয়াছে। সমস্ত রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহার মুষ্টির মধ্যে, সমস্ত সেনানীগণ তাঁহার আজ্ঞাবহ দাস, সমস্ত ঠাকুরগণ তাঁহার ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্কিত। সর্ব্বদাই মহারাণীর গুপ্তচরগণ চারিদিকে ফিরিতেছে; যিনি যাহাই করুন, সকল কথাই অনতিবিলম্বে মহারাণীর কর্ণে আইসে। কাহারও কোন অপরাধ পাইলে, কেহ রাজদ্রোহী হইবার সাহস করিলে, মহারাণী গৌরব তৎ-ক্ষণাৎ তাহাকে কঠিনতররূপে দণ্ডিত করেন। অপরকে ভয় দেখাইবার জন্য, সকলের মনে ভীতির সঞ্চার করিবার অভি-প্রায়ে, তিনি লঘু পাপেও গুরুতর দণ্ড দিয়া থাকেন। এইরূপে কত রাজকর্ম্মচারী কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন, অনেক প্রজার প্রাণদণ্ড হইয়াছে, দুই একজন সেনাপতিও লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়া নির্ব্বাসিত হইয়াছেন; এমন কি, মহারাণা

প্রকাশ্যভাবে এক জন ঠাকুরেরও শিরশ্ছেদ করিয়াছেন। কেবল ইহাই নহে, মহারাণীর ঘাতুকগণ সর্ব্বদাই চারিদিকে গুপ্তভাবে ফিরিতেছে। গোপনে গোপনেও কত জন মহারাণীর কোপে পড়িয়া, অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে।

এই সকল কারণে সমস্ত মাড়োয়ারে আর কাহারও হৃদয়ে আমোদপ্রমোদ উল্লাস নাই,—সকলেই সর্ব্বদা ভয়ে বাস করিতেছেন। কখন কাহার প্রাণ যায়, কখন কাহাকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইতে হয়, কখন কে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হয়! এমন কি, দুইজনে একত্রে কেহ আর রাজ্যের কথা বা রাজসংসারের কথা কহিতে সাহস করে না। অত্যাচার অসহনীয় হইয়াছে, কিন্তু উপায় নাই। এ অত্যাচারের কথা ভাবিতেও ভয় হয়।

এইরূপ ভাবে মহারাণী গৌরব রাজ্যশাসন করিতেছেন; মাড়োয়ারের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে, দেশে আমোদ প্রমোদ, নাচ গাওনা, কিছুই নাই। যখন দেশের এইরূপ অবস্থা, ঠিক সেই সময়ে একটি অপূর্ব্ব অতুলনীয়া গায়িকা আসিয়া, মাড়োয়ারে আবির্ভূতা হইলেন। কিন্তু তাঁহার নাম গৃহে গৃহে ব্যাপ্ত হইলেও, কোথায়ও তাঁহার গান হয় না। কেহ আমোদ উৎসব করিতে আর চায় না, হৃদয়ে কাহারই আর যে উৎসাহ নাই। মহারাণাও সর্ব্বদা সুরাপান করিয়া,

প্রমোদ-উদ্যানে কালযাপন করেন। তিনি বারবনিতাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছেন ; পাছে এই গায়িকার নাম শুনিলে তিনি তাহাকে আনয়ন করেন, পাছে সে মহারাণার নিকট আসিলে তাহাদের আদরের লাঘব হয়, এই ভয়ে যাহাতে মহারাণা তাহার কথা শুনিতে না পান, তাহারা তাহারই চেষ্টা করিতেছে। রমণীর মায়াজালে পতিত হইলে কি না হয় ; গায়িকার কথা মাড়োয়ারের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই শুনিয়াছিল, কেবল মহারাণা কুমার সিংহ শুনেন নাই !

দেশের ধনিগণ অনেকেই গায়িকার গান শুনিবার জন্য ব্যাকুল, কিন্তু মহারাণীর ভয়ে কেহই তাঁহাকে আনিতে সাহস করেন না। অবশেষে ঠাকুর শৈলেন্দ্র সিংহ, গায়িকাকে নিজ আলয়ে আমন্ত্রণ করিলেন। শৈলেন্দ্র সিংহ যুবক, এখনও তাঁহার বিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রম হয় নাই। সম্প্রতি তিনি পিতৃবিয়োগে "গদি" লাভ করিয়াছিলেন ; কিন্তু এ পর্য্যন্ত তিনি মহারাণীর ভয়ে কোনই আমোদপ্রমোদ করিতে পারেন নাই, কিন্তু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ভাবিলেন, আমি বাড়ীতে আমোদ উৎসব করিব, তাহাতে মহারাণীর কি ? আমি একটা বাইজীর গান শুনিব, তাহাতে রাজ্যের ক্ষতিবৃদ্ধি কি ? যদি লোকের এ স্বাধীনতাটুকুও না থাকে, তবে এমন দেশে না থাকিলে কি নয় !

এই সকল ভাবিয়া তিনি গায়িকাকে মজুরার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। তিনি স্বয়ংই তাঁহাকে বায়না করিতে তাঁহার আলয়ে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, গায়িকার বয়স চতুর্দ্দশের অধিক নহে, তিনি বাইজী নহেন,—একটি সন্ন্যাসিনী। কিন্তু তাঁহার ন্যায় রূপ, তাঁহার ন্যায় অপূর্ব্ব লাবণ্য, তাঁহার ন্যায় মধুরতামাখা সৌন্দর্য্য, এ সংসারে আর কাহারও নাই। শৈলেন্দ্র সিংহ গায়িকাকে দেখিয়া একেবারে বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন; বলিলেন, "আপনি যত টাকা চাহেন, আমি দিতে প্রস্তুত আছি, আপনাকে আমার বাড়ীতে একদিন গাহিতে হইবে।" গায়িকা বলিলেন, "মহাশয়, গানই আমার ব্যবসা, আপনার বাড়ীতে গাহিব না কেন?"

"আপনি কি চান বলুন?"

"আমি অনেক আশা করিয়া মাড়োয়ারে আসিয়াছিলাম; ভাবিয়াছিলাম, অনেক টাকা উপাৰ্জ্জন করিতে পারিব, কিন্তু এই এক মাসের মধ্যে আমার একটিও মজুরা হয় নাই।"

"মাড়োয়ারের আর সে দিন নাই! যদি থাকিত, তাহা হইলে আপনি প্রত্যহই মজুরা পাইতেন।"

"এইজন্য আমি আর মাড়োয়ারে থাকিব না স্থির করিয়াছি।"

"কিন্তু অন্ততঃ একদিন আমার আলয়ে আপনাকে গাহিতে হইবে। এ অনুগ্রহ কি করিবেন না?"

"দাসীর উপর আপনারই অনুগ্রহ। দেশে এত বড় বড় লোক রহিয়াছেন, কেহই তো দাসীর প্রতি কৃপা-কটাক্ষপাত করেন নাই। কেবল আপনিই দেখিতেছি এদেশে গুণীর আদর বুঝিতে পারেন। এই জন্য আপনার আলয়ে আমি একদিন গাহিব, আর তার জন্য এক পয়সাও লইব না, তবে একটা ভিক্ষা আছে।"

"কি বলুন, অবশ্য আপনার প্রার্থনা প্রাণপণে পূর্ণ করিব।"

"যে দিন গান হইবে, সেই দিন আপনি অনুগ্রহ করিয়া সমস্ত মাড়োয়ারের ঠাকুরগণকে নিমন্ত্রণ করিবেন। কেবল নিমন্ত্রণ নহে, যাহাতে তাঁহারা সকলে আইসেন, তাহাও আপনাকে করিতে হইবে। ইহা না করিলে আমি গাহিব না,— আপনি আমাকে মাড়োয়ারের সমস্ত ধন আনিয়া দিলেও গাহিব না।"

"আমি ঠাকুরগণকে অবশ্যই নিমন্ত্রণ করিব, কিন্তু তাঁহারা সকলে আসিবেন কি না, তাহা এক্ষণে কিরূপে বলিতে পারি ?"

"যাহাতে আইসেন, তাহাই করিবেন। ইহা না হইলে আমি গাহিব না।"

শৈলেন্দ্র সিংহ চিন্তিত হইলেন ; তৎপরে বলিলেন, "স্বীকৃত হইলাম, যেমন করিয়া পারি তাঁহাদিগের সকলকেই উপস্থিত করিব।"

দ্বিপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

মহাসমারোহে শৈলেন্দ্র সিংহের আলয়ে গায়িকার গান হইল; শৈলেন্দ্র সিংহ ইহার জন্য বিশেষ আয়োজন করিয়াছিলেন। দেশের মান্য গণ্য ব্যক্তি এমন কেহই ছিলেন না, যিনি নিমন্ত্রিত হন নাই। ঠাকুরগণ প্রথমে মহারাণীর ভয়ে আসিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন; কিন্তু শৈলেন্দ্র সিংহ প্রত্যেকের গৃহে গৃহে গিয়া, তাঁহাদিগকে যথেষ্ট অনুনয় বিনয়, সাধ্য সাধনা করিলেন; বলিলেন, "যদি এ স্বাধীনতাটুকুও আমাদের না থাকে, তবে এদেশে বাস করিয়া ফল কি?" এ কথা সকলেরই প্রাণে লাগিল; এতদ্ব্যতীত সকলেই গায়িকার গান শুনিবার জন্য বিশেষ উৎসুক হইয়াছিলেন। মহারাণী ক্রুদ্ধ হইবেন ভয় থাকা সত্ত্বেও, তাঁহারা সকলে শৈলেন্দ্র সিংহের আলয়ে সে দিন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহাসমারোহে ও মহানন্দে সে দিন কাটিয়া গেল।

সকলে আসিয়াছিলেন, কেবল একজন আইসেন নাই। নগরাধ্যক্ষ বিজয় সিংহ রাজধানীতে সে সময়ে উপস্থিত ছিলেন না; তিনি যে কোথায় গিয়াছেন, তাহাও কেহ জানিত না। তিনি যে রাজধানীতে নাই, এ সংবাদও বড় কেহই জানিতেন

না। শৈলেন্দ্র সিংহের আলয়ে তাঁহাকে অনুপস্থিত দেখিয়া, সকলেই সকলকে তাঁহার অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; তাঁহার অনুপস্থিতির প্রতি সকলেরই তখন দৃষ্টি পড়িল। তিনি সহসা রাজধানী ত্যাগ করিয়া কোথায় গিয়াছেন অবগত হইবার জন্য, সকলেই উৎসুক হইলেন।

গানের প্রারম্ভেই এই ঘটনায় সকলে সকলের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন; কিন্তু স্পষ্ট করিয়া স্ব স্ব মনোভাব প্রকাশ করিবার সাহস কাহারই নাই। সকলেই জানিতেন, বিজয় সিংহ মহারাণীর বিশেষ বিশ্বাসী ও প্রিয় পারিষদ। তিনি যখন অনুপস্থিত, তখন নিশ্চয় মহারাণী তাঁহাকে এখানে আসিতে নিষেধ করিয়াছেন; সুতরাং যাহারা যাহারা আসিয়াছেন, তাঁহাদের উপর মহারাণী নিশ্চয়ই বিশেষ ক্রুদ্ধ হইবেন। কে জানে, তিনি কাল কাহার প্রাণদণ্ড করিবেন! কে বলিতে পারে, কাল কাহার কি সর্ব্বনাশ হইবে! বিজয় সিংহকে অনুপস্থিত দেখিয়া, অনেকেই শৈলেন্দ্রের আলয় পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইলেন, কিন্তু নিতান্ত ভদ্রতার জন্যই তাহা পারিলেন না।

গান আরম্ভ হইল। একটির পর একটি করিয়া তিনটি গান শেষ হইল। তখন গায়িকা অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া, ঠাকুর গঙ্গ লচ্ছিমপৎ সিংহের নিকটস্থ হইয়া গান ধরিলেন;—

ওই আম্রতরে গোপসনে
বাঁশী বাজয়ে পেয়ারে,
বাঁশী বাজত, গোপ নাচত,
বোলাতা সবাই,—সখি, আওরে !

গায়িকা গান গাহিতে গাহিতে হস্ত আন্দোলিত করিয়া, বৃদ্ধ লছমিপৎ সিংহের সম্মুখে নৃত্য করিলেন। বৃদ্ধের দৃষ্টি সেই সুগোল অতুলনীয় হস্তের প্রতি আকৃষ্ট হইল। তাঁহার দৃষ্টি গায়িকার অঙ্গুলীস্থ অঙ্গুরীয়কের প্রতি পড়িল। তিনি চমকিত হইলেন, তিনি লম্ফ দিয়া দণ্ডায়মান হইলেন ; তৎপরে লজ্জিত হইয়া আবার ধীরে ধীরে উপবিষ্ট হইলেন। যুবতী তাঁহার অতি সন্নিকটবর্ত্তিনী হইয়াছিলেন বলিয়া, ভয়ে লছমিপৎ সিংহ লম্ফ করিয়াছেন ভাবিয়া, সকলেই হাসিয়া উঠিলেন।

তখন গায়িকা, গাহিতে গাহিতে প্রত্যেক ঠাকুরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, প্রত্যেকেই সেই মায়াময় অঙ্গুরীয় দর্শন করিলেন। তখন সকলে সকলের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন, সকলেরই হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইতে লাগিল।

গান শেষ হইল ; বৃদ্ধ লছমিপৎ সিংহ উঠিয়া বলিলেন, "গায়িকা, তুমি এইমাত্র গাহিলে যে, শ্রীকৃষ্ণ গোপগণ সহ বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে আসিতেছেন, ইহা কি সত্য ?" গায়িকা নিজ অঙ্গুলীস্থ অঙ্গুরীয়কের উপর হস্ত সংস্থাপিত করিয়া গাইলেন,—

"বোলাতা সবাই,—সখি আওরে।"

গান শেষ হইয়া গেল; গায়িকা চলিয়া গেলেন, একে একে সকলেই প্রস্থান করিলেন; কিন্তু নানা ছল করিয়া ঠাকুরগণ শৈলেন্দ্রের গৃহে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। অবশেষে সকলে প্রস্থান করিলে তাঁহারা দেখিলেন, তাঁহারা কেহই যান নাই. অথচ কেহ কাহাকে থাকিতেও অনুরোধ করেন নাই। যখন তাঁহারা দেখিলেন, আর সকলেই চলিয়া গিয়াছেন, কেবল তাঁহারাই আছেন, তখন বৃদ্ধ লছমিপৎ সিংহ স্বয়ং চারিদিকের দ্বার ও গবাক্ষ রুদ্ধ করিলেন; তৎপরে বলিলেন, "ললিত সিংহ নিশ্চয়ই জীবিত আছেন। আমরা যাহা শুনিতেছিলাম, তাহা প্রকৃতই। তিনিই এই সুবুদ্ধিসম্পন্না গায়িকাকে তাঁহার দূত রূপে আমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন। সত্যই তিনি ভীলগণ সহ রাজধানী অভিমুখে আসিতেছেন, তিনি আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। যাঁহার নিকট মাড়োয়ারের আংটী থাকে, আমরা তাঁহারই দাস। আমরা ভাবিয়াছিলাম, এ আংটী কুমার সিংহের নিকটেই আছে, এখন দেখিতেছি তাহা নহে, ইহা ললিত সিংহের হস্তগত হইয়াছে। আর কুমার সিংহ আমাদিগকে আহ্বান করিতে পারেন না,—আহ্বান করিবার অধিকারও আর তাঁহার নাই। এখন আমরা ললিত সিংহের আজ্ঞাপালনে বাধ্য। বন্ধুগণ, আপনাদের সকলের মত কি?"

একজন বলিলেন, "গায়িকা যে ললিত সিংহের দূত, তাহার প্রমাণ কি?"

লছমিপৎ সিংহ বলিলেন, "নতুবা এ গায়িকা এ আংটী কোথায় পাইবে? বিশেষতঃ, এ স্পষ্ট আমাদিগের সকলকে এ আংটী দেখাইয়া বলিয়াছে"—

ওই আওতরে গোপসনে,

বাঁশী বাজয়ে পেয়ারে,

ইহার অর্থ—ভীল সহ ললিত সিংহ আসিতেছেন। কেবল ইহাই নহে,—

"বোলাতা সবাই,—সখি, আওরে।"

অর্থ—তিনি আমাদের সকলকে ডাকিতেছেন।

একজন বলিলেন, "যদি তাহাই হয়, তবে এ বালিকার এ ভাবে আসিবার আবশ্যক কি?"

বৃদ্ধ লছমিপৎ সিংহ আবার কথা কহিলেন; বলিলেন, "যদি এ বালিকা এইরূপ গায়িকার ভাণ না করিত, তবে আমরা সকলে এরূপে একত্র সম্মিলিত হইবার সুবিধা কখনও পাইতাম না। আমাদের প্রত্যেকের নিকট যাইতে ইহার অনেক দিন লাগিত, তৎপরে হয় তো আমরা একত্রে পরামর্শ করিবার সুবিধাও পাইতাম না। এ যাহা করিয়াছে, প্রকৃত রাজনৈতিক ও সুবুদ্ধিসম্পন্ন দূতের ন্যায় কার্য্যই করিয়াছে।"

একজন বলিলেন, "ললিত সিংহ যদি পিতৃহত্যা করিয়া থাকেন, তবে কিরূপে আমরা সকলে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতে পারি?"

আবার বৃদ্ধ লছমিপৎ সিংহ বলিলেন, "আমিই ললিত সিংহকে দোষী ভাবিয়া, প্রথম তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতে অস্বীকৃত ও কুমার সিংহের সিংহাসন অধিরোহণের প্রস্তাব করি। আজ আমিই আবার ললিত সিংহকে সাহায্য করিবার জন্য, প্রথম আপনাদিকে অনুরোধ করিতেছি। বন্ধুগণ, এখনও কি আমাদের জানিতে বাকি আছে যে, কে বৃদ্ধ মহারাণাকে হত্যা করিয়াছে?"

আরও কিয়ৎক্ষণ গোপনে পরামর্শ হইল। তৎপরে স্থির হইল যে, সকলেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবেন, আবশ্যকমত সকলেই ললিত সিংহের সহিত যোগদান করিবেন; তবে ললিত সিংহ সম্বন্ধীয় আরও সংবাদ জানিবার জন্য, আর একবার গায়িকার সহিত সাক্ষাৎ আবশ্যক। এ কার্য্যভার বৃদ্ধ লছমিপৎ সিংহ গ্রহণ করিলেন।

অতি গভীর রজনীতে ঠাকুরগণ অতি সাবধানে একে একে শৈলেন্দ্র সিংহের আলয় পরিত্যাগ করিয়া, স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন। পর দিবস অতি প্রত্যূষে তাঁহারা সকলে শুনিলেন যে, পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহী সহ বিজয় সিংহ

নগর পরিত্যাগ করিয়া, যুবরাজের সহিত সম্মিলিত হইতে গিয়াছেন।

সে সংবাদে তাঁহাদের হৃদয় আরও চঞ্চল হইল। তাঁহারা সকলেই ভাবিলেন, রাষ্ট্রবিপ্লবের আর অধিক বিলম্ব নাই।

ত্রিপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

গৌরব ক্রোধে রাক্ষসিনী হইয়াছেন। তাঁহার অতি প্রিয়, অতি বিশ্বস্ত ও অতি কার্য্যদক্ষ কর্ম্মচারী বিজয় সিংহ শত্রুশিবিরে প্রস্থান করিয়াছেন। কেবল ইহাই নহে ; তাঁহার অনুমতি না লইয়া, শৈলেন্দ্র সিংহ নিজ বাটীতে নাচ দিয়াছেন ; সেই নাচে তাঁহাকে না জানাইয়া, ঠাকুরগণ সকলেই উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার অনুমতি ভিন্ন যাহারা প্রাত্যহিক কাজ করিতেও কখন সাহসী হন না, তাঁহারাই আজ তাঁহাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া, আমোদপ্রমোদ করিতে সাহস করিয়াছেন! আবার কেবল ইহাও নহে, গৌরব সংবাদ পাইলেন যে, নাচের পর ঠাকুরগণ গোপনে সকলে মিলিয়া কি পরামর্শ করিয়াছেন ;—অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহারা সকলে শৈলেন্দ্রের বাটীতে ছিলেন, পরে অতি সাবধানে সকলে একে একে তাঁহার বাটী পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

সিংহিনী জালে পতিতা হইয়া যেমন ক্রোধে নিজ অঙ্গ দংশন করিয়া ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে, গৌরবও ঠিক তাহাই করিতেছিলেন। কেহ সাহস করিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিতেছে না, তাঁহার ভয়াবহ ভাবে সমস্ত প্রাসাদ প্রকম্পিত হইতেছে: সকলেই ভাবিতেছে, আজ না জানি কি একটা ভয়ানক কাণ্ড সংঘটিত হইবে।

গৌরব ক্রোধে আত্মবিস্মৃতা হইয়াছেন। কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না; সমস্ত মাড়োয়ারবাসীর প্রাণদণ্ড করিলেও বোধ হয়, তাঁহার এই ভয়াবহ ক্রোধ উপশমিত হইবে না। ক্ষমতা থাকিলে, তিনি আজ সমস্ত মাড়োয়ার প্রজ্বলিত অগ্নিতে ভস্মীভূত করিতেন। তাঁহার ক্রোধ বিজয় সিংহের উপর; কিন্তু বিজয় সিংহকে দণ্ডিত করিবার আর উপায় নাই! তাঁহার ক্রোধ শৈলেন্দ্রের উপর; তিনি শৈলেন্দ্র সিংহকে বন্দী করিয়া, কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিবার অনুজ্ঞা অতি প্রত্যূষেই প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার ক্রোধ সমস্ত ঠাকুরগণের উপর; কিন্তু এককালে সকলকে দণ্ড প্রদান সম্ভব নহে। তৎপরে তাঁহার রাগ অভাগিনী সৌরভের উপর; তাহার মস্তক বিচ্ছিন্ন করিলেও বোধ হয়, তাঁহার ক্রোধ উপশমিত হইবে না। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্রোধ নিজ স্বামীর উপর। কুমার সিংহ মানুষ থাকিলে, কাহার সাধ্য

আজ তাঁহার সম্মুখে এই সকল কার্য্য করে? তাহা হইলে কি শৈলেন্দ্র সিংহ নাচ দিতে পারেন? আর রাজদ্রোহী ঠাকুরগণ নিশীথে গোপনে পরামর্শ করিতে সাহসী হন? তাহা হইলে কি বিজয় সিংহ কখনও এরূপ কার্য্য করেন? গৌরব কি করিবেন, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না; তাঁহার হৃদয়ে সে সময়ে যে ভাব হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা হয় না।

সন্ধ্যার সময় তিনি কয়েকজন মাত্র লোক সমভিব্যাহারে চিতোর যাত্রা করিলেন। সখীগণের কাহাকেই সঙ্গে লইলেন না; বলিলেন,—"আমার মন বড়ই খারাপ হইয়াছে, আমি একবার সৌরভের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলাম। তাহাকে সঙ্গে আনিয়া দিন কতক একত্রে থাকিব।"

সখীগণ এ কথা বিশ্বাস করিল কি না, তাহা আমরা জানি না; তবে তাহারা কেহই কোন কথা কহিতে সাহস করিল না। গৌরব একাকিনী চিতোর যাত্রা করিলেন। যাইবার সময় নগররক্ষার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত ও কঠোরতম অনুজ্ঞা সকল প্রচার করিয়া গেলেন।

সে দিন গৌরব, বহুকাল পরে ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। সেই দিন সেই সময়ে সৌরভ, মালতীর গলা জড়াইয়া, তাহার হৃদয়ে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেছিল। মালতী তাহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য কত প্রবোধবাক্য বলিতেছে,

কিন্তু সৌরভের হৃদয় যে বুঝে না! সৌরভ কাঁদিয়া সখীকে বলিল, "সখি, আর আমি বাঁচিব না, তাঁর সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না। আমার বাছাকে—"

মালতীরও দুই চক্ষে জলধারা বহিতেছিল; মালতী বলিল, "সখি, তোমাকে আর আমি কত বুঝাইব!"

"সখি, বুঝাইবার আর কিছুই নাই। আমার বাছাকে কে রাখিবে?"

"কেন এত অধীর হও?"

"কেন এত অধীর হই? আমি আর বাঁচ্‌ব না। আমার বাছাকে দেখো, সখি!"

"সখি,—সখি,—স্থির হও।"

"আমি আর বাচ্‌ব না!"

সৌরভের ভাব দেখিয়া মালতী বড়ই ভীতা হইল। সৌরভ আর কাঁদিতে পারে না; আজ মধ্যে মধ্যে তাহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইতেছে, কিন্তু সে সময়েও সে এমনই সবলে পুত্রকে বুকের ভিতর রাখিতেছে যে, মালতী শত চেষ্টায়ও শিশুকে তাহার ক্রোড় হইতে লইতে পারিতেছে না। শিশু কাঁদি-তেছে, তাহার ক্রন্দনধ্বনি সৌরভের কর্ণে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তাহার সংজ্ঞা পুনরাগত হইতেছে; সে ব্যাকুলভাবে চারিদিকে চাহিয়া, পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া সান্ত্বনা করিতেছে। সৌরভের

দেহ ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, তাহার শরীরে আর শোণিত নাই বলিয়া বোধ হয়; সেই চম্পক-বিনিন্দিত গৌর-কান্তি পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছে। দেখিয়া মালতী বড়ই ভীতা হইল; কিন্তু সে কি করিবে, কোথায় যাইবে, কাহাকে গিয়া বলিবে!

পর দিবস সকালে মালতী ও সৌরভ উভয়ে বসিয়া শিশুর বালসুলভ ক্রীড়া দেখিতেছে,—কাহারও মুখে কোন কথা নাই। আজ সৌরভ কাঁদিতেছে না, সে পুত্রকে লইয়া তাহার সহিত খেলা করিতেছে। ক্ষুদ্র লাবণ্য সিংহ, মায়ের ক্রোড়ে কত হাসি হাসিতেছে, কত আমোদ করিতেছে,—সে তাহার মায়ের হৃদয়ের দুঃখ কি বুঝিবে! এ দৃশ্য দেখিয়া আজ মালতীর হৃদয়েও বড় আনন্দ হইয়াছে। সৌরভের এরূপ ভাব মালতী অনেক কাল দেখে নাই।

সহসা পশ্চাতে পদশব্দ হইল। উভয়েই চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিল,—সম্মুখে গৌরব। মুহূর্ত্তমধ্যে সৌরভ, শিশুকে বুকের ভিতর লুকাইয়া, সভয়ে ভগ্নীর দিকে চাহিল, তৎপরে ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল, তৎপরে নিজ পুত্রকে ভগ্নীর ক্রোড়ে দিতে উদ্যত হইয়া বলিল, "দিদি, আমি আর বাঁচিব না! আমার আর কে আছে? আমার বাছাকে নাও, দিদি, এ তো কোন দোষ করে নি। একে—একে—দিদি, বাছাকে আমার যত্নে

রেখো। এ সংসারে তোমাকে ভিন্ন আর কা'কে আমি আমার বাছাকে দিয়ে যাব!"

এত কথা এক সময়ে বহুকাল সৌরভ বলে নাই। তাহার দম বন্ধ হইয়া আসিল; মালতী দেখিল, সৌরভের সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়াছে, সৌরভ ভূপতিতা হয়। সে ছুটিয়া গিয়া সৌরভকে ও শিশুকে ধরিল।

গৌরবের সর্ব্বাঙ্গ বংশপত্রের ন্যায় কম্পিত হইতেছিল। গৌরব নিস্পন্দ, নীরব, স্তম্ভিত; তাঁহার শরীর হইতে যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রাণ বহির্গত হইয়া গেল, সহসা যেন তাঁহার মস্তকে অশনিসম্পাত হইল। মালতী দেখিল, গৌরব থর থর কাঁপিতেছেন; তাঁহার বদনে এক ভয়াবহ ভাব বিকশিত হইয়াছে।

সহসা গৌরব বালিকার ন্যায় চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন; তৎপরে উন্মাদিনীর ন্যায় সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। তাঁহার ক্রন্দনধ্বনি সৌরভের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল. সে চক্ষুরুন্মীলিত করিয়া ব্যাকুলভাবে কহিল, "কই, আমার লাবণ্য? লাবণ্য,—আমার বাছা।" মালতী সত্বর শিশুকে সৌরভের ক্রোড়ে দিয়া বলিল, "সখি, ভয় কি? এই যে লাবণ্য?" সৌরভ ব্যাকুলভাবে সভয়ে চারিদিকে চাহিল, তৎপরে পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার বদনে শত শত চুম্বন

করিল; তৎপরে মালতীকে কহিল, "সখি, আমি স্বপ্ন দেখেছি, সে স্বপ্ন ভয়ানক স্বপ্ন! যেন দিদি আমার বাছাকে আমার বুক থেকে কেড়ে নিয়ে যেতে এসেছেন। সখি, একি সত্যি?" সৌরভের কথায় মালতীর হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল। মালতী সাহস করিয়া, গৌরবের আগমনবার্ত্তা সৌরভকে বলিতে পারিল না; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "সখি, স্বপ্ন কি কখন সত্য হয়?"

সৌরভ কোনই কথা কহিল না, বহুক্ষণ সে মালতীর দিকে চাহিয়া রহিল; তৎপরে তাহার চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল, সে মালতীর গলা জড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

চতুঃপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

গৌরব, জীবনে এরূপ গুরুতর বেদনা ও আঘাত হৃদয়ে কখনও উপলব্ধি করেন নাই। তিনি সত্য সত্যই সৌরভের হৃদয়রত্ন আদরের লাবণ্যকে তাহার হৃদয় হইতে কাড়িয়া লইতে আসিয়াছিলেন। ক্ষুদ্র লাবণ্য সিংহকে হত্যা করিয়া, নিজে মহারাণার জননী হইবার প্রয়াস করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি রাক্ষসী হইলেও এখনও রমণী! সৌরভের সরলতা, সৌরভের বাৎসল্য, সৌরভের বিশ্বাস, সৌরভের স্নেহ তাঁহার হৃদয়ে শত শত শাণিত ছুরিকার ন্যায় বিদ্ধ হইল। তিনি যে কার্য্য

সাধনের জন্য আসিয়াছিলেন, তাহা পারিলেন না। আর সৌরভের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার সাহস হইল না। তিনি সেই দণ্ডেই চিতোরদুর্গ পরিত্যাগ করিলেন।

কিন্তু হৃদয়ের উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিলেন না। দুই জন নির্মম প্রহরীকে গোপনে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "তোমরা যদি সৌরভের ছেলেটিকে হত্যা করিতে পার, তবে আমি তোমাদিগকে উচ্চ রাজকার্য্য প্রদান করিব, আর এই কার্য্যের জন্য লক্ষ মুদ্রা দান করিব। অদ্য এই হার তোমাদের দিয়া যাইতেছি, ইহাও তোমাদের হইল।"

বহুমূল্য হার পাইয়া, প্রহরিদ্বয় বড়ই আহ্লাদিত হইল। কার্য্য শেষ করিতে পারিলে লক্ষ মুদ্রা! কেবল ইহাই নহে, পরে উচ্চ রাজকার্য্য! এত দিনে তাহাদের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল ভাবিয়া, তাহারা বড়ই আনন্দিত হইল; এত সুখ ও আনন্দ তাহারা আর কখনও উপলব্ধি করে নাই। এদিকে গৌরবও সত্বর চিতোর পরিত্যাগ করিলেন। ফাঁসীর হুকুম দিয়া, বিচারক যেমন ফাঁসীকাষ্ঠের নিকট হইতে সত্বর পলায়ন করেন, গৌরবও ঠিক সেইরূপ ভয়াবহ আজ্ঞা প্রচার করিয়া, সেই আজ্ঞাপালনরূপ ভয়াবহ ব্যাপার দর্শন করিতে ভীত হইয়া, সত্বর সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

তখন প্রহরিদ্বয় সুরাপান আরম্ভ করিল। তাহারা নিষ্ঠুর

হইলেও মানুষ। তাহারা সৌরভকে দেখিয়াছে। সজ্ঞান অবস্থায় সেই বিষাদিনীর ক্রোড় হইতে সন্তানকে বিচ্ছিন্ন করিতে তাহাদেরও সাহস নাই। তাই তাহারা সুরাপান আরম্ভ করিল। সুরায় উন্মত্ত হইয়া, সেই অবস্থায় তাহারা এই নৃশংস কার্য্য করিবে, নতুবা কোন মতেই তাহাদের দ্বারা এ কার্য্য সুসিদ্ধ হইবে না।

কিন্তু তাহারা যতই সুরাপান করে, ততই তাহাদের হৃদয়ে যেন কি এক ভাব হয়; কিছুতেই আজ নেশা হয় না। পুনঃ পুনঃ সুরাপাত্র মুখে তুলিতেছে, তবুও হৃদয়ে সাহস আইসে না। তখন একজন হতাশ হইয়া বলিল, "না, আমার দ্বারা হবে না। আমি বরং চিরকাল গরীবই থাক্‌ব, এ রকম কাজ ক'রে বড়লোক হ'য়ে দরকার নেই।" অপরে কহিল, "সে কিরে, লোকে তা হ'লে কাপুরুষ ব'ল্‌বে!"

"বলুক্, ক্ষতি নেই।"

"এ কাজ না ক'র্‌লে মহারাণী কি রক্ষা রাখ্‌বেন? আমাদের নিশ্চয়ই মাথা যাবে।"

এই কথায় দ্বিতীয় প্রহরী ভীত হইয়া বলিল, "এ কথাও ঠিক বটে!"

"তবে আর ভাব্‌লে কি হবে? শীঘ্র কাজ শেষ হ'য়ে যাবে।"

"তবে একটু গাঁজা সাজ্।"

"ঠিক ব'লেছ বাপধন!"

উভয়ে তীব্র গঞ্জিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিল; তৎপরে দুই খানি শাণিত ছুরিকা লইয়া, সৌরভের প্রকোষ্ঠের দিকে যাত্রা করিল। পথে যাইতে যাইতে একজন বলিল, "তারা দুজন এক সঙ্গে থাকে। দুটোকে এক সঙ্গে পার্‌বো তো?" অপরে উত্তর করিল, "দূর্ গাধা, দুটাই তো মেয়ে-মানুষ।"

গঞ্জিকার ধূম তাহাদের মস্তিষ্কে উত্থিত হইয়াছে; তাহাদের চক্ষু আরক্ত, মাংসপেশী সকল কঠিন, সমস্ত দেহে যেন পৈশাচিক ভাব; তাহারা ঘূর্ণিতনয়নে স্পন্দিতপদে সৌরভের প্রকোষ্ঠাভিমুখে চলিয়াছে, মালতী সহসা তাহাদের সম্মুখে পড়িল। মালতী, সৌরভের জন্য আহারীয় লইয়া যাইতেছিল।

হরিণী দেখিয়া ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্র যেমন লম্ফ প্রদান করিয়া তাহাকে আক্রমণ করে, এই দুই নৃশংস রাক্ষসও ঠিক তেমনই মালতীকে আক্রমণ করিল। একজন তাহার গলা ধরিল, অপরে তাহার হৃদয়ে নিমিষমধ্যে ছুরিকা বসাইল। মালতী চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার কণ্ঠ হইতে কেবলমাত্র ধ্বনিত হইল, "সখি—" তৎপরে সে ভূপতিতা হইল, তাহার হৃদয় হইতে তীরবেগে শোণিত ছুটিল, সেই রক্তে সমস্ত গৃহ রঞ্জিত হইয়া গেল। নরহন্তাদ্বয় সবলে ছুরিকা টানিয়া লইয়া, তৎপরে সত্বরপদে সে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গেল।

একবার নরশোণিতপাত করিলে, সেই শোণিত যেন মস্তিষ্কে উত্থিত হয়; একবার একটি খুন করিলে, আরও দশটি খুন করিবার জন্য হৃদয় যেন উন্মত্ত হয়। প্রহরিদ্বয় মালতীর রক্তপাত করিয়া, আরও নরশোণিতপাতের জন্য ব্যগ্র হইল; তাহারা আর ক্ষণবিলম্ব না করিয়া, সত্বর সৌরভের গৃহাভিমুখে ধাবিত হইল।

সৌরভ একাকিনী লাবণ্যকে লইয়া খেলা করিতেছিল। শিশু তাহার ক্রোড়ে কতই হাসিতেছে। সহসা পশ্চাতে পদ-শব্দ হইল শুনিয়া, "সখি, আজ এত দেরি কেন?" বলিয়া সৌরভ ফিরিল; ফিরিয়া দেখিল, সম্মুখে রক্তাক্তকলেবর দুই রাক্ষসমূর্ত্তি। অমনি তাহার হৃদয়, হৃদয়ের মধ্যে বসিয়া গেল; সে পুত্রকে হৃদয়ে লুকাইয়া, তাহাদের দিকে ব্যাকুলনেত্রে চাহিয়া রহিল; ক্রমে তাহার দুই চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল, কিন্তু তাহার ওষ্ঠ হইতে একটি বাক্যও নির্গত হইল না।

প্রহরিদ্বয় সম্মুখে এই বিষাদময়ী প্রতিমা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সহসা কে যেন তাহাদিগকে পাষাণে পরিণত করিয়াছিল, কে যেন তাহাদের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, সবলে সেই হৃদয়ে আঘাত করিতেছিল। তাহারা আর অগ্রসর হইতে পারিল না।

কিন্তু ক্রমে ধীরে ধীরে তাহাদের চৈতন্য হইল। তখন

প্রথম প্রহরী, দ্বিতীয়কে পশ্চাৎ হইতে ঠেলিয়া অগ্রবর্ত্তী হইতে বলিল; দ্বিতীয় ব্যক্তি ইহাতে বিরক্ত হইয়া ক্রুদ্ধস্বরে কহিল, "তুই এগো না!" অপরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "তুই যা না।"

"তাকি পারি না? আমি তোর মত মেয়েমানুষ নই!"

এই বলিয়া সে আসিয়া সৌরভের শিশুকে ধরিল, সৌরভ শিশুকে বুকের ভিতর লুকাইয়া, সবলে তাহাদিগকে ধরিয়া রহিল, তৎপরে গগন বিদীর্ণ করিয়া চাৎকার করিল। তাহার সেই বিষাদময় চীৎকারধ্বনি দুর্গের প্রতি গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া প্রতিধ্বনিত হইল; সে প্রতিধ্বনি বাতাসে বাতাসে প্রতি-ধ্বনিত হইয়াই, সমস্ত পৃথিবীকে যেন শোকে পূর্ণ করিয়া ফেলিল।

তখন প্রথম প্রহরী, অপরকে কহিল, "আয় না, একটু ধর না এসে। থাক্ তুই, আমি মহারাণীকে এ কথা ব'ল্‌তে ছাড়্‌ব না।" এই কথায় নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও অপর প্রহরী আসিয়া শিশুকে ধরিল; তখন উভয়ে সবলে মায়ের ক্রোড় হইতে প্রাণের সন্তানকে কাড়িয়া লইবার প্রয়াস পাইল। কিন্তু সৌরভ সবলে শিশুকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, কিছুতেই কাড়িয়া লইতে পারা যায় না।

তখন সৌরভ চাৎকার করিয়া বলিল, "সখি,—সখি মালতী, আমার বাছাকে নিয়ে যায়, তুমি এসে রক্ষা কর।

আমি যে আর আমার বাছাকে রাখ্‌তে পারি না! তুমি যে ব'লেছিলে সখি, তুমি আমার বাছাকে কাকেও নিতে দিবে না।"

এই কাতরতায় কেহ উত্তর দিল না। পাষাণসম নির্দ্দয় প্রহরিগণের হৃদয়ও এ কথায় দ্রবীভূত হইল না;—গাঁজায় উন্মত্ত পাষণ্ডগণের কর্ণে এ কথা প্রবিষ্টও হইল না। তাঁহারা সবলে সেই শিশুকে তাহার মায়ের অঙ্কচ্যুত করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু সৌরভ, বুকের সন্তানকে বুকে রাখিয়াছে, সহজে কাড়িয়া লইবার যো নাই।

আর সে রাখিতে পারে না! আর সে দুর্দ্দান্ত রাক্ষসদিগের সহিত কতক্ষণ যুঝিবে?—তবুও সে ছাড়ে না। তখন প্রথম প্রহরী, দ্বিতীয়কে বলিল, "ছুরিখানা বসিয়ে দে না, তাহ'লেই ছেড়ে দেবে।" অপরে কহিল, "কাজ কি একে মেরে? একে মার্‌বার হুকুম নাই।" প্রথম প্রহরী ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া, সবলে শিশুকে এক টান দিল; শিশু কাতরস্বরে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তখন সৌরভও কাঁদিয়া বলিল, "নাথ,—স্বামিন্,—ললিত, আর পারিলাম না; তোমার লাবণ্যকে আসিয়া রক্ষা কর।"

বৃন্তচ্যুত ফুলের ন্যায়, ছিন্নমূল তরুর ন্যায়, বাণবিদ্ধ কপোতীর ন্যায় অবসন্ন হইয়া, সৌরভ ভূতলে পতিত হইল; রাক্ষসদ্বয়ও শিশুকে তুলিয়া লইয়া দাঁড়াইল। তখন তাহারা উভয়ে

উভয়ের দিকে চাহিল; তৎপরে একজন কহিল, "আর দেরি কেন?" অপরে কহিল, "না, আর দেরি নয়।" এই বলিয়া তাহারা উভয়েই তাহাদের শাণিত ছুরিকা, সেই শিশুর হৃদয়ে আমূল বিদ্ধ করিবার জন্য উত্থিত করিল।

পঞ্চপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

যে সময়ে ঘাতুকদ্বয় লাবণ্যকে হত্যা করিবার জন্য শাণিত ছুরিকা উত্তোলন করিল, ঠিক সেই সময়ে একটি তীর আসিয়া প্রথম প্রহরীর মস্তকে বিদ্ধ হইল; সে বিকট চীৎকার করিয়া ভূতলে পতিত হইতেছিল, তাহার ক্রোড় হইতে ক্ষুদ্র লাবণ্য সিংহও ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইতেছিল, অপর প্রহরীও সঙ্গীর সহিত বিকট চীৎকারে লম্ফ দিয়া চারি হস্ত দূরে যাইয়া দাঁড়াইয়াছিল; সহসা এই সময়ে একজন আসিয়া শিশুকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন, দক্ষিণ হস্তে অসি উন্মুক্ত করিলেন, তৎপরে পদাঘাতে প্রহরীকে দূরে নিক্ষিপ্ত করিলেন।

তিনি জুমেলিয়া। প্রহরী মুহূর্ত্তমধ্যে জুমেলিয়ার তীরে বিদ্ধ হইয়া, বিকট চীৎকারে ভূতলশায়ী হইল। দুই একবার আর্ত্তনাদ করিয়া সে পঞ্চত্ব পাইল; তাহার সঙ্গীও সম্মুখে এই ভয়াবহ ব্যাপার দেখিয়া, প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া পলাইল।

Emerald Pip We

জুমেলিয়া, শিশুকে সান্ত্বনা করিয়া, সত্বর সৌরভকে তুলিতে গেলেন, কিন্তু হায়, সৌরভ আর নাই! সৌরভকুসুম বৃন্তচ্যুত হইয়া ঝরিয়া গিয়াছে! ক্রোড় হইতে তাহার প্রাণসম পুত্রকে কাড়িয়া লওয়ায়, তাহার হৃদয়ে যে আঘাত লাগিয়াছিল, তাহা সহ্য করিবার ক্ষমতা তাহার আর ছিল না।

জুমেলিয়ার দুই চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল। জুমেলিয়া, শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া, বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু এখানে আর অধিকক্ষণ অপেক্ষা করাও কর্ত্তব্য নহে;— তিনি একাকী, চারিদিকে মাড়োয়ারের প্রহরী। এ সময়ে তাঁহাকে এখানে একাকী পাইলে, তাহারা তাঁহাকে ছাড়িবে না।

কিন্তু এ শিশু লইয়াই বা তিনি করিবেন? কোথায় যাই-বেন? ইহাকে এখানে কাহারও নিকট রাখিয়া গেলে, ইহাকে জানিয়া শুনিয়া মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করা হয়! তাহাই বা তিনি কোন্ প্রাণে করিবেন!

কাঁদিয়া কাঁদিয়া শিশু নিদ্রিত হইয়াছিল। জুমেলিয়া, সেই নিদ্রিত শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া, অতি সাবধানে চিতোর-দুর্গ পরিত্যাগ করিলেন। তিনি যেরূপ অলক্ষিতভাবে দুর্গে প্রবেশ করিয়াছিলেন, ঠিক আবার সেইরূপ অলক্ষিতভাবেই দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

দুর্গের বাহিরে আসিয়া তিনি বংশীধ্বনি করিলেন, অমনি দুইটি ভীল একটি অশ্ব লইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইল। তিনি শিশুসহ তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহণ করিয়া, দাক্ষিণাত্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিন দিবস তিন রাত্রি পথে কোন স্থলেই বিশ্রাম করিলেন না। কোথায়ও অশ্বকে বিশ্রামদান করিবার জন্য কিয়ৎকাল বিলম্ব না করিয়া, তিনি দেবী-মন্দিরাভিমুখে ছুটিতে-ছিলেন।

মন্দিরে পরমানন্দ স্বামী ছিলেন; তিনি জুমেলিয়ার ক্রোড়ে শিশু দেখিয়া বলিলেন, "একি জুমেলিয়া!" জুমেলিয়া বলিলেন, "মাড়োয়ারের মহারাণা।"

"মাড়োয়ারের মহারাণা!"

"হাঁ! রাজকুমারী সৌরভদেবীর পুত্র, লাবণ্য সিংহ।"

"তুমি এ শিশু কোথায় পাইলে?"

"আমি রাজধানী হইতে সৌরভাকে দেখিতে গিয়াছিলাম, গিয়া দেখি, দুই রাক্ষস এই শিশুকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছে।"

"তুমি অবশ্যই তাহাদিগকে সমুচিত দণ্ড দিয়া, এই শিশুকে রক্ষা করিলে?"

"এ কথা বলা অনাবশ্যক।"

"সৌরভদেবী কোথায়?"

"তিনি আর নাই!"

"কি! তিনি হত হইয়াছেন?"

"তিনি হত হইয়াছেন কিনা জানিবার আমার সময় ছিল না; আমাকে বাধ্য হইয়া সত্বর দুর্গ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।"

"তুমি ইহাকে সঙ্গে আনিলে কেন?"

"ইহাকে কাহার নিকট রাখিয়া আসিব? কে ইহাকে মৃত্যু-মুখ হইতে রক্ষা করিবে?"

"বেশ করিয়াছ; এখন ইহাকে লইয়া কি করিবে?"

"আপনি এই শিশুকে লালনপালন করিবেন জানিয়া, ইহাকে আপনার নিকট আনিয়াছি।"

"আবার শিশুর লালনপালন! এক শিশু লালনপালন করিয়া, আমার যোগসাধনা সব গিয়াছে।"

"সে শিশুর দোষ নহে। আপনি ইচ্ছা করিয়াই তো তাহাকে নাচাইয়া বেড়াইতেছেন।"

সন্ন্যাসী কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিলেন; তৎপরে বলিলেন, "আমি যখন তোমাকে এই শিশু প্রত্যর্পণ করিব, তোমাকে তখনই ইহাকে লইতে হইবে, এই কড়ারে সম্মত হইলে, ইহার লালনপালনের ভার গ্রহণ করিতে পারি।"

জুমেলিয়া, শিশুকে কিরূপে লালনপালন করিবেন! বিশেষতঃ

তিনি যে এক্ষণে যুদ্ধক্ষেত্রে! সুতরাং তিনি অগত্যা সন্ন্যাসীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তখন তিনি সন্ন্যাসীর ক্রোড়ে শিশুকে প্রদান করিয়া, আবার তৎক্ষণাৎ মাড়োয়ারের দিকে যাত্রা করিলেন। সন্ন্যাসী, ক্ষুদ্র লাবণ্য সিংহকে ক্রোড়ে করিয়া মন্দিরে প্রবিষ্ট হইলেন।